নগরীর অভিশাপ

পঞ্চানন ঘোষাল

করুণা প্রকাশনী/কলকাতা ১২

প্রথম প্রকাশ শ্রাবণ ১৩৫৭

প্রকাশক

বামাচরণ মুখোপাধ্যায়

১১ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট

কলকাতা-১২

মুদ্রাকর

শ্রীঅসিতকুমার ঘোষ

দি মুকুল প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

২০৯-এ বিধান সরণী

কলকাতা-৬

প্রচ্ছদশিল্পী

প্রণব শূর

উৎসর্গ

শ্রীমান সমিত ঘোষালকে—

লেখকের অন্যান্য বই

জাগ্রত ভারত

অপরাধ বিজ্ঞান

পকেটমার

ইত্যাদি

সন্ধ্যা তখন প্রায় সাড়ে সাতটা বেজে গিয়েছে। নগরীর মধ্যে পূর্বের মত আর কর্মব্যস্ততা নেই। কাজ-কর্ম সেরে ভদ্র নাগরিকগণ যে যার শান্তির নীড়ে ফিরে এসেছে। তাদের সকলেরই মন বিশ্রামের জন্য এখন ব্যাকুল। কিন্তু এমন স্থানও আছে যেখানে বিশ্রাম ব'লে কোনও পদার্থ নেই। রাবণের চিতার মত সেখানে দিবারাত্র আগুন জ্বলে, সন্ধ্যার পরও সেখানে লেগে থাকে কাজ-কর্মের ভিড়। জনসাধারণের নিকট এই স্থানটি থানা বা কোতোয়ালী নামে পরিচিত।

সারা দিন অন্নসংস্থানের কার্যে ব্যাপৃত থাকায় নাগরিকগণ অধিক সংখ্যায় একমাত্র সন্ধ্যার পরই থানায় এসে থাকেন। নিবেদন বা আবেদন জানাবার জন্য এইটেই তাঁদের প্রকৃষ্ট সময়। এই কারণে সন্ধ্যার সময়েই থানায় জনসমাগম হয় বেশি। প্রতি সন্ধ্যার ন্যায় এই দিনের সন্ধ্যাতেও বহু লোক থানায় এসেছেন।

বিভিন্ন টেবিলের সম্মুখে বসে প্রায় সাত-আট জন শান্তিরক্ষক স্মারকলিপি লিখতে লিখতে হিমসিম খেয়ে যাচ্ছেন। গহনা চুরি, গরু চুরি এবং ছেলে চুরি প্রভৃতির নালিশ তো আছেই, এ ছাড়া আগুন লাগা, মারপিট, গালিগালাজ, বাড়িওয়ালার অত্যাচার আর খ্যাপা কুকুরের আক্রমণ ও সেই সঙ্গে প্রতিবেশীদের উৎপাত প্রভৃতির খবরাখবরেরও অভাব নেই।

ছোট দারোগা কনকবাবু এই লিখিয়ে বাবুদের মধ্যে ছিলেন একজন। একাগ্র চিত্তে তিনি কয়েকটি চুরি কেসের স্মারকলিপি লিখে যাচ্ছিলেন। এমন সময় তাঁর টেবিলের উপরকার টেলিফোন যন্ত্রটি বেজে উঠল—ক্রীং ক্রীং ক্রীং। ডান হাতে ডায়েরি তথা স্মারকলিপির পাতার উপর পেন্সিলের আঁচড় টানতে টানতে বাম

হাতে টেলিফোনের রিসিভার কানে তুলে কনকবাবু জিজ্ঞেস করলেন, 'হ্যালো, হ্যাঁ, বলুন। কি? কি বললেন! বলেন কি মশাই, সর্বনাশ! কি বললেন—কুকুর খুঁজতে গিয়েছিলেন? এ্যাঁ! আপনার বাড়ির পিছনের বাগানে? হ্যাঁ হ্যাঁ, নিশ্চয়ই! এক্ষুনি আমরা যাচ্ছি। দাঁড়ান লিখে নিই আগে। আপনার নাম মহাবুববাবু। ফোন নম্বর বড়বাজার ২৪৮৭, ২০ নং মহিম ঘোষ স্ট্রীট থেকে বলছেন। কোথায় সেটা? ওঃ, হ্যাঁ, বুঝেছি। তা'হলে ঐখানে আপনি আমাদের জন্য অপেক্ষা করছেন তো? আচ্ছা, আর একটা কথা জেনে নেবো—হ্যাঁ, হ্যালো হ্যালো, ড্যাং—'

সকল সংবাদ ভালোরূপে জিজ্ঞাসা করে নেবার পূর্বেই টেলিফোনের কনেকসনটা কেটে যাওয়ায় কনকবাবু অত্যন্ত চিন্তিত হয়ে উঠলেন। ঝনাৎ করে রিসিভারটা নামিয়ে রেখে ব্যস্ততার সহিত তিনি সম্মুখে দণ্ডায়মান একজন সিপাহীকে হুকুম করলেন, 'এই সিপাহী, কেয়া করতা! যাও জল্‌দী, বড়বাবুকো খবর ভেজো-ও। উনকো বলো এলাকামে একঠো ভারী খুন হো'গয়া।'

খুনের কথা শুনে উপস্থিত ব্যক্তিমাত্রেই হাতের কলম থামিয়ে কনকবাবুর মুখের দিকে চাইলেন। এঁদের মধ্য হ'তে একজন তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'এ্যাঁ, খুন! বলেন কি? এই তো সেদিন একটা হ'লো, আবার আজকে একটা! কে খুন হ'লো, কনকবাবু! কোথায় খুন হ'লো, তা খবর দিলে কে?' চিন্তিতভাবে কনকবাবু উত্তর করলেন, 'সংবাদদাতা লোকটা যে কে তা বুঝলাম না। মহিম ঘোষ স্ট্রীট থেকে একজন ফোন করে ঘটনাটা জানালো। কিন্তু ভালো করে নাম-টাম না ব'লেই সে কেটে পড়ল। কেন সে এমন করল তা তো বুঝলাম না! তবে সে টেলিফোনের নম্বর ও ঠিকানাটা দিয়েছে, এই যা রক্ষে।'

দেওয়ালের ঘড়ির দিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে জাবেদা খাতাটা সম্মুখের দিকে টেনে এনে কনকবাবু এই খুন সম্পর্কে একটা মেসেজ

লিখতে শুরু করলেন। খুন সম্বন্ধে এইটি হবে আইনত প্রাথমিক সংবাদ। তাই কনকবাবু স্টেশন ডায়েরিতে সেটি সংক্ষেপে সাবধানে লিখে নিলেন—

"—২০ জুলাই ১৯৩২ সাল, সন্ধ্যা সাড়ে সাতটা, ২০ নম্বর মহিম ঘোষ স্ট্রীটের কোনও এক বাড়ি হইতে মহাবুব নামে কোনও এক ব্যক্তি টেলিফোনে জানান যে তিনি একটা মুণ্ডহীন দেহ তাঁহার বাড়ির পিছনে আবিষ্কার করিয়াছেন; তাঁহার কুকুরটি খুঁজিতে গিয়া তিনি মৃতদেহটি দেখিতে পান। ইহার পর হঠাৎ তিনি ফোনটি নামাইয়া রাখেন। উঁহার যোগসূত্র অন্য কোনও কারণে বিচ্ছিন্ন হওয়াও অসম্ভব নয়। ফোনের যোগসূত্র বিচ্ছিন্ন হইয়া যাওয়ায় ঐ ব্যক্তি খুন সম্বন্ধে অধিক খবর দেন নাই বা তা দিতে পারেন নাই; নিজ বাড়িতে তিনি পুলিসের অপেক্ষায় হাজির থাকিবেন বলিয়াছেন। মৎ কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া ভদ্রলোক তাঁহার ফোন নম্বর দিয়াছেন বঃ বঃ ২৪৮০। ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীকে তাঁহার কোয়ার্টারে খবর পাঠানো হইল।"

খুনের সংবাদটি এইভাবে স্টেশন ডায়েরিতে লিপিবদ্ধ করে মুখ তুলতেই কনকবাবু দেখলেন, ভারপ্রাপ্ত অফিসার প্রণববাবু তাঁর সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন। প্রণববাবুকে দেখে কনকবাবু বলে উঠলেন, 'আবার হেডলেশ ট্রাঙ্ক, স্যার। আবার একটি মুণ্ডহীন দেহ। এই রকমের খুন এই নিয়ে সংখ্যায় দুটো হ'লো।'

ব্যস্ত হয়ে প্রণববাবু বলে উঠলেন, 'এ্যাঁ, বলো কি? আবার? না, চাকরি আর থাকল না দেখছি। শুনেই তো ওপরওয়ালারা চেঁচাতে শুরু করবেন। খুনগুলো যেন আমরাই করেছি। কৈ, দেখি টেলিফোন মেসেজটা। এ্যাঁ, এ আবার কি? সংবাদদাতার পুরো নাম কৈ? ওঃ তাই বুঝি, পুরো নাম বলে নি। আচ্ছা, তাতে অসুবিধে হবে না। পরে জেনে নিলেই হবে'খন।'

জমাদার রাম সিং এতক্ষণ নিকটে দাঁড়িয়ে প্রণব ও কনকবাবুর

কথোপকথন নিবিষ্ট মনে শুনে যাচ্ছিল। এইবার এগিয়ে এসে সে বলে উঠল, '২০ নম্বর মহিম ঘোষ স্ট্রীটসে টেলিফোঁক আয়া? লেকেন হুঁয়া টেলিফোঁক কাঁহা? উ তো এক খালি কুঠি হ্যায়। কমসে কম বিশ দফে হুঁয়া মে যা চুকা। উসমে কোহি নেহী রহতা।'

বিস্মিত হয়ে প্রণববাবু জিজ্ঞাসা করলেন, 'কেয়া বোলতা তুম? পহলাভী উঁহা যা চুকা, কাহে?'

উত্তরে জমাদার রাম সিং জানালো, 'হুজুর, এইসেন খবর থে, যে উস কুঠিমে বদমাসলোক জমায়েত হোতা। আপহী তো উঁহিপর ইসবাড়ে মেকো ভেজে থে। আপকো খেয়াল নেহী হুজুর, ইস্‌বাড়ে এক খত ভী আয় থা।'

হাঁ হাঁ, তাই তো বটে! রাম সিংএর কথাই ঠিক। একটু চিন্তা করে প্রণববাবু বললেন, 'মাস দুই যাবৎ ঐ বাড়িটা সম্বন্ধে অনবরত উড়ো চিঠি এসেছে। তা'হলে ঐ বাড়ি হতে কেউ টেলিফোন করে নি। আচ্ছা, দাঁড়াও দেখি।' প্রণববাবু এইবার টেলিফোনের রিসিভারটি তুলে নিয়ে এক্সচেঞ্জকে ডাকলেন, 'হ্যালো, পুট মি টু বড়বাজার ২৪৮৭।' ফোনের কনেকসান পেয়ে প্রণববাবু জিজ্ঞাসা করলেন, 'হ্যালো, শুনুন। কেয়া, কৌন? মে এহি পুছতা হ্যায় কিসিকো কুঠিসে বাত করতে। কেয়া? রায় বাহাদুর স্যার মহাতপচাঁদ? ওঃ, হাঁ হাঁ, ঠিক হ্যায়। আচ্ছা ছোড় দিজিয়ে।'

টেলিফোনের রিসিভারটা তাড়াতাড়ি নামিয়ে রেখে প্রণববাবু বললেন, 'তাই তো হে, এ আবার কি? রায় বাহাদুর স্যার মহাতপচাঁদ তো মহিম ঘোষ স্ট্রীটে থাকেন না? তিনি তো থাকেন ৩০ নং বাঁশতলা গলিতে। তাঁর ঐ বাড়িটা তো ঘটনাস্থল হতে অন্তত দুই মাইল দূরে হবে। তা' ছাড়া, বাঙালী পাড়ার খুনের সঙ্গে এঁদের কিছুমাত্র সম্পর্ক আছে বলেও তো মনে হয় না। অথচ তাঁর বাড়ির ফোন থেকেই খবর এল।

সমস্যার এরূপ একটা সহজ সমাধান সম্বন্ধে কনকবাবুও ভেবে দেখেছিলেন। কিন্তু তাঁর মন এতে সায় দেয় নি। তাই প্রত্যুত্তরে তিনি প্রণববাবুকে বললেন, 'তা স্যার, এমনও তো হতে পারে যে সংবাদদাতা স্যার মহাতপের বাড়ির কাছেই বসবাস করেন। অন্য কোনও সূত্র হতে তিনি এই খুনের খবর পেয়ে থাকবেন। কাছা-কাছি কারও বাড়িতে ফোন না থাকায় তিনি ঐখানে এসেই খবর দিলেন।

'হুঁ, তা তো বুঝলাম,' উত্তরে প্রণববাবু বললেন, 'কিন্তু টেলিফোন মেসেজটা পড়ে দেখো, নিজেই তো ওটা লিখেছ হে। ওতে বলছে না যে, সংবাদদাতা মৃতদেহটি তারই বাড়ির পিছনে এক বাগানে আবিষ্কার করেছে। তবে একটা কথা এই যে, টেলিফোন নম্বর ভুল হলেও হতে পারে। আচ্ছা, দাঁড়াও দেখি।' টেলিফোনের রিসিভারটা পুনরায় তুলে নিয়ে প্রণববাবু জিজ্ঞাসা করলেন, 'হ্যালো, এক্সচেঞ্জ! পুলিস স্টেশন কলিঙ। দেখুন, এই একটু আগে এই থানায় কে ফোন করেছে বলতে পারেন? বড্ড জরুরি দরকার কিন্তু।'

সৌভাগ্যক্রমে টেলিফোন ক্লার্ক একজন বাঙালীই ছিলেন। উত্তরে ভদ্রলোক বলে উঠলেন, 'এই তো মশাই মুশকিল করেন। এতক্ষণ পরে কি আর তা বলা যায়? হাঁ হাঁ, দাঁড়ান একটু। একটু আগে একজন একটা খুনের খবর দিচ্ছিল। কথাটা হঠাৎ আমাদের কানে আসে। দাঁড়ান দাঁড়ান, বলছি! বড়বাজার ২৪৮৭। হাঁ মশাই, ঐ নম্বর থেকেই একজন একটু আগে আপনাদের ফোন করেছিল।'

'এই দেখো, কি ভীষণ কাণ্ড দেখো,' টেলিফোন নামিয়ে প্রণব-বাবু কনকবাবুকে বললেন, 'আমাদের কোনও থিওরিই যে আর টেঁকে না হে। কিন্তু বাঙালী পাড়ার খুনের সঙ্গে স্যার মহাতপেরই বা কি সম্বন্ধ থাকতে পারে তা'ও তো বুঝলাম না। তারপর স্যার মহাতপ হচ্ছেন দেশের একজন মান্যগণ্য ধনী ব্যবসায়ী। কতো

বড়ো বড়ো অফিসারের সঙ্গে তাঁর খাতির। এখন এই ব্যাপারে তাঁকে ধরাধরিই বা কি করে করি? যাক্, ওসব পরে ভাববো'খন। এখন তো থানা হতে বেরিয়ে চলো। তাড়াতাড়ি ঘটনাস্থলে হাজির হই। অনেক দেরি হয়ে গেল। সত্যি. আর দেরি করা উচিত হবে না।'

এর পর প্রণববাবু থানার একজন মুন্সিবাবুকে ঐ অঞ্চলের এসিস্টেন্ট পুলিস কমিশনারকে ঘটনাটি সম্বন্ধে সংক্ষেপে জানিয়ে দিতে বলে কনকবাবুকে বললেন, 'এসো হে কনক, এইবার আমরা বেরিয়ে পড়ি। খবর পেয়েই হয়তো বড়ো সাহেবও বেরিয়ে পড়বেন। ওঁর পৌঁছানোর আগেই কিন্তু আমাদের ঘটনাস্থলে পৌঁছানো চাই।'

প্রণববাবু কনকবাবুকে নিয়ে বার হয়ে আসছিলেন। এমন সময়ে উপর থেকে একজন ভৃত্য এসে প্রণববাবুকে ডাক দিয়ে জানালো, 'বাবু-উ, মাইজী একবার উপরে ডাকছেন।' মুখ ঘুরিয়ে প্রণববাবু জিজ্ঞাসা করলেন, 'কেন? বলো তাড়াতাড়ি একটা দরকারি কাজে বেরিয়ে যাচ্ছি এখন আর আমি উপরে উঠতে পারবো না।' উত্তরে চাকর ভিখুরাম জানালো, 'আজ্ঞে মামাবাবু এসেছেন।' বিব্রত বোধ করে প্রণববাবু বললেন, 'এই দ্যাখো! শ্যালক মহারাজ এসে গিয়েছেন। চাকরি তো রইলই না। এখন ঘর সামলানোও দায় হয়ে উঠল দেখছি।' তা' একটুক্ষণ দাঁড়াও ভাই. কি বলেন শুনে আসি।'

'তা'হলে আমিও স্যার', উত্তরে কনকবাবু বললেন, 'একটু বাসাটা ঘুরে আসি।' প্রণববাবু জিজ্ঞাসা করলেন, 'সে আবার কি হে? তোমাকে আবার কে ডাকতে এল?' উত্তরে কনকবাবু বললেন, 'সে আর বলেন কেন, স্যার! এতো দিন পর মনে করেছিলাম, গিন্নীকে নিয়ে একটু সিনেমায় যাবো ন'টার শো'তে। এতক্ষণে সেজে-গুজে অগ্নিশর্মা হয়ে বসে আছেন। যাই স্যার, তাঁকে একটু বুঝিয়ে আসি।'

'না না, ওসব থাক এখন,' বিষণ্ণ মনে প্রণববাবু বললেন, 'কারোরই উপরে যাবার দরকার নেই। আমাদের ঘটনাস্থলে পৌঁছবার পূর্বেই ওপরওয়ালারা কেউ সেখানে এসে উপস্থিত হলে আমাদের লজ্জার আর সীমা থাকবে না। তা'ছাড়া এখন আমাদের মাথা ঠাণ্ডা করে কাজ করা দরকার। ওসব বাজে কথায় মন খারাপ করলে কি আমাদের চলে? এসো হে এসো, চটপট চলে এসো, অন্তত কিছুক্ষণের জন্য মনে করে নাও যে ভূভারতে আমাদের আত্মীয়-স্বজন ও স্ত্রীপুত্রাদি কোনও দিনই নেই।'

ভৃত্যদের মারফত আপন-আপন স্ত্রীর নিকট একটা করে খবর পাঠিয়ে নিজেদের উপরে উঠবার অক্ষমতা সম্বন্ধে তাঁদের ওয়াকিবহাল করিয়ে উভয়ে থানা হ'তে বার হয়ে আসছিলেন। এমন সময় একজন পরিচিত উকিলবাবু জনৈক ভদ্রলোক সমভিব্যাহারে তাঁদের পথ আগলে জানালেন, 'আরে-এ, ও প্রণববাবু! আপনার কাছে যে এঁকে এনেছি। আরে শুনুন শুনুন। তাড়াতাড়ি চললেন কোথায়? ঠিক এই সময় অপর আর এক ভদ্রলোক তাঁদের পিছনে এসে দাঁড়িয়ে অনুরোধ জানালেন, 'আমি মশাই সিটি কলেজের একজন প্রফেসার। আপনার কাছেই এসেছি। আপনি ডাঃ অসিত ঘোষকে চেনেন তো? আপনার নামে তিনি একটা—চিঠিও দিয়েছেন, এই যে—'

আত্মীয়-পরিজনের সহিত এতগুলো লোককে একসঙ্গে খুশি করা ও সেই সঙ্গে খুনের তদারক এবং সুনাম রক্ষা করে চাকরি বজায় রাখা একজন মানুষের পক্ষে অসম্ভব। তবুও প্রণববাবু সকলের প্রতি মাত্র একটি করে মিষ্টি দৃষ্টি হেনে পুলিসের নির্দিষ্ট লরিতে উঠে পড়ে সকলকে একসঙ্গেই জানিয়ে দিলেন, 'বড় মুশকিলে পড়ে এখুনি বেরিয়ে যাচ্ছি, কাল বরং আসবেন আপনারা। আজ একটুও সময় নেই। মাপ করবেন, নমস্কার—'

থানায় প্রবেশ-পথের লোকদের ন্যায় থানার অভ্যন্তরভাগেও

বহু লোক নানা কাজে ও অকাজের ব্যাপারে অপেক্ষা করছিলেন। বাইরের লোকদের সঙ্গে যদিও বা তাঁর কথা বলবার অবকাশ হয়েছে, কিন্তু থানার অভ্যন্তরে বসে থাকা একটি লোকের সঙ্গে তাঁর কোনও বাক্যবিনিময় করা হয়ে উঠে নি। এদের মধ্যে কেউ প্রণববাবুর সঙ্গে সাক্ষাৎভাবে সাক্ষাৎপ্রার্থী। ইতিমধ্যে এদের কাউকে কাউকে একটু অপেক্ষা করবার জন্যে তিনি অনুরোধও জানিয়েছিলেন। সহসা তাদের কোনও কিছু না বলে তাঁকে বেরিয়ে যেতে দেখে সকলে হতভম্ব হয়ে গিয়েছিল। লরিটা স্টার্ট দিয়ে কিছুদূর এগিয়ে যাওয়ার পর প্রণববাবুর সহসা মনে পড়ল, বাইরের লোকেদের ন্যায় ভিতরের লোকদের কিছু বলে আসা হ'লো না তো ? ছিঃ ছিঃ। এদের কেউ কেউ হয়তো বহুক্ষণ তাঁর জন্যে অপেক্ষা করবে। অফিসের লোকেরা তাদের যদি বুঝিয়ে চলে যেতে বলে তবে তো! তা কি আর করা যাবে ? কিছুক্ষণের মধ্যেই প্রণববাবু পিছনের সকল কথা ভুলে গিয়ে কেবলমাত্র এইদিনকাব হত্যা মামলা সম্পর্কে চিন্তা শুরু করে দিলেন।

প্রণব ও কনকবাবু মনে করেছিলেন তাদের এই মিষ্টি হাসি হয়তো সমাগত সকলকেই খুশি করে দিয়েছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এঁদের একজনাকেও তাঁরা খুশি করতে পারেন নি। বাহির ও ভিতরের সকল ব্যক্তির বিরাগভাজন হয়ে গন্তব্যস্থানের উদ্দেশে যথা সত্বর প্রস্থান করা ছাড়া এঁদের অন্য কোনও উপায়ও ছিল না।

ইনস্পেকটাব প্রণববাবু তাঁর সহকাবী কনকবাবু ও রাম সিং জমাদারকে সঙ্গে ক'রে তড়িৎগতিতে ১০ নং মহিম ঘোষ স্ট্রীটের বাড়ির সম্মুখে এসে উপস্থিত হলেন। বাড়িটি এই অঞ্চলে সুপরিচিত হওয়ায় খুঁজে বার করতে তাঁদের কিছুমাত্রও অসুবিধা হয় নি। কিন্তু ততক্ষণে সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে অন্ধকার ঘনীভূত হয়ে পড়েছে। প্রাচীর-বেষ্টিত প্রশস্ত প্রাঙ্গণের পশ্চাদ্দেশে একটি বিরাট দ্বিতল

পুরাতন অট্টালিকা তমসাবৃত হয়ে বিরাটকায় দৈত্যের মতন দেখা যায়। এদিকে উহার বিরাট সদর দরজার বহির্দেশে একটা নূতন দামী বড়ো তালাও লাগানো রয়েছে। অবস্থা-দৃষ্টে প্রতীত হয় যে, এতোকাল দরজা উন্মুক্তই থাকত। সম্প্রতি কে বা কাহারা উহা তালা বন্ধ করে রেখেছে। কিন্তু ভালো করে পরীক্ষার পর তাঁরা দেখতে পেলেন যে, তালা দরজার মাত্র একটা কড়াতে লাগানো, এ ছাড়া ঐ দরজার পাল্লা দুটো ভিতর হতে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। বিস্মিত হয়ে প্রণববাবু জমাদার রাম সিংকে জিজ্ঞেস করলেন, 'কেয়া জমাদার। তুম না বোলা খালি বাড়ি। আভী তো মালুম হোতা, ভিতরমে আদমীভী হ্যায়।' উত্তরে জমাদার রাম সিং বলল, 'হোনে ভী সেখতা, হুজুর। দু-দশ রোজকী বাত, হামরা থোড়াই মালুম হ্যায়। তেনি দেখিয়ে না সাব। দরজামে ঠোকিয়ে না!'

প্রণববাবু দরজার উপর আঙুলের টোকা দিয়ে ভিতরের কাউকে ডাকতে যাচ্ছিলেন, এমন সময় কনকবাবু বলে উঠলেন, 'স্যার, বড়ো সাহেব। স্যার, বড়ো সাহেব!' পুলিসের বড়ো সাহেব এসে গিয়েছেন। পিছন ফিরে প্রণববাবু দেখলেন যে তাঁদের বড়ো সাহেব মহীন্দ্রবাবু মোটর হতে নেমে তাঁদের দিকে এগিয়ে আসছেন। কায়দা মাফিক তাঁকে সেলাম ঠুকে প্রণববাবু বলে উঠলেন, 'গুড ইভনিং স্যার।'

'গুড ইভনিং ভাই', প্রত্যুত্তরে বড়ো সাহেব মহীন্দ্রবাবু বললেন, 'এইটেই তো কুড়ি নম্বরের বাড়ি? কিন্তু তোমরা না বলছিলে খালি বাড়ি? তোমাদের কথাই যদি সত্যি হয়, তা'হলে ভিতর হতে দরজা বন্ধ করলে কে? দেখো, হয়তো এখানে খুন-টুন কিছুই হয়নি। পাড়ার কেউ হয়তো আমাদের সঙ্গে একটু ঠাট্টা-মস্করা করে নিল।'

দরজার উপর জোরে জোরে ধাক্কা দিতে দিতে প্রণববাবু উত্তর করলেন, 'তা'হলে তো স্যার, আমরা বেঁচেই যাই। তা না হলে কালই আবার কাগজওয়ালারা এই খুনটা নিয়ে লেখালেখি শুরু করে

দেবে। আগের খুনটার এখনও পর্যন্ত কোনও কিনারাই করা গেল না। আবার ঐ রকমের আর একটা খুনের খবর পেলে কি তারা আর রক্ষা রাখবে।'

'তা না হয় বুঝলাম, কিন্তু—' বড়ো সাহেব মহীন্দ্রবাবু বললেন, 'ধাক্কা তো দিয়েই যাচ্ছো, কিন্তু দরজাটা খুলছে কৈ? লোকজন ভিতরে কেউ থাকলেও তো তারা দূর হতে সাড়া দেবে।'

সহসা সহকারী অফিসার কনকবাবুর লক্ষ্য পড়ল দরজা হতে কিছু দূরে পাঁচিলে আঁটা একটা টিন প্লেটের দিকে। টিন প্লেটটি পেরেকের সাহায্যে পাঁচিলের উপর লাগানো ছিল। টিন প্লেটটির উপর খব ছোট ছোট অক্ষরে সবুজ রঙের কালির সাহায্যে লেখা রয়েছে, 'এই বাড়িটি শীঘ্রই বিক্রীত হইবে। ইতিমধ্যে ভাড়া দেওয়াও যাইতে পারে। এই সম্পর্কে বড়বাজারের প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী মহান্তবনবাবুর নিকট অনুসন্ধান।'

টিন প্লেটটির প্রতি বড়ো সাহেব এবং প্রণববাবুর দৃষ্টি আকর্ষণ করে কনকবাবু বলে উঠলেন, 'না স্যার, এটা খালি বাড়িই। ঐ দেখুন টিন প্লেটে কি লেখা রয়েছে। তা ছাড়া উপরের জানালাগুলোও যে কয়েক বৎসরের মধ্যে খোলা হয়েছে তা' তো মনে হয় না। জমাদার রাম সিং না হয় পাঁচিল টপকে ভিতরে ঢুকে দরজাটা খুলে দিক।'

হাতের টর্চটা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে টিন প্লেটটির উপর আলোক নিক্ষেপ করে বড়ো সাহেব তার লেখার ছত্র কয়টি নিজে পাঠ করে নিলেন এবং তারপর গম্ভীর হয়ে তিনি উত্তর করলেন, হুঁ হু। তা তুমি মন্দ কথা বলো নি। খুব ভালো প্রস্তাব করেছো। এরপর আরও কিছুক্ষণ চিন্তা করে বড়ো সাহেব বললেন, 'কেয়া জমাদার, উঠনে শেখেগা?' পাঁচিলের উচ্চতার পরিমাপ মনে মনে বুঝে নিয়ে জমাদার রাম সিং উত্তর করল, 'উঁচা তো থোড়াই হ্যায়। লেকেন উমের মেরি থোড়া যাস্তি হো গয়া। লেকেন মালুম হোতা হাম শেখো গে। আচ্ছা দেখনে দিয়ে তো হুজুর।' জমাদার রাম সিং

এইবার বিনা বাক্যব্যয়ে পাঁচিলের উপর হাত-পা লাগিয়ে ঠেলে উপরে উঠে বলল, 'ঠিক হ্যায় হুজুর, বিলকুল ঠিক হ্যায়।' এর পর সে পাঁচিলের উপরাংশ ধরে ঝুলে পড়ে নিম্নের প্রাঙ্গণে এসে দাঁড়ালো। ভিতরে নেমে পড়বার সময়ে সে টাল সামলাতে না পেরে মাটির উপর পড়ে গিয়েছিল। তাড়াতাড়ি সে তার পরনের কোর্তা ঝাড়তে ঝাড়তে উঠে পড়ে ভিতর হতে সদর দরজার খিল খুলে বেরিয়ে এসে বলল, 'আইয়ে হুজুর, চলা আইয়ে।'

দলবল সহ সকলে ভিতরে ঢুকে পড়লেও বেশি দূর তাঁরা অগ্রসর হতে পারলেন না। অন্ধকারে চতুর্দিকে কোনও দ্রব্য দৃষ্টিগোচর হয় না। দিনের আলোর জন্য অপেক্ষা করাও সম্ভব নয়। হত্যার তদন্তে ক্ষণমাত্র বিলম্বও অতীব ক্ষতিকর। তাই কিছুক্ষণ চিন্তা করে মহীন্দ্রবাবু বললেন, 'আলো ভিন্ন তো আর এক পা-ও অগ্রসর হওয়া যাবে না। আমাদের শত্রুর তো আর শেষ নেই। জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে কাকে কখন অসুখী করে রেখেছি কে জানে? হাজার কাজের মধ্যে হয়তো আমরা এতে দিনে তা অকিঞ্চিৎকর মনে করে ভুলে গিয়ে থাকবো। কিন্তু যে মার খেয়েছে সে তা বহুদিন পর্যন্ত মনে রেখে থাকে। যে মারে সে সহজেই তা ভুলে যায়, কিন্তু যে মার খায় সে ভোলে না। আমাকে বা তোমাকে ভুলিয়ে এনে তাদের পক্ষে আমাদের খুন বা গুম করে দেওয়াও অসম্ভব নয়। আমরা বরং এখানে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করি। ততক্ষণে কনক হেড অফিসে গিয়ে একটা জোরালো স্থানান্তরক্ষম স্পট লাইট নিয়ে আসুক। আর সেই সঙ্গে একজন ফটোগ্রাফার এবং ফিঙ্গার ফুট-প্রিন্ট-এক্সপার্টদেরও এখানে ডেকে আনুক।'

অন্ধকারের আবছায়ায় গা আড়াল করে প্রায় এক ঘণ্টা কাল মহীন্দ্র ও প্রণববাবু সেইখানে অপেক্ষা করতে লাগলেন। নির্বিবাদে পাশের ড্রেনে জন্মে মশককুল প্রাঙ্গণের বাগানে এসে আশ্রয় নিয়েছিল। এমন অভাবনীয়ভাবে রাত্রে তাদের ডেরার কাছে শিকার

প্রাপ্তি তাদের ভাগ্যে কদাচিৎ ঘটেছে। তারা এইরূপ সুবর্ণ সুযোগ হেলায় হারিয়ে ফেলতে রাজী নয়। সোঁ সোঁ করে উড়ে এসে মশক-দল আগন্তুকদের দেহের উন্মুক্ত স্থানে হানা দিতে শুরু করে দিল। পুরানো বাড়ির কয়েকটা মাকড়সাও পাঁচিল হতে নেমে এর-ওর কাঁধে লাফিয়ে পড়ছিল। বিরক্ত হয়ে এঁদের সকলে ভাবছিলেন যে তাঁরা ঐ পোড়ো বাড়ি হতে বেরিয়ে আসবেন কি না। এমন সময় দূরে লরির উপর দেখা গেল একটা চোখ-ঝলসানো উজ্জ্বল আলোক। বিশেষজ্ঞগণ সমভিব্যাহারে কনকবাবু লরিযোগে ফিরে আসা মাত্র দুই জন সিপাহী ধরাধরি করে ঢাকের মত বৃহদাকার অত্যুজ্জ্বল স্পট লাইট নামিয়ে এনে ভিতরের বাগানে বসিয়ে দিলে। দিবালোকের ন্যায় আলোকরশ্মি অকুস্থলের অট্টালিকাসহ সমস্ত বাগিচা এবং সেই সঙ্গে চতুষ্পার্শ্বের দ্বিতল ও ত্রিতল বাড়িগুলিকেও আলোকবন্যায় প্লাবিত করে দিলে। তখন রাত্রি দশ ঘটিকাও অতিবাহিত হয় নি। তাই রাজপথে লোক চলাচল তখন পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। চতুষ্পার্শ্বের বাড়ির অধিবাসীরা সকলে কর্মরত না হলেও জেগে আছে। এইরূপ এক আলোকময় পরিস্থিতির জন্য পল্লীর কেহই প্রস্তুত ছিল না। এইরূপ আলোক পরিদৃষ্ট হওয়া মাত্র প্রতিটি বাড়ির বারাণ্ডা ও গবাক্ষ কৌতূহলী নরনারীতে পূর্ণ হয়ে গেল। পোড়ো বাড়ির সদর দরজার উভয় পার্শ্বে রাজপথের উপরও এক বিরাট জনতা। এইরূপ জনসমাগম তদন্তের পক্ষে সাধারণত বিঘ্নই ঘটিয়ে থাকে। তবু এদের মেরে তাড়িয়ে দেওয়াও যায় না।

তাই প্রণববাবু সিপাই-সান্ত্রীদের ভিতরে ঢুকিয়ে নিয়ে সদর দরজা ভেজিয়ে দিয়ে মহীন্দ্রবাবুকে বললেন, 'চলুন স্যার। স্পট লাইটের সঙ্গে সঙ্গে আমরাও এগিয়ে চলি।' সকলে ধীরে ধীরে এইবার অগ্রসর হচ্ছিলেন, এমন সময় সহসা প্রণববাবু লক্ষ্য করলেন, সদর দরজার নিকট স্পষ্ট কয়েকটি পায়ের ছাপ। এ ছাড়া দেওয়ালের উপরও ছ্যাচড়ানো দাগ ও একটি সুস্পষ্ট পায়ের ছাপও

দেখা যাচ্ছে। চারিদিকে সতর্ক দৃষ্টি রেখে ও সেই সঙ্গে একটু চিন্তা করে প্রণববাবু বললেন, 'না স্যার, এখানেই খুন হয়েছে। এতে আর ঠাট্টা-মস্করা নেই। এই বাড়ির সদর দরজা সর্বসময়ে খোলাই থাকবার কথা। কিন্তু বিশেষ কারণে আজ এর ব্যতিক্রম ঘটেছে। আমার মতে কেউ সোজা পথে খোলা দরজা দিয়ে এই বাড়িতে ঢুকে এইখানে যা করবার তা সমাধা করেছে। এর পরে এদের একজন তার সহকর্মীদের এই পথে বার করে দিয়ে নিজে ভিতর হতে দরজায় খিল লাগিয়ে দেয়। তারপর সে পাঁচিল টপকে বাইরে এসে দরজায় নূতন তালা লাগিয়ে সাঙ্গোপাঙ্গ সহ সরে পড়ে। আমি এতক্ষণ পাঁচিলটা ভালো করে পরীক্ষা করছিলাম। এই পাঁচিলের বহির্দেশে একটি পায়ের গোড়ালির এবং উহার অভ্যন্তর ভাগে ঐ পায়ের সম্মুখাংশের চিহ্ন দেখা যায়। সাধারণত ওঠবার সময় পায়ের সম্মুখাংশের এবং নামবার সময় উহার গোড়ালির চিহ্ন প্রাচীরগাত্রে সংযুক্ত হয়ে গিয়ে থাকে। এই জন্যই স্যার, আমি এইরূপ অভিমত প্রকাশ করেছি।'

'থাক এখন ওসব কথা,' বড়ো সাহেব বললেন, 'এখন তো আগে দেখা যাক, সত্য সত্যই কেউ খুন হ'লো কি না?' বড়ো সাহেবের এই উপদেশ প্রণববাবুর মন মেনে নিতে চাইলে না। তাই উত্তরে প্রণববাবু একটু 'কিন্তু কিন্তু' করে আপন অভিমত প্রকাশ করে বললেন, 'কিন্তু তা' হলে ফিরে এসে এইসব চিহ্ন আমরা আর নাও পেতে পারি। ইতিমধ্যে এগুলি যে অপসৃত বা অন্তর্হিত হবে না তা কে বলতে পারে! বহির্দেশের জনতার মধ্যে বিরুদ্ধপক্ষীয় কোনও ব্যক্তির অবস্থান করা অসম্ভব নয়। অথচ বাড়ির ভিতরে সত্যই কেউ খুন হয়ে থাকলে এই সকল চিহ্নের বিশেষ প্রয়োজন। সদর দরজার নিকট নরম মাটির উপরে আমরা তো অনেকগুলো পদচিহ্ন দেখলাম। তার মধ্যে একটি বাম ও একটি ডান পায়ের খোঁদল ছাপ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। এই দুইটি পদচিহ্ন নিঃসন্দেহে তুলনাযোগ্য

এবং উহা যে একই ব্যক্তির পদচিহ্ন তাতে কোনও সন্দেহ নেই। ফুট-প্রিন্ট-বিশেষজ্ঞ তো আমাদের সঙ্গেই এসেছেন। আগে ভাগেই উনি এইগুলি পরীক্ষা করে দেখুন না?'

বস্তুতপক্ষে কোনও দুরূহ মামলার তদন্তে ঘটনাস্থলে প্রাপ্ত পদচিহ্ন রক্ষণের প্রয়োজন অসীম। এই পদচিহ্নের পরিধি ও গহ্বর হতে মানুষের উচ্চতা এবং ওজনও বলে দেওয়া সম্ভব। এমন কি মানুষের দৈর্ঘ্য, আনুমানিক বয়স, কে কোন দিক হতে এসেছে, কোন দিকে বা সে চলে গিয়েছে তাও বলে দেওয়া যায়। উভয় পদচিহ্নের মধ্যেকার ব্যবধান হতে সে ধীরে চলে ছিল, না দৌড়ে এসেছিল তাও বলা গিয়েছে। তদন্তের এই সকল খুঁটিনাটি বিষয় সম্পর্কে বড়ো সাহেব সম্যকরূপে অবহিত ছিলেন। তাই প্রণববাবুর মন্তব্যে খুশি হয়ে বড়ো সাহেব মহীন্দ্রবাবু উত্তর করলেন, 'তা তুমি মন্দ বলো নি। আচ্ছা তাহলে তাই হোক।'

ফুট-প্রিন্ট-এক্সপার্ট সরসীবাবু সন্নিকটেই দাঁড়িয়ে ছিলেন। মহীন্দ্রবাবুর আদেশ পাওয়া মাত্র তিনি ঘটনাস্থলে প্রাপ্ত পায়ের সমস্ত ছাপগুলি টিস্যু পেপারের সাহায্যে ট্রেস করে তুলে নিয়ে বললেন, 'এইগুলি সুস্পষ্ট না হওয়ায় তুলনাযোগ্য নয়। তবে এগুলির সংখ্যা ও ধরন হতে বুঝা যায় যে সবসমেত চারজন বয়স্ক ব্যক্তি এইখানে এসেছিল।' এর পর তিনি প্লাসটার অব প্যারিস জলে গুলে, উহা পায়ের খোদল-চিহ্ন দুইটির মধ্যে ঢেলে হুবহু অনুরূপ দুইটি মোউল্ড তুলে নিয়ে বললেন, 'এখন স্যার, দেখা যাচ্ছে যে, এই দুইটি পদচিহ্নই, এক ব্যক্তির। লোকটার ওজন হবে দুই মণ এবং সে দৈর্ঘ্যে হবে আনুমানিক পাঁচ ফুট পাঁচ ইঞ্চি। দলের মধ্যে মাত্র এরই পা নরম কাদামাটিতে পড়ে গিয়েছিল, অপর তিন জনের পা পড়েছিল শক্ত মাটির ওপর। সেইজন্য তাদের পায়ের পুরো ছাপ পাওয়া গেল না। তবে এই ব্যাপারে একটি বিশেষ দ্রষ্টব্য বিষয় এই যে এক ব্যক্তির দুই পায়ের ছাপের সাড়ে পাঁচ ফুট

পিছনে দ্বিতীয় ব্যক্তির দুইটি পায়ের ছাপ দেখা যায় এবং এই দ্বিতীয় ব্যক্তির দেড় ফুট পিছনে অপর দুই ব্যক্তির পদচিহ্ন দেখা যায়। যতদূর বোঝা যায় তা এই যে, এই সর্বশেষের ব্যক্তি দুইটি দ্বিতীয় ব্যক্তির পিছন পিছন পাশাপাশি পথ চলছিল। এই শেষের দুই ব্যক্তির একজনের পদদ্বয় অসাবধানতা বশত নরম মাটিতে পড়ায় খোঁদল ছাপের সৃষ্টি করেছে। সম্মুখস্থ দুই ব্যক্তি যাদের আমি প্রথম ও দ্বিতীয় ব্যক্তিরূপে অভিব্যক্তি করছি, তাদের উৎকীর্ণ পদ-চিহ্ন এমনি ইতস্তত বিক্ষিপ্ত যে, তারা কষ্টে পথ চলছিল বলে প্রতীত হয়। পরিস্থিতি দৃষ্টে প্রতীত হয় যে তারা সাড়ে পাঁচ-ফুট লম্বা একটি ভারি দ্রব্য বা বাক্স বহন করে নিয়ে যাচ্ছিল।'

ফুট-প্রিন্ট-বিশেষজ্ঞ মহাশয় উপরোক্ত সুচিন্তিত অভিমত প্রকাশ করে এধার-ওধার আরও পদচিহ্নের সন্ধান করে বেড়ালেন, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে আর একটিও পদচিহ্ন তিনি কোথাও খুঁজে পেলেন না। এর পর এইখানে বৃথা অপেক্ষা করা নিরর্থক। তারা এইবার সদলবলে স্পট লাইটসহ পোড়ো বাড়িটির পিছনে এসে পৌঁছিলেন। এইখানে প্রাচীরের গা ঘেঁষে একটা জলনিকাশের নালা ছিল। সহসা সেই দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে কনকবাবু বলে উঠলেন, 'আর দেখতে হবে না, স্যার! ঐ দেখুন, কি পড়ে রয়েছে ওখানে। ওঃ বাপস্!' চমকে উঠে মহীন্দ্র ও প্রণববাবু চেয়ে দেখলেন যে সম্মুখের প্রাচীরের বাঁকের মুখে নালার ধারে একটি মনুষ্য-দেহ পড়ে রয়েছে। কিন্তু মৃতদেহটা সেখানে পড়ে থাকলেও ধড়ে তার মস্তক নেই। উভয়ে ব্যস্তভাবে এগিয়ে গিয়ে দেখলেন, হাঁ, এ একটা হেডলেশ ট্রাঙ্ক বটে। মৃতদেহের পরনে একটি সবুজ রঙের লুঙ্গী ও সাদা রঙের একটা পাতলা ঢিলে ফতুয়া। মৃতদেহে বা তার নিকট আর কোনও বস্ত্র বা পাদুকা নেই। মৃত ব্যক্তির উভয় পায়ের শিরা দুইটাও কর্তিত দেখা যায়। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, মৃতদেহের নিম্নে কিংবা সন্নিকটে কোথায়ও রক্তের একটু মাত্রও চিহ্ন নাই।

স্থিরভাবে মৃতদেহের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করে প্রণববাবু জিজ্ঞেস করলেন, 'কি স্যার, দেখলেন তো সব ?'

'তা দেখলাম তো সবই, কিন্তু কিছুই বুঝলাম না।' বড়ো সাহেব মহীন্দ্রবাবু উত্তর করলেন, 'আশ্চর্য খুন কিন্তু। মুণ্ডটা পর্যন্ত কেটে নিলেও এক ফোঁটাও রক্ত নেই কোথাও! এ তো এক তাজ্জব ব্যাপার! আচ্ছা প্রণব, তোমার কি মনে হয় ?'

প্রণববাবু সতর্কদৃষ্টিতে মৃতদেহের চতুর্দিকের ভূমিখণ্ড কিছুক্ষণ ধরে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা করে নিলেন এবং তার পর একটু চিন্তা করে বললেন, 'হ্যাঁ স্যার, সে কথা ঠিক, ওকে যে এখানে হত্যা করা হয় নি তা' ঠিকই। একে সম্ভবত অন্যত্র খুন করে শকটযোগে এখানে আনা হয়েছে। বাইরের রাস্তায় সদর দরজার নিকট মোটরের টায়ারের দাগ আছে কি না, তা একবার দেখা দরকার।'

'আমিও তো তাই বলছি,' উত্তরে বড়ো সাহেব মহীন্দ্রবাবু বললেন, 'হত্যা-কাণ্ডটি নিশ্চয় এখানে সমাধা হয় নি। তবে হত্যাকাণ্ড যেখানেই সঙ্ঘটিত হোক না কেন, মুণ্ডটা যে নিকটের কোন এক বাড়ির মধ্যে কাটা হয়েছে তাতে আর সন্দেহ নেই। এইরূপ একটা মুণ্ডহীন দেহ যে বহুদূর হতে এখানে আনা যাবে তা তো মনে হয় না। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, এই খুনের সঙ্গে কোনও এক স্ত্রীলোক-ঘটিত ব্যাপারের সম্পর্ক আছে। তা না হলে এতো রাগ কিসের ? মুণ্ডটা কেটে নিয়েও হত্যাকারীর রাগ পড়ে নি, শেষে কিনা তার পায়ের শিরা দুটোও সে কেটে নিয়েছে। আমার মতে নিকটের জমিদার বাড়িগুলোতে একটু-আধটু সন্ধান নেওয়া দরকার। হয়তো নিহত ব্যক্তি কোনও এক বাড়ির চাকর ছিল। বাড়ির কোনও এক বিধবা স্ত্রীলোকের সঙ্গে এর অবৈধ প্রণয় থাকতে পারে। পরে হয়তো বিষয়টি জানাজানি হয়ে পড়ায় বাড়ির লোকেরা চাকরটাকে এইভাবে মেরে এইখানে ফেলে রেখে গিয়েছে।'

এই সব জমিদারবাড়িতে কার ক'টি বিধবা ভগিনী আছে এবং

তাদের চরিত্র কিরূপ ইত্যাদি তদন্ত করা যে কত দুরূহ তা' ঊর্ধ্বতন অফিসারেরা না বুঝলেও অধস্তন অফিসারদের ভালোরূপে জানা আছে। বড়ো সাহেব অবশ্য হুকুম দিয়েই খালাস। কিন্তু বিড়ালের গলায় এখন ঘণ্টা বাঁধে কে ? একমাত্র ভরসা গোপন তদন্ত, কিন্তু তাতেও অসুবিধা আছে। বড়ো সাহেবের এই হুকুম যারা হাতে-কলমে কাজ করে তাদের চিন্তার কারণ হয়ে উঠল। প্রতিবাদ করতে সাহসী না হয়ে উপস্থিত অফিসারগণ প্রণববাবুর মুখের দিকে চেয়ে রইল, যাতে প্রণববাবু তাঁকে তাঁর এবম্বিধ হুকুমের অযৌক্তিকতা সম্বন্ধে সচেতন করে দিতে পারেন। সিনিয়ার অফিসার বিধায় প্রণববাবুর পক্ষে তাঁকে কিছু বলা সাজে। কিন্তু অন্যান্য অফিসারদের পক্ষে বড়ো সাহেবের সম্মুখে এইরূপ কোনও কথা বলা সাজে না।

'কিন্তু, তার আগে স্যার,' প্রণববাবু বললেন, 'ডাক্তারী পরীক্ষার পর ডাক্তার সাহেবের অভিমতটা আমাদের জানা প্রয়োজন। পুলিস সার্জেন মৃতদেহ পরীক্ষা করে ওর কাঠিন্য ও পচনের তারতম্য হতে বলে দিতে পারবেন যে নিহত ব্যক্তি এখন হতে ঠিক কতক্ষণ পূর্বে নিহত হয়েছে। যদি ডাক্তার সাহেব বলেন যে গতকাল রাত দুটো নাগাদ এই ব্যক্তি নিহত হয়েছে তা' হলে অবশ্য বুঝে নিতে হবে গতকাল ভোর রাত্রে লাশ এইখানে পাচার করা হয়েছে এবং সেই সঙ্গে এও স্বীকার করে নিতে হবে যে নিকটের কোনও একস্থানেই একে নিহত করা হয়েছে। তবে আধুনিক যুগ গতির, তথা দ্রুতগামী মোটরের যুগ। এই জন্য জোর করে কোনও অভিমত প্রকাশ করা এখুনি সম্ভব হবে না।'

বড়ো সাহেব মহীন্দ্রবাবু এতক্ষণ নিবিষ্ট মনে প্রণববাবুর এই অভিমত শুনছিলেন। হঠাৎ এইবার তাঁর ভাবান্তর উপস্থিত হ'লো। এতক্ষণে তাঁর চিন্তাধারা সম্পূর্ণরূপে এক ভিন্ন পথে চলে এসেছে। আরও কিছুক্ষণ চিন্তা করে বড়ো সাহেব মহীন্দ্রবাবু বললেন, 'কিন্তু

প্রণব, এর মধ্যে আরও একটা কথা আছে। এইভাবে মুণ্ড কাটলে অন্তত তিন ঘণ্টা ধরে চুঁইয়ে চুঁইয়ে দেহ থেকে রক্ত ঝরে পড়বার কথা। এখানে কি তা' হলে সামান্য মাত্রও রক্ত দেখা যেতো না? এ কি বাবু চালাকির কথা? মানুষের দেহে প্রায় দশ বারো সের রক্ত থাকে। পাম্প করে দেহ থেকে সমস্ত রক্ত বার করে নিলেও কিছু রক্ত থেকে যাবে। না হে, প্রণব, কিছুই বোঝা গেল না। এ একটা রহস্যময় বৈজ্ঞানিক খুন বা সাইনটিফিক মার্ডার বলে মনে হয়। ঐ দেখ না, মাটির উপর ধুলো, মায় মাকড়সার জাল পর্যন্ত রয়েছে। এখান থেকে রক্ত-টক্ত কেউ ধুয়ে ফেলেছে বলে তো মনে হয় না।'

প্রণববাবু ধীরভাবে মহীন্দ্রবাবুর অভিমত শুনে এইবার মৃতদেহটি পরীক্ষা করতে শুরু করে দিলেন। জমাদার রাম সিং ইতিমধ্যেই একজন স্থানীয় মেথরকে ডেকে এনেছিল। মেথরের সাহায্যে মৃতদেহ থেকে লুঙ্গী ও ফতুয়া খুলে উল্টে-পাল্টে পরীক্ষা করে প্রণব-বাবু মৃতদেহের বক্ষের উপর একটি অতি সূক্ষ্ম ছিদ্র পরিলক্ষ করলেন। ঐ ছিদ্রানুরূপ ক্ষতের প্রতি মহীন্দ্রবাবুর দৃষ্টি আকর্ষণ করে প্রণববাবু বললেন, 'দেখুন দেখুন, স্যার। এ আবার কি? এর বুকের এইখানে কে একটা ছুঁচ দিয়ে ফুটিয়ে দিয়েছে মনে হয়। এ ছাড়া আরও একটা চিহ্ন এর ডান হাতের কব্জিতে দেখতে পাচ্ছি। ওখানে ঘড়ির ধাতু নির্মিত ব্যাণ্ডের দাগ দেখা যাচ্ছে। খুব সম্ভবত খুনের পর ওর হাত থেকে ঘড়ি খুলে নেওয়া হয়েছে। এখন ওর বুকের এই ছিদ্রানুরূপ ক্ষতটি এই সম্পর্কে বিশেষরূপে বিবেচ্য।'

বড়ো সাহেব স্পট লাইটের মুখ আরও একটু ঘুরিয়ে নিয়ে মৃত-দেহের বক্ষের ঐ স্থানটি ভালো করে দেখে নিয়ে উত্তর করলেন, 'না, ও কোনও এক গলে-যাওয়া ফুসকুড়ির দাগ হবে। দেহটা হেঁচড়ে আনবার সময় কোনও কিছু বুকে ফুটে গেলেও যেতে পারে। মৃতদেহের পরনের ফতুয়া সূক্ষ্ম কার্পাস নির্মিত বলে ওর উপর ঐরূপ

কোনও কবসপ্যাণ্ডং চিহ্ন দৃষ্টিগোচর হচ্ছে না। ও কিছু নয় হে, ও না সূত্র, না প্রমাণ! ও নিয়ে বেশি মাথা না ঘামিয়ে তুমি দেখো লুঙ্গী ও ফতুয়াতে কোনও ধোপীমার্ক বা চিহ্ন আছে কি না।'

বড়ো সাহেবের উপদেশ মতো প্রণববাবু মৃতদেহ হতে সন্ত-অপসৃত লুঙ্গী ও ফতুয়া পরীক্ষা করে দুইটির উপরই একটি করে '০॥০' ধোপীমার্ক আবিষ্কার করলেন। এ ছাড়া তিনি ওর ফতুয়ার পকেট হতে ডাইং ক্লিনিং দোকানের একটা রসিদও বার করতে সমর্থ হলেন। প্রণববাবু রসিদটি পরীক্ষা করে দেখলেন যে ওটি 'বঞ্চক বিপণী' নামক এক ধোলাই দোকানের। ওতে পেন্সিলের আঁচড়ে লেখা আছে, 'ডাঃ অনুকূল রায়, C/o রমা দেবী ১১ মহীন্দ্র রোড।' এতদ্ব্যতীত ওতে আরও লেখা আছে 'একটি সবুজ সূতীর লুঙ্গী ও একটি সাদা ফতুয়ার কথা।' দ্রব্য দুটি দৃষ্টিগোচর হওয়া মাত্র বড়ো সাহেব মহীন্দ্র-বাবু উৎফুল্ল হয়ে বললেন, আর কি চাও? এই তো খুনের কিনারা হয়ে গেল। মৃতদেহের পরনেও দেখা যায় একটা সবুজ লুঙ্গী ও সাদা ফতুয়া। এখন নিহত ব্যক্তির আইডেনটিটি এসট্যাবলিশড্ হওয়ামাত্রই ওরই আত্মীয়-স্বজন বা লোকজন বলে দেবে সম্ভাব্য খুনী কে? হত্যা মামলার তদন্তে আমাদের তদন্ত করে বার করতে হয় তিনটি জিনিস—কখন ও কোথায় এবং কিরূপে কে কাকে খুন করল? এখন কেবলমাত্র তোমাদের খুনীকে খুঁজে বার করতে হবে। বুঝলে তো সব? তা' হলে আর কি? এখন আমি তা'হলে যাই। এই কেস তো এখন এমনিই ডিটেক্‌টেড হয়ে যাবে।'

'আমার কিন্তু স্যার, সন্দেহ আছে এতে', প্রণববাবু উত্তর করলেন, 'ডাঃ অনুকূল খুন হ'লো, কিংবা সে খুন করল, তা' বিশেষরূপে বিবেচ্য। আপাত-দৃষ্টিতে মনে হয় এই অনুকূল ডাক্তারই খুন হয়েছে; যা কিছু প্রমাণ এ যাবৎ পেলাম তা এই যুক্তি সমর্থন করে। কিন্তু আমার সহজাত বুদ্ধি বা ইনিসটিঙ্কট্ বলছে অন্য। মানুষের ইনটেলিজেন্স ভুল করলেও ইনিসটিঙ্কট্ বা

সহজাত প্রেরণা তা করে না—প্রত্যেক মানুষই একটা পেশাগত ইনিসটিঙ্কট্ বা প্রেরণা লাভ করে। এমন বহু ডাক্তার আছে যারা দূর হতে রুগী দেখে পরীক্ষা না করে বলে দিতে পারে যে তার রোগ কি। বহু উকীল ও রক্ষীদের মধ্যে বহু বৎসর কর্মরত থাকার পর এইরূপ পেশাগত প্রেরণা এসে গিয়ে থাকে। এমন বহু ব্যবসাদার আছে যারা খদ্দের দেখে বলে দিয়েছে সে দ্রব্য কিনবে কি না, এবং তা' কিনলে সে এর জন্য কতো দাম দেবে। আমি রক্ষীগিরিকে পেশারূপে গ্রহণ করেছি। তাই বোধ হয় মধ্যে মধ্যে এইরূপ প্রেরণা আমি অনুভব করি। চুরির তদন্তে একত্রে দশটি সন্দেহ-ভাজন ভৃত্যকে আমার সম্মুখে হাজির করা হলে আমি বলে দিয়েছি যে ঐ ভৃত্যটি এই দিনের এই চৌর্যকার্য সমাধা করেছে। এরপর তাকে পীড়াপীড়ি করে তার বিবৃতি অনুযায়ী আমি তৎকর্তৃক অপহৃত দ্রব্যাদিও উদ্ধার করতে সমর্থ হয়েছি। এই সম্পর্কে অনেকে আমাকে জিজ্ঞাসা করেছেন, 'আচ্ছা, ঐ ভৃত্যই যে চুরি করেছে তা' তাকে দেখা মাত্র আপনি বুঝলেন কি করে?' এই প্রশ্নের উত্তরে আমি কেবলমাত্র বলতে পেরেছি, 'আজ্ঞে, তা জানি না, আমার মন বলছিল, তাই—।' এই মামলা সম্পর্কেও আমার মন বলছে যে, ডাঃ অনুকুল নামক এক ব্যক্তি এই মুণ্ডহীন ব্যক্তিকে হত্যা করে বা তাকে অন্য কারও দ্বারা হত্যা করিয়ে নিজের পরিধেয় বস্ত্র তাকে পরিয়ে দিয়ে তার দেহ এইখানে ফেলে দিয়ে গিয়েছে। অবশ্য আমার এই ধারণার সত্যাসত্য যা' কিছু, তা' এখনও তদন্তসাপেক্ষ।'

'জানি না, তোমার প্রেরণাগত অভিমতের মধ্যে কোন সত্য আছে কিনা?' মহীন্দ্রবাবু উত্তর করলেন, 'কখনও কখনও এ যে সত্য হয় না তাও নয়, কিন্তু দেখতে হবে শতকরা কতোগুলি এরূপ অভিমত সত্য হয় এবং কতোগুলি বা তা হয় না। তা ছাড়া সভ্য মানুষ কি আদিম মানুষ ও জীব-জন্তুর পর্যায় হতে এতো দিনে বহু দূরে সরে আসে নি? তবে তুমি যদি বলো যে সহজাত প্রেরণা

আমরা হারাই নি, তা এতো দিন সুপ্ত ছিল মাত্র, তা'হলে অবশ্য সে কথা স্বতন্ত্র। তদন্তকারী অফিসারদের উচিত সকল সময় নিরপেক্ষ মন নিয়ে সরকারী কার্য করা। মনকে পূর্ব হ'তে বায়াস্ট করে নিলে তদন্তের পথে অগ্রসর হবে কি করে? তবে মামলা সম্পর্কে পুনঃ পুনঃ আলোচনা বা ডিসকাসেন করার আমি বিশেষ পক্ষপাতী। নিজেদের মধ্যে এই সম্বন্ধে যতোই আলোচনা করবে ততোই ভুল-চুক ধরা পড়বে। অতীতে মাত্র পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে আলোচনা করে আমরা বহু দুরূহ মামলার কিনারা করতে পেরেছি।

সহকারী অফিসার কনকবাবু এতক্ষণ এদিক-ওদিক ঘোরাঘুরি করে ঘটনাস্থল পর্যবেক্ষণ করছিলেন। সহসা তিনি লক্ষ্য করলেন মৃতদেহের অনতি-দূরে একখানি বস্ত্রখণ্ড পড়ে রয়েছে। বস্ত্রখণ্ডের স্থানে স্থানে তাজা রক্তের কিঞ্চৎ কিঞ্চৎ দাগ দেখা যায়। কনকবাবু বস্ত্রখণ্ডটি পরীক্ষা করে দেখলেন যে ওটা মেয়েদের শাড়ি হতে ছিঁড়ে নেওয়া হয়েছে। উহার একাংশে সংলগ্ন রঙিন পাড় হতে এই রকমই বোঝা যায়। এই শাড়ির টুকরো লম্বায় প্রায় সাড়ে তিন ফুট হবে এবং চওড়ায় তা অর্ধ ফুট পরিমিত। বস্ত্রখণ্ডটি আরও ভালোরূপে পরীক্ষা করে কনকবাবু দেখলেন যে বস্ত্রখণ্ডটির উপর পর পর অর্ধ ফুট অন্তর একটি করে রক্তের গোল গোল ছাপ রয়েছে। বস্ত্রখণ্ডটি এইবার মহীন্দ্রবাবুর কাছে পেশ করে কনকবাবু বললেন, 'এই দেখুন, স্যার এটা আবার কি? নিশ্চয়ই এটা দিয়ে কারুর মাথার ক্ষতস্থান বাঁধা ছিল।'

'কৈ? দেখি, দেখি', বড়ো সাহেব মহীন্দ্রবাবু বললেন, 'আরে অতো কাছে এনো না, মড়ার কাপড়। না না, ও কিছু নয়। গলির ওপারের বাড়িতে ঐ তো সব সারি সারি জানালা রয়েছে, ওখান হতে কেউ না কেউ এই কাপড়ের টুকরোটা ছুঁড়ে ফেলে থাকবে। কারুর ক্ষতস্থানে হয়তো এটা বাঁধা ছিল আর কি। এর সঙ্গে এই খুনের কোনও সম্বন্ধ আছে বলে তো মনে হয় না। তা' পেয়েছো

যখন তখন এটা রেখেই দাও। প্রথমে এই সব বিষয়ে কিছুই বলা যায় না। এমনি কতো তুচ্ছ সূত্র হতে বা তা' অনুসরণ করে অতীতে কত বড়ো বড়ো ত্বরূহ মামলার কিনারা হয়ে গিয়েছে। আমি কি আর আজকের লোক হে? ত্রিশ বছর চাকরি হ'লো, কতোই না জীবনে দেখলাম। কতোই না শুনলাম হে।'

এতক্ষণে প্রণববাবুর লক্ষ্য পড়ল মৃতদেহের নিকটস্থ বহুসংখ্যক পেঁপে গাছের পাতার ওপর। কে যেন তুটো গাছের মাথা মুড়িয়ে পাতাগুলি সংগ্রহ করে এনেছে। কয়েকটি রক্তমাখা পেঁপে-পাতার সঙ্গে সেখানে একটি রুমালও পড়েছিল। প্রণববাবু তাড়াতাড়ি ছুটে এসে রুমালটি এবং গাছের পাতাগুলি ধীর ভাবে পরীক্ষা করে বড়ো সাহেবকে জানালেন, 'আরও কয়েকটি মূল্যবান প্রামাণ্য দ্রব্য পাওয়া গেল, স্যার। এই দেখুন, রুমালের কোণে সুতো দিয়ে তিনটি আদ্যাক্ষর লেখা রয়েছে, N. R. P.—এ ছাড়া একটি গাছের পাতার রক্তসহ আঙুলের সুস্পষ্ট ছাপও দেখা যায়। এই পেঁপে পাতা, রুমাল আর ঐ বস্ত্রখণ্ড হতে এই খুনের কিনারা হয়ে যাবে বলে আমি মনে করি।'

বড়ো সাহেব মহীন্দ্রবাবু রুমালটিতে তীক্ষ্ণভাবে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে দেখলেন রুমালের তুটি ভাঁজের উপরই রক্তের গোলাকার ছাপ। ঐ বস্ত্রখণ্ডটির একটি দাগের সঙ্গে রুমালের একটি দাগ মিলিয়ে মহীন্দ্রবাবু বুঝলেন যে উভয় দাগের পরিধি প্রায় সমানই। গম্ভীর-ভাবে কিছুক্ষণ চিন্তা করে মহীন্দ্রবাবু বললেন, 'হুঁ, পৃথিবীতে আশ্চর্য কিছুই নেই। কিসে থেকে কি হয়, কেই বা তা বলবে, আর জানেই বা তা কে?'

'কিন্তু', এইবার কনকবাবু বললেন, 'আরও একটা জিনিস লক্ষ্য করেছেন? ঐ দেখুন, নরম মাটির উপর একটি কি রকম রেকটেঙ্গুলার দাগ। লম্বায় ওটি সাড়ে পাঁচ এবং প্রস্থে তু'ফুট হবে। বোধ হয় কোনও ভারী সিন্দুক বা বাক্স এখানে রাখা

হয়েছিল। ঐ বাক্স বা সিন্দুক নিশ্চয়ই খুব ভারী ছিল, তা' না হলে মাটির উপর অতো স্পষ্ট দাগ কখনও পড়তো না। এই দাগের পরিমাপ থেকে সমস্যার অনেক সুরাহা হতে পারে! দাঁড়ান স্যার, আমার কাছে মাপজোপের জন্য ফিতা আছে, দাগটা আমি মেপে নিই আগে।'

কনকবাবু ফিতা দিয়ে মাটির উপরকার রেকটেঙ্গুলার দাগটি মেপে নিচ্ছিলেন। এমন সময় বড়ো সাহেব মহীন্দ্রবাবু এগিয়ে এসে ফিতাটা তাঁর হাত থেকে কেড়ে নিয়ে বললেন, 'সবুর করো হে ছোকরা, সবুর করো একটু। আমার চিন্তাধারা ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যাচ্ছে, যা ভাবছি তা এখুনি ভুলে যাবো। ও-সব ব্যবস্থা পরে হবে 'খন। এর পর তিনি তড়িৎগতিতে ঐ ফিতাটা নিয়ে কনকবাবুর কপালদেশ সহ মস্তকের পরিধি মেপে নিয়ে বলে উঠলেন, 'হুঁ', যা আমি ভেবেছি ঠিক তাই, মানুষের মাথার এই অংশের ঘের ঐ প্রায় আধ ফুট আন্দাজই হয়ে থাকে। তাই তো বলি যে বস্ত্রখণ্ডের উপর আধ ফুট অন্তর অন্তর রক্তের গোল দাগ দেখি কেন? ব্যাপার হচ্ছে এই, মৃত ব্যক্তির কপালদেশে আঘাত লাগায় এই রুমাল দুই ভাঁজ করে ক্ষতস্থানে রেখে শাড়ির এই টুকরোটা দিয়ে তা সযত্নে বেঁধে দেওয়া হয়েছিল। তবে গলির ওপারের বাড়ির বাসিন্দাদের কারও মাথায় এইরূপ এক ক্ষত থাকতে পারে। তার ঐ ক্ষতের আরোগ্যের পর ব্যাণ্ডেজের কাপড়টা এখানে ফেলে দেওয়াও অসম্ভব নয়। এই জন্যে এ সম্বন্ধে প্রথমে চারপাশের বাড়িগুলিতে উত্তম-রূপে তদন্ত করারও প্রয়োজন আছে। আচ্ছা, এখন আমি এই-খানকার ফটো নেওয়ার বন্দোবস্ত করি। প্ল্যান-মেকারও যখন এসে গেছে তখন তাকে দিয়ে এখানের প্ল্যানও একটা তৈরি করিয়ে নিচ্ছি। তার পর আমিই এই মৃতদেহ সিপাহীদের দিয়ে সরকারী চেরাইখানায় চেরাই-এর জন্য পাঠিয়ে দেবো'খন। তুমি বরং এই সম্পর্কে প্রয়োজনীয় কাগজ-পত্র চেরাই-ডাক্তারের কাছে পরে

পাঠিয়ে দিও। এখানে তোমাদের আর বৃথা অপেক্ষা করা উচিত হবে না। তোমরা এইবার ঐ পোড়ো বাড়িতে চট্‌পট ঢুকে পড়ো হয়তো এই মৃত দেহ হতে বিচ্ছিন্ন মুণ্ডটা ঐ বাড়িতে কোথায়ও রাখা আছে।'

ঘটনাস্থলে অবস্থিত মূল বাড়িটি সম্বন্ধে এতক্ষণ পর্যন্ত অফিসারদের কেউই মাথা ঘামাবার সময় পান নি। বড়ো সাহেবের উক্তির পর প্রণববাবু এইবার পিছনের বিরাট অট্টালিকার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন। প্রকাণ্ড বিরাট অট্টালিকা—অন্তত একশ' বৎসর পূর্বে এটি নির্মিত হয়েছে। তবে এর জানালা ও দরজার প্রত্যেকটি আধুনিক প্রথানুযায়ী নির্মিত। সম্ভবত পরবর্তী কোনও এক সময়ে এর কোন কোনও অংশ আধুনিককালের উপযোগী করে পুনর্নির্মিত হয়েছিল। ত্রিতলের ভেঙে পড়া একটি অলিন্দ এবং তার সংলগ্ন একটি নাতি-বৃহৎ বটবৃক্ষের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করে প্রণববাবু কনকবাবুকে বললেন, 'তা' হলে এসো হে কনক, বাড়িটার ভিতর ঢুকে পড়া যাক। এখানে তো দুটো স্পট লাইট আছে, একটা না হয় বড়ো সাহেবের কাছে থাক, দু' নম্বরের স্পট লাইটটা আমরা ভিতরে নিয়ে যাই। ডাকো দুজন সিপাহীকে একটা লাইট তুলে আনুক।'

উত্তরে কনকবাবু বললেন, 'হাঁ, তাই হোক, চলুন তবে। কিন্তু বাড়ির মধ্যে কোনও কিছু পাওয়া যাবে বলে মনে হয় না। তবে তদন্তের ব্যাপারে কোনও কিছু বাদ রাখা উচিত হবে না, এই যা—'

উভয়ে এইবার বড়ো সাহেবের হুকুম মত একটি অত্যুজ্জ্বল স্পট লাইটসহ জমাদার রামদিন ও দুই জন সিপাহীকে নিয়ে মূল অট্টালিকার ভিতরে প্রবেশ করলেন। বাড়ির ভেতর কেবল ঘরের সারি চলে গিয়েছে, মধ্য দিয়ে প্রসারিত ছাদ-ঢাকা অপরিসর গলির মত বারাণ্ডা বা দরদালান। প্রত্যেকটি দেওয়ালেরই স্থানে স্থানে চুন-বালি খসে পড়েছে। প্রতিটি কড়ির গায়ে মাকড়সার জাল,

দু'একটা চামচিকেও দেখা যায়। মেঝের উপর জমে থাকা ধুলোর উপর দৃষ্টি নিক্ষেপ করে প্রণববাবু অভিমত প্রকাশ করলেন, 'না হে না, তোমার কথাই ঠিক। এর মধ্যে কখনও কেউ ঢুকেছে বলে তো একেবারেই মনে হচ্ছে না।' কনকবাবু এতক্ষণ ইতস্তত দৃষ্টি নিক্ষেপ করে কোথায় কোন পদচিহ্ন বা অন্য কোনও চিহ্ন সংলগ্ন আছে কিনা তা খুঁজে দেখছিলেন। সহসা এইবার তিনি লক্ষ্য করলেন, দূরের চাতালের ওপর দু ব্যক্তির চারটি পাদুকাচিহ্ন। পাদুকা-চিহ্নগুলি দৃষ্টিগোচর হওয়া মাত্র আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে কনক-বাবু চিৎকার করে উঠলেন, 'আ-ঐ দেখুন স্যার, খুনেদের কেউ কেউ তা হলে এই বাড়িতেও ঢুকেছিল। যারা এইখান পর্যন্ত এসেছিল তারা খালি পায়ে ছিল না নিশ্চয়, তাদের পায়ে ছিল সু জুতা। আমার মনে হয় যে সর্বসমেত আট জন তাহলে এইখানে লাশ এনেছিল এবং তাদের চারজন ছিল খালি পায়ে আর তাদের চার জনের পায়ে পাদুকা ছিল।

সকলে মিলে এইবার ভাঙা চাতালটার উপর উঠে এসে দেখলেন যে সেখানে পাদুকা-চিহ্ন কেবলমাত্র চার-পাঁচটি নয়, সর্বসুদ্ধ দশ বারোটি পাদুকা-চিহ্ন ছ্যাতলা-ঢাকা চাতালে উৎকীর্ণ হয়ে রয়েছে। প্রণববাবু নিবিষ্ট মনে পাদুকা-চিহ্নের পরিধি ও খিঁচখাঁচ পরীক্ষা করে বুঝে নিলেন যে, অতোগুলি পাদুকা-চিহ্ন সম্ভবত মাত্র তিন ব্যক্তির। একজনের পাদুকার গোড়ালীর তলায় কয়েকটি ডুমু পেরেক যে ভাঙা ছিল, উৎকীর্ণ পাদুকা থেকে তা স্পষ্ট বোঝা যায়। অলক্ষ্যে প্রণববাবুর মুখ হতে বার হয়ে গেল ছোট একটা শব্দ 'হুঁ' এবং তারপর তিনি কনকবাবুকে বললেন, 'আমাদের আর একটা কাজ বাড়লো। এখন এই প্রত্যেক উৎকীর্ণ পাদুকা-চিহ্নের ফটো-চিত্র গ্রহণ করতে হবে। কোনও সন্দেহভাজন ব্যক্তির গৃহ হতে যদি এমন কোনও জুতা পাওয়া যায়, যার গোড়ালীর একটি ডুমু পেরেক ভাঙা আছে তাহ'লে আমরা সহজেই সেই জুতার

ধারককে পাকড়াও করতে পারবো, বুঝলে?' এর পর আর দেরি না করে প্রণববাবু তর-তর করে পুরানো ভাঙা সিঁড়ি বেয়ে সাঙ্গোপাঙ্গ সহ ত্রিতলের ছাদের দিকে উঠতে শুরু করে দিলেন।

সহকারী অফিসার কনকবাবু এবং তাঁর সঙ্গের জমাদার সিপাহী বিনা বাক্যব্যয়ে ভারপ্রাপ্ত অফিসার প্রণববাবুকে অনুসরণ করে ত্রিতলের ছাদের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলেন, এমন সময় সহসা তাঁদের নজর পড়ল সিঁড়ির শেষ চাতালের উপর। সেইখানে দুটি অর্ধদগ্ধ সিগারেট ও একটি দেশলাই-এর পোড়া কাঠি পড়েছিল; এ ছাড়া দেওয়ালের উপর এক জায়গায় এক অদ্ভুত লিপিকাও দেখা গেল। অর্ধদগ্ধ সিগারেট দুটির প্রতি সতর্কতার সঙ্গে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে সেগুলি ভালো করে দেখে নিয়ে প্রণববাবু দেওয়ালের লেখা পড়তে আরম্ভ করলেন। এক টুকরো ইঁটের সাহায্যে দেওয়ালের গায়ে লেখা ছিল,—

"প্রায় পনেরো বৎসর পরে নীহাররঞ্জন পাল মৃতের লীলাভূমিতে আসিয়া দেখিল তাহার এই পৈতৃক ভিটা তাহার দেহ ও মনের মতনই ভাঙ্গিয়া, পড়িয়াছে।"

প্রণববাবু এইবার তাঁর নিজের আঙুল দিয়ে লেখার একটি অক্ষরের কিছুটা অংশ ঘষে তুলে ফেলে বুঝলেন যে এই লেখা সাম্প্রতিককালের বা হালের। অর্থাৎ গত কয়েক দিনের মধ্যে এটি লিখিত হয়ে থাকবে। প্রণববাবু ধীরভাবে আদ্যোপান্ত বিচার করে কনকবাবুকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কি হে কনক, বুঝলে কিছু? আমি তো দিব্যচক্ষে দেখতে পাচ্ছি, যে এইখানে কবে এবং কারা কি উদ্দেশ্যে এসেছিলেন।'

উত্তরে কনকবাবু বললেন, 'আমি কিছু না বুঝেছি তা' নয়। আপনি কি বুঝেছেন জানি না স্যার, তবে আমার মনে হয় যে নীহাররঞ্জন পাল নামে একজন লোক, যিনি কিনা এই বাড়ির বর্তমান মালিকদের একজন হলেও হতে পারেন, তিনি অপর কয়েক

ব্যক্তির সঙ্গে কয়েক দিনের মধ্যে এইখানে এসেছিলেন। তবে তাঁরা যে এই হত্যাকাণ্ড সমাধা হবার পূর্বে অন্য একদিন অন্য কোন কার্যব্যপদেশে এইখানে এসেছিলেন তাতে আমি নিঃসন্দেহ। এর কারণ, কোনও রকম চাঞ্চল্যকর পরিস্থিতির মধ্যে এমন সুন্দররূপে মনের ভাব ব্যক্ত করা কারুর পক্ষে সম্ভব নয়। দেওয়ালের লেখা পাঠ করেই আমি তা উপলব্ধি করেছি। খুব সম্ভব নীহাররঞ্জন অপর কয়েকজন ভদ্রলোককে এখানে এনেছিলেন এই বাড়িটা কোনও কারণে তাঁদের দেখাবার জন্যে। এদের কারুর নিকট বাড়িটি তাঁর বিক্রয় বা বাঁধা দেওয়া বা ভাড়া দেওয়ার উদ্দেশ্য থাকলেও থাকতে পারে। যাই হোক, তাঁদের এইখানে আগমন এই হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে সম্পর্ক-বিরহিত যে একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা তা আমি জোর করেই বলে দিতে পারি।'

উৎফুল্ল হয়ে কনকবাবুর পিঠটা এইবার চাপড়ে দিয়ে প্রণববাবু বলে উঠলেন, 'এই তো চাই। কাজ-কর্ম তুমি বেশ ভালো ভাবেই শিখে নিয়েছ। নাঃ, পুলিস লাইনে উন্নতি তুমি করবেই। কেউই তোমাকে আটকে বা চেপে রাখতে পারবে না।'

প্রয়োজনীয় দ্রব্য কয়টি সাবধানে সংগ্রহ করে প্রণববাবু লক্ষ্য করলেন, সিগার দুটির অবশিষ্ট অংশে লেখা রয়েছে— 'হাভানা'। সিগার দুটি পরীক্ষা করতে করতে প্রণববাবু অভিমত প্রকাশ করলেন, 'আরে-এ বাপ রে, এ তো দেখছি দামী সিগার। যতো সব নবাব-পুত্রেরাই এখানে এসেছিলেন মনে হচ্ছে। এ্যাঃ আচ্ছা দেখা যাক্।'

সকলে মিলে এইবার পোড়ো বাড়ির ছাদের ওপর উঠে এলেন। বিস্তীর্ণ ছাদেরও স্থানে স্থানে ভেঙে পড়েছে। অতি সন্তর্পণে পা ফেলে তাঁরা ছাদের একস্থানে আলসের ধারে এসে দাঁড়ালেন। এই বাড়ির সম্মুখভাগে অপর এক ত্রিতল বাড়ি ছিল। এই ত্রিতল বাড়ির ছাদে দাঁড়িয়ে প্রায় পাঁচ-ছয় জন নর-নারী এতক্ষণ নিবিষ্ট

মনে নিচের দিকে তাকিয়ে পুলিসের আগমন ও তাদের পরবর্তী কার্যকলাপ লক্ষ্য করছিলেন। এঁদের কেউ কেউ ঝুঁকে পড়ে নিচের বাগানে পড়ে থাকা নিহত ব্যক্তির মৃতদেহটি দেখবারও চেষ্টা করছেন। সহসা নিচে কার্যরত পুলিস বাহিনীর কয়েকজনকে ওপরের ছাদে এসে হাজির হতে দেখে ভীত ও সন্ত্রস্ত হয়ে তাঁরা একে একে ভেতরের দিকে অন্তর্হিত হচ্ছিলেন। এই সময় এঁদের একজনকে উদ্দেশ করে প্রণববাবু বলে উঠলেন, 'ও—ও মশাই পালাচ্ছেন কেন? শুনুন, এই খুন সম্বন্ধে একটা জিজ্ঞেস করবো যে!'

কিন্তু কে শোনে কার কথা। ভদ্রলোকেরা প্রণববাবুর প্রশ্নের কোনও উত্তর না দিয়ে তাঁদের চলনের গতি আরও বাড়িয়ে একে একে গা-ঢাকা দিতে শুরু করলেন।

'নাঃ,' প্রণববাবু বললেন, 'পুলিসের ঝঞ্ঝাটে দেখছি কেউই থাকতে চায় না। কিন্তু একটু সহযোগিতা না করলে আমরাই বা পারবো কেন? এদেশের জনসাধারণের এই হচ্ছে একটা মহৎ দোষ। সর্বদাই এদের ভয় এই বুঝি পুলিস এলে তাদেরই টানাটানি করে কিংবা সাক্ষ্য দেবার জন্য তাদের পীড়াপীড়ি করে।'

এদেশের জনসাধারণের এই অসহযোগী মনোভাব সম্বন্ধে কনকবাবু অবহিত ছিলেন। তাই উত্তরে কনকবাবু বিরক্তির সঙ্গে বললেন, 'তা সাক্ষী না দিলে আসামীর সাজাই বা কি করে হবে? এ ছাড়া একটু-আধটু আমাদের খবর দেওয়াও তো চাই। পুলিস তো সর্বজ্ঞ ভগবান নন যে দিব্যদৃষ্টিতে সব কিছুই দেখতে পাবেন। একটুও সহযোগিতা তো এঁরা করবেন না। এদিকে কিন্তু খবরের কাগজে লেখা চাই যে পুলিস কিছুই করল না—এতো বড়ো একটা খুন শহরের বুকের উপর ইত্যাদি—ভেৎ।'

'এর একমাত্র কারণ কি জানো', প্রত্যুত্তরে প্রণববাবু জানালেন, 'এদেশের লোকেরা প্রকৃতপক্ষে পরস্পর পরস্পরকে কেউ ভালোবাসে না। এরা এমনিই আত্ম-সর্বস্ব যে নিজের ত্যাগ বা ক্ষতি স্বীকার

করে অপরের উপকার চিন্তা এরা কম ক্ষেত্রেই করে। প্রকৃতপক্ষে বিনাস্বার্থে আত্মত্যাগ এরা কদাচিৎ করেছে। তবে কিছু কিছু স্বার্থ ত্যাগ বা ক্ষতিস্বীকার মধ্যে মধ্যে এরা করলেও তা' করেছে অপরের ক্ষতি করার জন্যে কিংবা কোনও ভবিষ্যৎ লাভের সম্ভাবনা বা স্বার্থের আশায়। যারা তাদের প্রতিবেশীকে ভালোবাসে না, যারা ভাইএর প্রতি কর্তব্যবিমুখ, তারা দেশ বা রাষ্ট্রকে ভালোবাসবে কি করে? তবে কারুর হাতের পাঁচটা আঙুল অবশ্য সমান হয় না। কিন্তু আমাদের ভাগ্য এমন যে এ রকম ব্যক্তিই অধিক সংখ্যায় আমাদের সম্মুখে আসে।'

সহসা এইবার প্রণব ও কনকবাবু লক্ষ্য করলেন যে এই বাড়িটিরই দ্বিতলের একটা ফ্ল্যাটের বারাণ্ডায় একজন বালক এবং একজন বাঙালী মহিলা দাঁড়িয়ে রয়েছে। বালকটিকে মহিলাটির পুত্র বলেই মনে হ'লো। এদেশে অচেনা-অজানা মহিলাদের সঙ্গে যেচে আলাপ করা এক রীতিবিরুদ্ধ ব্যাপার। এই কারণে নাচার হয়ে প্রণববাবু এই বালকটিকে উদ্দেশ করে চেঁচিয়ে উঠলেন, 'ও—ও খোকা, তোমার বাবা কোথায়? ডেকে দাও তাঁকে।' প্রণববাবুকে অবাক করে দিয়ে বালকটি বলে উঠল, 'আজ্ঞে হাঁ, বাবা দেখেছেন, ডাকছি তাঁকে। কাল রাত্রে উঠে তিনি দেখেছেন, ট্যাক্সি করে ছ'জন লোক--'

বালকটি তার বক্তব্য আর শেষ করতে পারল না। তার মা এগিয়ে এসে তার মুখটি চেপে ধরে ধমকে উঠলেন, 'চুপ কর হারামজাদা! বড্ড ডেঁপো হয়ে পড়েছিস, না, বদমায়েস কোথাকার'। এবং তারপর ভীত ত্রস্তভাবে উপরের দিকে মুখ তুলে প্রণববাবুকে উদ্দেশ করে তিনি বললেন, 'কিছু মনে করবেন না আপনারা। ছেলেটা এই রকম বড্ড বাজে বকে। ওর এ সবই বাজে কথা। কাল রাত্রে আমরা সবাই ঘুমিয়ে ছিলাম, আপনারা আসার পর এ সব আমরা দেখছি।'

সাধারণত ভদ্রমহিলাদের সঙ্গে তর্ক করা যায় না—বিশেষ করে এদেশীয় ভদ্রমহিলাদের সঙ্গে। হঠাৎ কোনও কারণে রাত্রে উঠে ভদ্রমহিলার স্বামীর পক্ষে কোনও কিছু দেখা বা শোনাও অসম্ভব নয়। হয়তো তিনি তা তাঁর এই পুত্রের সম্মুখেই ব্যক্ত করেছিলেন। পুত্রটি হয়তো এই সম্পর্কে সত্য কথাই বলতে চেয়েছিল। অন্ধকারের মধ্যে একটা ক্ষীণ আলোক এতক্ষণে ফুটে উঠে পুনরায় মিলিয়ে যাওয়ায় প্রণববাবু ক্ষুণ্ণ মনে বলে উঠলেন, 'দেখলে তো কনক, ভদ্রমহিলার কাণ্ড দেখলে তো! এঁকে এই রকমভাবে কেউ কেটে রেখে গেলে ইনি ঠিক হবেন। নাঃ, ঐ ভদ্রলোককে ও তাঁর ছেলেকে এই সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাবাদ করা দরকার। এমনি না বলে ওদের থানায় ডেকে এনে জিজ্ঞেস করতে হবে। এখানে জিজ্ঞাসা করলে হয়তো ওঁরা কিছুই বলবেন না। কিন্তু থানার একটা স্থান-মাহাত্ম্য আছে। সেখানে গিয়ে ওঁরা নিশ্চয় সত্য কথা বলবেন। এ আমার বহুদিনের অভিজ্ঞতা লব্ধ ধ্রুব বিশ্বাস।'

প্রণববাবু এবং কানকবাবু এইবার পোড়ো বাড়ির প্রতিটি কক্ষ তন্ন-তন্ন করে খুঁজে দেখলেন, কিন্তু কোথাও ছিন্ন মুণ্ড বা অন্য কোনও প্রামাণ্য দ্রব্যের সন্ধান পেলেন না। আরও কিছুক্ষণ এদিক-ওদিক বৃথা ঘোরাঘুরি করে ব্যর্থ-মনোরথ হয়ে সকলে নিচে এসে দেখলেন যে বাগানটির মধ্যে ইতিমধ্যে লোকে-লোকারণ্য হয়ে গিয়েছে। সদর দরজায় মোতায়েন সিপাহী প্রাণপ্রণে চেষ্টা করেও জনতাকে রুখে রাখতে পারে নি। এদের কেউ কেউ আবার দেখার সুবিধের জন্য পাঁচিলের ওপর, আবার কেউ কেউ গাছের উপরও উঠে বসেছে। এতক্ষণে খবর পেয়ে বহু লোক মৃতদেহ দেখবার জন্যে এই পরিত্যক্ত বাড়িতে ঢুকে পড়েছে। বড়ো সাহেব মহীন্দ্রবাবু এদের আগমন ইচ্ছা করেই প্রতিরোধ করেন নি। অধিকন্তু স্পট-লাইট প্রয়োগে তিনি এদের মৃতদেহ দর্শনের সুবিধা করে দিতে ব্যস্ত। তাঁর আশা ছিল এই যে যদি এদের কেউ দৈবাৎ মৃতদেহ সনাক্ত করে বলে দিতে পারে

যে নিহত ব্যক্তি কে। ভিড়ের লোকেদের মধ্যে কেউ খুন সম্বন্ধে কোনও কিছু জানে বলে মনে করবার কারণ ছিল না। জানলেও তাদের কেউ যে তা পুলিসকে এসে বলে যাবে তা'ও নয়। তা সত্ত্বেও প্রণববাবু জনতাকে উদ্দেশ করে একবার জিজ্ঞাসা করলেন, 'কি মশাইরা! এই খুন সম্পর্কে আপনারা কেউ কিছু জানেন নাকি?' জনতাকে বহুক্ষণ নিরুত্তর থাকতে দেখে প্রণববাবু কনকবাবুকে বললেন, 'একটা খাতা বার করে এঁদের কয়েকজনের নাম টুকতে থাকো দেখি। নাম-ধাম জিজ্ঞাসা করতে শুরু করলেই দেখবে এঁদের অনেকেই এখান থেকে কেটে পড়েছেন।'

প্রণববাবুর অভিজ্ঞতা প্রসূত এই ধারণা মিথ্যা ছিল না। পকেট-বুক বার করতে দেখেই বহু লোক সরে পড়লেন এবং নাম-ধাম জিজ্ঞাসা করার সঙ্গে সঙ্গে অর্ধেকের ওপর লোক কেটে পড়ে ভিড়টা বেশ একটু পাতলা করে দিলে। কনকবাবু বহু ব্যক্তিকে এই খুন সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাবাদ করলেন, কিন্তু ঘটনাস্থলে উপস্থিত সকলেই সেই একই কথা বলে গেল, 'খুন! না মশাই, আমরা এ সম্বন্ধে কিছুই জানি না।' 'ওরে বাপরে, কিছু জানি না মশাই, আমরা বাড়ি থেকে বারই হই নি' ইত্যাদি। এই জনতার মধ্যে কয়েকজন বালকও ছিল। এদের একজনকে খুন সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করতে সে ভ্যাঁক করে কেঁদে উঠল, 'এ্যাঁঃ এ্যাঃ এ্যাঁঃ;' এবং তার অপরাপর সাথীরা তাকে ফেলে যেদিকে পারলো দৌড় দিলে। 'জানি না, আজ্ঞে জানি না,—বার বার এইরূপ উত্তর প্রতিটি নামের পাশে পাশে লিখতে লিখতে কনকবাবু ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন। বিরক্ত হয়ে কলম থামিয়ে তিনি এইবার প্রণববাবুকে বললেন, 'এই সম্পর্কে এদের কোনও কথা জিজ্ঞেস করা বা না করা সমান কথা। শুধু শুধু আর পণ্ডশ্রম করে লাভ নেই। এখন এদের সাহায্যেরও আমাদের আর কোনও প্রয়োজন নেই। এখানকার সজীব মানুষরা আমাদের সঙ্গে কথা না বললেও ঘটনাস্থলের প্রাণহীন নির্জীব বহু দ্রব্য ডাক

দিয়ে আমাদের সঙ্গে কথা বলেছে। সজীব সভ্য মানুষ মিথ্যে বললেও বলতে পারে, কিন্তু নির্জীব প্রাণহীন দ্রব্যসম্পদ কখনও মিথ্যা কথা বলে না। ঘটনাস্থলে প্রাপ্ত রক্ত-মাখা রুমাল ও কাপড়ের টুকরো, পরিত্যক্ত রক্তাক্ত পেঁপেপাতা, নরম মাটিতে অঙ্কিত রেকটেঙ্গুলার দাগ, পদচিহ্ন ও আঙুলের টিপ, অর্ধদগ্ধ সিগারেট ইত্যাদি প্রামাণ্য দ্রব্য অযাচিতভাবে বহু তথ্য ইতিমধ্যেই আমাদের জানিয়ে দিয়েছে। ক্রমশ এমনি আরও বহু নির্জীব প্রামাণ্য দ্রব্যের আমরা সন্ধান পাবো। এরা আমাদের এই দুরূহ তদন্তে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে। কনকবাবুর এই বিশেষ অভিমত গ্রহণযোগ্য ছিল। এছাড়া নিষ্প্রয়োজনে জনতার উপস্থিতি তদন্তের পক্ষে সর্বদাই বিঘ্নকর। প্রণববাবু একটু চিন্তা করে জনতাকে স্থান ত্যাগ করতে বললেন, কিন্তু দু' চারজন ছাড়া তারা কেউই তাঁর অনুরোধে সাড়া দিলে না। অগত্যা প্রণববাবু জমাদার রামদিনকে হুকুম দিলেন, 'এই জমাদার, আভী বাবুলোককো নিকাল দেও। আরে এই, ধাক্কা মাৎ দেও, ভাই। উনলোগকো মিঠা বাতসে চলা জানে বলো।'

জমাদার রামদিন ধীরে ধীরে দু'জন সিপাহীর সাহায্যে জনতাকে ঠেলে ঠেলে সরিয়ে দিতে দিতে উত্তর করল, 'মিঠি বাত তো ইনলোগ থোড়াই শুনতা হুজুর। আচ্ছা দেখে, ফিন হামলোক চাল করে।'

কিন্তু বহু চেষ্টা সত্বেও জনতা মধ্যে মধ্যে পিছিয়ে গেলেও পুনরায় তারা এগিয়ে আসে। এদের মধ্য হতে এইবার একজন মারমুখী হয়ে বেরিয়ে এসে জমাদার রামদিনকে বলল, 'তুমি মেরী বদনমে হাত দেতা কাহে।' মানুষের শরীর স্পর্শ না করে যে তাকে সরিয়ে দেওয়া যেতে পারে তা জমাদার রামদিনের ধারণার বাইরে ছিল। তাই সে পুনরায় লোকটির গাত্রস্পর্শ করে তাকে আরও একটু পিছিয়ে দিয়ে মৃদু হেসে উত্তর করলো, 'উসমে হুয়া কেয়া? হাম লোক অচ্ছুত নেহী।'

প্রণববাবু এতক্ষণ দূর হতে তাঁর সাস্ত্রীদের কার্যকলাপ দেখছিলেন। তিনি এইবার ভিড় সরাবার সহজ পন্থারূপে বাগানে ন্যস্ত দু'টি স্পট-লাইটই নিবিয়ে ঘটনাস্থল কিছুক্ষণের জন্য অন্ধকারাচ্ছন্ন করে দিলেন। জনতার মধ্যে এইবার যেন একটা সাড়া পড়ে গেল। চারিদিকে শুধু হুড়মুড় করে পিছনে হটার শব্দ। পরস্পর পরস্পরের সহিত প্রতিযোগিতা করে সমগ্র জনতা নিমিষে বাগান হতে বেরিয়ে রাস্তায় গ্যাসের আলোকে এসে দাঁড়ালো। কিন্তু তা সত্ত্বেও তারা কিছুতেই ঘটনাস্থলের সন্নিহিত স্থান পরিত্যাগ করে চলে গেল না। যতক্ষণ পুলিস ঘটনাস্থলে থাকবে ততক্ষণ জনতাও সেইখানে থাকবেই বোধ হয় এই ছিল তাদের প্রত্যেকের প্রতিজ্ঞা। একজন শান্তস্বভাব সাধারণ মানুষও জনতার মধ্যে এসে ভিন্ন প্রকৃতির মানুষ হয়ে পড়ে, এই সব কারণে জনতার মনোবিজ্ঞান এখনও সহজবোধ্য হয় নি।

ভিড়ের লোকজন ঘটনাস্থল পরিত্যাগ করে চলে গেলে প্রণববাবু পুনরায় স্পট-লাইট দু'টো জ্বালিয়ে দিয়ে বড়ো সাহেব মহীন্দ্রবাবুকে উপরতলা হতে নিয়ে আসা দ্রব্যগুলি দেখিয়ে তাঁকে আদ্যোপান্ত বিষয়টি বুঝিয়ে বলার পর গম্ভীরভাবে বড়ো সাহেব বললেন, 'হুঁ, তাই তো বটে ; আমিও ঠিক এই কথাই ভাবছিলাম। আচ্ছা! এখন বাইরের দেওয়ালের উপর সাঁটা টিন-প্লেটটা উঠিয়ে নিয়ে এসো তো।'

বাইরেকার দেওয়ালে সাঁটা টিন-প্লেটটার কথা প্রণব ও কনকবাবু যে ভাবেন নি তা নয়। বড়ো সাহেবের প্রস্তাবে সায় দিয়ে কনকবাবু বলে উঠলেন, 'হাঁ স্যার, ওটা এক্ষুনি এনে দিচ্ছি।'. এর পর তাড়াতাড়ি বাইরে থেকে টিন-প্লেটটি উঠিয়ে এনে কনকবাবু বললেন, 'এই যে স্যার, এই সেই টিন-প্লেট।' টিন-প্লেটটি সন্দিগ্ধ ভাবে পরীক্ষা করতে করতে মহীন্দ্রবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, 'কি হে, আসল ব্যাপার বুঝলে কিছু ?' উত্তরে প্রণববাবু বললেন, 'হাঁ স্যার,

এতক্ষণে বুঝলাম সব। রুমালের কোণে তা'হলে এই নীহারবাবুরই নামের তিনটি আদ্যাক্ষর ইংরেজিতে লেখা রয়েছে। রুমালটি তা'হলে এই বাড়ির মালিক নীহারবাবুরই সম্পত্তি হবে। শুধু এইটুকুই নয়—', বড়ো সাহেব মহীন্দ্রবাবু বললেন, 'এই প্লেটের রংটিও তো দেখা যায় নূতন ও কাঁচা। বড় জোর একদিন আগে প্লেটটিতে নীহারবাবুর নাম লেখা হয়েছে। বোধ হয় কোনও কারণে এই বাড়ির উপর তাঁর মালিকত্ব আশু প্রমাণ করার সদিচ্ছা হয়েছিল। এইবার দেখতে হবে যে এই টিনটিই বা কোথাকার জিনিস।'

বক্তব্য শেষ করে বড়ো সাহেব পকেট হতে একটা ছুরি বার করে টিন-প্লেটের উপরকার রঙের কিছু অংশ ফেলে দিলেন। তার পর তিনি একটা কাচের লেনস্ চোখে লাগিয়ে প্লেটটি পরীক্ষা করতে করতে বলে উঠলেন, 'হুঁ, এই দেখো, যা ভেবেছি তাই। এটা অন্য কারুর নেম-প্লেট ছিল এবং সেই নেম-প্লেটের অর্ধেকটা কেটে নিয়ে এই নেম-প্লেটটি বানানো হয়েছে। পূর্বে এই নেম-প্লেটটির জমি ছিল হলদে রঙের এবং তার উপরকার লেখাগুলো ছিল কালো। পরে তার ওপর সাদা রং চাপিয়ে সবুজ অক্ষরে এই নূতন নেম-প্লেট তৈরি করা হয়েছে। তবে পূর্বেকার নামের প্রথম দিক্‌কার অক্ষরগুলো পড়া যাচ্ছে না। প্লেটে পূর্বে কি নাম লেখা ছিল, তা সুস্পষ্টরূপে বোঝা যায় না। এর কারণ এইখানে পূর্বে নেম-প্লেটের মাত্র অর্ধেকটা আমরা পেয়েছি। কিন্তু নামের শেষের দুটো অক্ষর অবশ্য স্পষ্ট দেখা যায় "OY ; M.B," আমার মনে হয় ; এগুলির পূর্বেকার ইংরেজি অক্ষরটি ছিল R তবে প্লেটের পূর্বতন অক্ষরগুলি দেখছি খুবই বড়ো বড়ো। এতে অবশ্য আমাদের কাজের আরও সুবিধে হবে। মৃতদেহের পকেটে যে ধোবীর ধোলাই রসিদ আমরা পেয়েছি তাতে নাম লেখা আছে ডাঃ অনুকূল রায়। তাহলে বোঝা যাচ্ছে যে ডাঃ অনুকূল রায়ের নেম-প্লেট হতে অর্ধেকটা বিচ্ছিন্ন করে তার ওপর নূতন করে রং চড়িয়ে নীহাররঞ্জন পালের নামে নেম-প্লেট

বানানো হয়েছে। এমনও হতে পারে যে এই বাড়ির বর্তমান মালিক নীহাররঞ্জন পাল ডাঃ অনুকূলবাবুর বাড়িতে থেকে তাঁরই সাহায্যে ও পরামর্শে তাঁদের এই পোড়ো বাড়িটা বিক্রয়ের চেষ্টা করছিলেন। এইবার আমাদের বিবেচনা করতে হবে কে খুন হয়েছে, অনুকূল ডাক্তার না নীহাররঞ্জন, না উভয়ের কেউ খুন হন নি, কিংবা তাঁরাই অন্য কাউকে খুন করেছেন?'

প্রণব এবং কনকবাবু এতক্ষণ মুগ্ধ হয়ে বড়ো সাহেব মহীন্দ্রবাবুর কার্য-কলাপ লক্ষ্য করছিলেন। তাঁর ঘটনা সম্পর্কীয় বিশ্লেষণও তাঁদের নিকট মন্দ লাগে নি। একটু চিন্তা করে প্রণববাবু বললেন, 'তা'হলে কি বুঝলেন স্যার?' উত্তরে বড়ো সাহেব বললেন, 'যা বুঝলাম তা পরিষ্কারই। কিন্তু তুমি কি বুঝলে তা আগে বলো।'

'আমি স্যার,' প্রণববাবু বললেন, 'এখনও এই সম্পর্কে মন ঠিক করতে পারি নি। আপনি বলুন স্যার, এই ব্যাপারে আপনার অভিমত কি?'

'তবে শোনো, বলি,' বড়ো সাহেব মহীন্দ্রবাবু বললেন, 'আমার সুচিন্তিত অভিমত হচ্ছে এই যে নীহাররঞ্জন পালকেই খুন করা হয়েছে। খুনের দিন কিংবা তার একদিন আগে ভদ্রলোকের মাথায় আঘাত করা হয়। কিন্তু খুব সম্ভবত তা সত্ত্বেও তিনি পালিয়ে প্রাণে বাঁচতে পেরেছিলেন। এই রক্ত-মাখা রুমাল ও ঐ বস্ত্রখণ্ড হচ্ছে তার প্রমাণ। পরে অন্য কোনও এক সময়ে তাঁকে পুনরায় পাকড়াও করে হত্যা করা হয়। এর পর তাঁর মুণ্ডটাও কেটে নেওয়া হয়েছে। এতো তাদের রাগ যে নিহিত ব্যক্তির পায়ের শিরা পর্যন্ত এরা কেটে দিয়েছে। সম্ভবত হত্যার কারণ কোনও স্ত্রীলোক-ঘটিত ব্যাপার হবে। নিহত ব্যক্তিকে হত্যাকারীরা বা তার লোকজনেরা একটা কাঠের সিন্দুকে পুরে এখানে নিয়ে আসে। নরম মৃত্তিকার ওপর ভারি সিন্দুকের স্পষ্ট দাগ তো দেখাই যাচ্ছে। সিন্দুকের মধ্যে মৃতদেহ থাকায় সেটা

এতো ভারী হয়েছিল। সদর দরজার কাছে পদচিহ্ন হতে ইতিমধ্যে তো জানা গিয়েছে যে, বহনকারীরা বাক্সটি ভারি হওয়ায় অতিকষ্টে এইখানে সেটা বহন করে আনছিল। খুব সম্ভব এই জন্য একটি মোটরকার বা লরির সাহায্য নেওয়া হয়েছিল। এ ছাড়া হত্যাকাণ্ডের বা হত্যাকারীর সঙ্গে কোনও ডাক্তারের সম্পর্ক থাকাও অসম্ভব নয়। এইবার আমাদের বার করতে হবে হত্যাকারী কে? নীহাররঞ্জনকে প্রকৃতপক্ষে কেনই বা সে হত্যা করল। এটা মার্ডার ফর গ্রাজ, না মার্ডার ফর গেইন। হত্যার উদ্দেশ্য অর্থ বা সম্পত্তি লাভ, না এটা শুধু এক আক্রোশজনিত খুন, এবং এর পর আমাদের আবিষ্কার করতে হবে, কবে, কি ভাবে ও কোথায় কে কাকে হত্যা করেছে? হ্যাঁ, এর মধ্যে আরও একটা কথা আছে। নিকটে তো কোথায়ও পেঁপে-গাছ দেখা যাচ্ছে না। বেশ বোঝা যাচ্ছে, এই পেঁপে-পাতা দিয়ে মুড়ে কর্তিত গলদেশ হতে রক্ত ঝরা বন্ধ করা হয়েছিল। এখন আমাদের অনুসন্ধান করতে হবে নিকটে কোনও বাড়িতে কয়েকটি পেঁপে-গাছ আছে কিনা? কি হে প্রণববাবু! এখন বুঝলে তো? আসল ব্যাপার পরিষ্কার হ'লো?'

'সবই তো বুঝলাম, স্যার', প্রণববাবু উত্তর করলেন, 'এখন নীহারবাবু যদি সত্য মারা গিয়ে থাকেন, তবেই তো। ভদ্রলোক বেঁচে থাকলে তো সবই মাটি।' উত্তরে বড়ো সাহেব বললেন, 'হ্যাঁ তা বটে। এখন নীহারবাবুর বাসস্থান খুঁজে বার করতে হবে। সেইখানে গিয়ে তদন্ত করলেই বোঝা যাবে যে আমাদের ধারণা সত্য কি না! যদি তিনি বেঁচেই থাকেন তা'হলে তদন্তের মোড় না হয় ঘুরিয়েই নেওয়া যাবে।'

কনকবাবু এতক্ষণ নিবিষ্ট মনে বড়ো সাহেব ও প্রণববাবুর কথোপকথন শুনছিলেন, এইবার কনকবাবু প্রত্যুত্তরে বললেন, 'আমার কিন্তু মনে হয়, স্যার, নীহাররঞ্জনবাবু একেবারেই নিহত হন নি। হয়তো সাময়িকভাবে কোথাও তিনি উধাও হয়ে গিয়ে

থাকবেন। এই সুযোগে হত্যাকারী বিশেষ পরিস্থিতির সৃষ্টি করে আমাদের বিভ্রান্ত করবার চেষ্টা করছে।'

প্রণববাবু যে এইরূপ একটি সম্ভাবনার কথা না ভেবেছিলেন তা নয় তাই প্রত্যুত্তরে তিনি বললেন, 'তা বিচিত্র কিছুই নয়। আমারও কিন্তু তাই মনে হয়। তা সবই তো এখন তদন্ত-সাপেক্ষ। শেষ পর্যন্ত কি হয় তা দেখাই যাক না।'

পোড়ো বাড়ির অভ্যন্তর ভাগের প্রয়োজনীয় তদন্ত শেষ করে সকলে এইবার রাস্তায় এসে উপস্থিত হলেন। উদ্যমশীল জনতার একটি অংশ তখনও পর্যন্ত সেইখানে অপেক্ষা করছিল। তাদের তখনও পর্যন্ত সেইখানে উপস্থিত দেখে কনকবাবু বিরক্তির সঙ্গে বললেন, 'আচ্ছা! এদের কি কোনও কাজ-কর্ম নেই? ইচ্ছে হয় এদের প্রত্যেককে ধরে এনে জিজ্ঞেস করি যে তারা কি কাজ করে, থাকেই বা কোথায়, বাড়িতে ওদের কে কে আছে? বৃথা অতিবাহিত করবার মত পর্যাপ্ত সময় এরা পায় কোথায়? বিশ্ব-সংসার, স্ত্রী-পুত্র ও তাদের দৈনিক অন্নসংস্থানের কথা ভুলে ঘণ্টার পর ঘণ্টা একই স্থানে তারা দাঁড়িয়েই বা থাকে কি করে?'

প্রণববাবুর গণমনের বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব সম্বন্ধে কিছুটা পড়াশুনা ছিল। তাই উত্তরে প্রণববাবু এই গণমনের অন্তর্নিহিত বৈজ্ঞানিক তথ্যটি সম্বন্ধে কনকবাবুকে বুঝিয়ে বললেন, 'এ জনতা একই স্থানে সারাক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকলেও তাদের অংশ-বিশেষ প্রত্যেক মানুষ অতক্ষণ একই স্থানে দাঁড়িয়ে থাকে না। এক দল চলে যাবামাত্র অপর নূতন দল এসে তাদের শূন্যস্থান অচিরে পূরণ করে দেয়। এইরূপ ভাবে জনতারূপ বিরাট মানুষ মধ্যে মধ্যে তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের পরিবর্তন ঘটায় মাত্র। যতক্ষণ রাস্তায় লোক চলাচল থাকবে, ততক্ষণ আমাদের দেখবার জন্য জনতারও অভাব হবে না। কোনও কোনও জনতা এতো মন্থর গতিতে তার রূপ পরিবর্তন করে যে, আমাদের মনে হয় একই জনতা অনন্তকাল ধরে একই স্থানে দাঁড়িয়ে আছে।

থাক এখন ওসব কথা, তুমি এখন এক কাজ কর। স্পট্-লাইটের তীব্র আলোক ওদের মুখের উপর নিক্ষেপ করো। তা'হলে এখানকার ভিড় একটু পাতলা হয়ে যাবে। আমাদের এখন রাজপথের মোটরের দাগ ভালো করে পরীক্ষা করতে হবে। শহরের জনতা প্রায় ক্ষেত্রে নির্লজ্জ হয়ে থাকে। এর কারণ একক দায়িত্বের ন্যায় যৌথ দায়িত্বও এদের নেই। এদের নিকট অনুরোধ বা উপদেশ নিরর্থক। আর অত ধৈর্য ধরার সময়ও আমাদের নেই। ওদের বিনা বলপ্রয়োগে এখুনি এখান থেকে সরাতে হলে এইরূপ করা ছাড়া উপায়ই বা কি? প্রণববাবুর উপদেশ মত জনতাকে তীব্র ঝলসানো আলোকের সাহায্যে দূরে সরিয়ে দিয়ে কনকবাবু লক্ষ্য করলেন যে সত্যি সত্যিই পোড়ো বাড়ির সদর দরজার গা ঘেঁষে একটা মোটরের চাকার দাগ চলে গিয়েছে। মোটরের চাকার এই টায়ারের চিহ্ন দেখতে পাবা মাত্র বড়ো সাহেব মহীন্দ্রবাবু এগিয়ে এসে বললেন, 'বাঃ বাঃ, এই তো হে টায়ারের দাগও পাওয়া গেল। ব্যবহারের ফলে ক্ষয়-ক্ষতির জন্য এক এক টায়ারের এক এক প্রকার দাগ পড়ে। ঐরূপ টায়ার অন্য কোথাও পাওয়া গেলে বলে দেওয়া যাবে যে রাস্তার এই দাগ ঐ গাড়ির টায়ারেরই। এখন এই মোটরের চাকার দাগটিও প্লাসটার অব প্যারিসের সাহায্যে সংরক্ষণ করতে হবে।'

রক্ষীবাহিনীর সাহায্যকারী বৈজ্ঞানিক বিশেষজ্ঞগণ মহীন্দ্রবাবুর আদেশ পাওয়ামাত্র যন্ত্রপাতি বার করে টায়ারের দাগটির একটি হুবহু প্রতিকৃতি বা মোল্ড তরলাকৃতি প্লাসটার অব প্যারিসের সাহায্যে তৈরি করে নিলে মহীন্দ্রবাবু সদলবলে এইবার একে একে চতুষ্পার্শ্বের প্রত্যেক বাড়ির বাসিন্দাদের জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করে দিলেন। কিন্তু তাদের কেউই মূল ঘটনা সম্বন্ধে সামান্য মাত্র সংবাদও পুলিসকে জানাতে পারলো না। এমন কি এই পোড়ো বাড়ির মালিকানা সম্বন্ধেও কোন সংবাদ তারা দিতে পারলে না।

কিছুক্ষণ একে-ওকে জিজ্ঞেস করার পর মহীন্দ্রবাবু বললেন, 'তোমরা একটি বিষয় ভুল করে যাচ্ছো। তোমরা কেবল ছেলে-ছোকরা ও পাড়ার নবাগতদের জিজ্ঞেস করছো। দেখো দিকি এখানে প্রাচীন ও প্রবীণ বাসিন্দা কেউ আছেন কি না?'

পল্লীর এক ভদ্রলোক এই সময় নিকটেই দাঁড়িয়েছিলেন। মহীন্দ্রবাবুর কথা তাঁর কানে যাওয়া মাত্র তিনি বলে উঠলেন, 'আমরাই এখন স্যার এ পাডাব একমাত্র পুরানো বাসিন্দা। পিতামহের কাছে শুনেছি যে, আজ থেকে দুশো বছর আগে এই খানে ঝোপ-বন কেটে আমরা ভদ্রাসন স্থাপন করি। এ তল্লাটের সবটুকু জমিজমা পূর্বে আমাদেরই ছিল। কালক্রমে আমাদের পূর্বতন প্রতিবেশীরা কেউ মরে-হেজে, কেউ ভিটে বিক্রি করে অন্যত্র চলে যায়। আমাদেব ছোট গ্রাম ক্রমান্বয়ে নূতন নূতন পরিবারকে আশ্রয় দিতে দিতে কলহ-মুখব শহর হয়ে ওঠে। এখন এই নবাগতদের সম্প্রসারণে কোণঠাসা হয়ে আমরা যেন নিজ বাসভূমিতে পরদেশীর পর্যায়ে এসে পড়েছি। আমার পিতামহ শ্রীহরিহর ভট্টাচার্য এখনও জীবিত। চলুন, স্যার, তাঁর কাছে আপনাদের নিয়ে যাচ্ছি।

কনকবাবুকে অকুস্থলে কার্যরত রেখে মহীন্দ্রবাবু প্রণববাবুকে নিয়ে ভদ্রলোকের বাড়িতে উপস্থিত হলে তাঁর পিতামহ হরিহর ভট্টাচার্য সকলকে আভিজাত্যসূচক প্রাচীন কায়দায় অভিবাদন জানিয়ে বললেন, 'আসুন, আসুন আসতে আজ্ঞা হয়! বসুন বসুন—বসুন মশাইরা। আমি আজকাল আর বাড়ি থেকে বেরুতে পারি না। বয়সও তো পঁচাশির ওপর হতে চলল কি না। শুনেছি আপনারা কি জন্যে এখানে এসেছেন। তা সবই আপনাদের বলছি শুনুন। ঐ পোড়ো বাড়িটির প্রকৃত মালিক ছিলেন আমারই পবিচিত ব্যক্তি রায় বাহাদুর হরিহর চৌধুরী! ভদ্রলোক লবণের কারবার করে একদা বহু অর্থ উপার্জন করেছিলেন। বড়বাজার-

নিবাসী স্যার মহাতপের স্বর্গত পিতা মহাশয় ছিলেন এই ব্যবসায়ের তাঁর একজন পার্টনার। একটি বিধবা কন্যা ও তার একমাত্র পুত্র নীহাররঞ্জন রায়বাহাদুরের কাছে স্থায়ীভাবে থাকতো। এরা ছাড়া বহু লোক-লস্কর ভৃত্য প্রভৃতি তাঁর বাড়িতে প্রতিপালিত হতো। বৃদ্ধের আপনার লোকের মধ্যে একটি কুমারী কন্যাও ছিল। কিন্তু সে পিতার ইচ্ছার বিরুদ্ধে হাওড়ার এক জমিদার-পুত্রকে বিবাহ করায় তিনি যতো দিন জীবিত ছিলেন তার মুখদর্শনও করেন নি। আরও একটা কথা বলে রাখি মশাই। রায় বাহাদুরের পৈতৃক ভিটা হচ্ছে হাওড়ায় ঐ জমিদার বাড়ির পাশের বাড়িটা। সম্ভবত ঐ হাওড়ার বাড়িতে থাকার সময় তাঁর কন্যার সঙ্গে পাশের বাড়ির জমিদার পুত্রের প্রণয় হয়ে থাকবে। শুনেছি তাদেরও নীহারের সমবয়সী একটি পুত্র-সন্তান আছে। তার নাম হচ্ছে নবীনচন্দ্র সরকার। এও শুনেছি যে সম্প্রতি পিতৃবিয়োগের পর সেই এখন তাদের জমিদারীর বর্তমান মালিক। এইবার রায় বাহাদুরের শেষ জীবন সম্বন্ধে আপনাদের বলবো। শুনুন, তাহলে মশায়রা, সে এক বড়ো করুণ কাহিনী। আজ হতে বিশ বৎসর পূর্বে-কার ঘটনা। একদিন রাত্রি তুটোয় ঐ বাড়ি থেকে হৃদয়ভেদী ক্রন্দন শুনে আমরা সেখানে উপস্থিত হয়ে দেখি অপুত্রক রায়বাহাদুর একটি উইল রেখে আত্মহত্যা করেছেন। নীহাররঞ্জনের বয়স তখন মাত্র এগারো হবে। তার মা এই অবস্থায় আর একদিনও এই বাড়িতে তিষ্ঠতে পারলেন না। তিনি শ্রাদ্ধ-শান্তি শেষ করে পুত্র সহ রায়বাহাদুরের হাওড়ার পৈতৃক বাড়িতে বাস করবার জন্যে চলে গেলেন। কিন্তু শান্তির আশায় তিনি সেইখানে চলে গেলেও শান্তিলাভ তাঁর ভাগ্যে ছিল না। শীঘ্রই তাঁর পিতার পরিত্যক্ত উইলের দখলী-স্বত্ব নিয়ে তুমুল মামলা বেধে গেল। বৎসরের পর বৎসর ধরে মামলা গড়িয়ে চলল এক আদালত হতে অপর আদালতে। বিশ বৎসর পরে মাত্র মাস তুই পূর্বে প্রিভি কাউন্সিলে

মামলার নিষ্পত্তি হয়েছে। কিন্তু নীহাররঞ্জনের মা আর তা' দেখে যেতে পারেন নি, কারণ ইতিমধ্যেই তিনি কাশীধামে দেহরক্ষা করেছিলেন। এই কয় বৎসরে তাদের এই পোড়ো বাড়ি ভূতের বাড়িতে পরিণত হয়ে গিয়েছিল। লোকে ওটাকে হানা-বাড়ি মনে করে ওর ত্রিসীমানায় যেতো না। গত বিশ বৎসরের মধ্যে বিবাদীরাও ওই বাড়িতে কখনও এসেছিল বলেও শুনি নি। এটা হয়ে উঠেছিল যতো চোর-ডাকাত ও বদমায়েসদের নৈশ আড্ডা।'

বৃদ্ধ ভদ্রলোকের কাহিনী নিবিষ্ট মনে শুনে মহীন্দ্রবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, 'আচ্ছা, এই মামলা তাহলে কাদের মধ্যে চলেছিল?' উত্তরে বৃদ্ধ ভদ্রলোক মৃদু হেসে জানালেন, 'এতক্ষণ তা' হলে শুনলেন কি? বাদী ছিল নীহারের মাসতুতো ভাই হাওড়ার দুর্দান্ত জমিদার-পুত্র শ্রীনবীনচন্দ্র সরকার এবং প্রতিবাদী ছিল আমাদের নীহাররঞ্জন। এর কারণ হচ্ছে এই যে স্বর্গত রায়বাহাদুর উইলে তাকেই তাঁর একমাত্র ওয়ারিশ মনোনীত করে গিয়েছিলেন।'

'হুঁ'- বড়ো সাহেব মহীন্দ্রবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, 'মামলার নিষ্পত্তি যে নীহারবাবুর পক্ষে হয়েছে, তা আপনি জানলেন কি করে? আরও একটা প্রশ্ন আপনাকে করবো। নীহার ও নবীনবাবুর মধ্যে বয়সে কে বড়ো আর কেইবা ছোট?'

'এই তো মশাই মুশকিল করেন আপনারা, আপনি তো শেষে আমাকেই জেরা করতে শুরু করলেন। শুনুন তবে সব খুলেই বলি। গত পরশু নীহাররঞ্জন আমার সঙ্গে দেখা করে গিয়েছে। সে আমার পদধূলি নিয়ে জানালে, 'দাদু, মামলায় পরিশেষে আমিই জিতলাম বটে, কিন্তু একেবারে সর্বস্বান্ত হয়ে। প্রকৃতপক্ষে এ আমাদের জেতা না, একরকম হারই। এর পর বিপক্ষদল আক্রোশ বশত করে না আমাকে খতমই করে দেয়। নবীনদা' এখনও বহু পয়সার মালিক। কিন্তু আমি এখন পথের কাঙাল। একটা চাকুরি যোগাড় করা ছাড়া এখন আমার আর গত্যন্তর নেই'। আজ্ঞে

হ্যাঁ, ঠিকই বলেছেন আপনি। ওদের দু'জনারই বয়স প্রায় সমান হলেও নবীন দুই-এক মাস হয়ত বয়সে বড়ো। এইজন্যে নীহার তাকে দাদা বলেই ডাকে। এ ছাড়া ঐ দিন কথায় কথায় সে তার ঐ বাড়িটা কাউকে দিয়ে বিক্রি করিয়ে দিতেও আমাকে অনুরোধ করল। আমাকে ছাড়া ও এতো সব কথা বলবেই বা কাকে? এ পাড়ায় ও তো এখন মাত্র আমাকেই চেনে -'

মহীন্দ্রবাবু ভাবলেন, বৃদ্ধ ভদ্রলোককে মৃতদেহটি একবার দেখতে বলবেন। কিন্তু মুণ্ডু ব্যতিরেকে এই দেহ সনাক্তের জন্য কাউকে দেখানোও বৃথা। এতদ্ব্যতীত বৃদ্ধ ভদ্রলোক চোখেও নিতান্ত কম দেখে থাকেন। দেহের গঠন থেকে নিহত ব্যক্তিকে সনাক্ত করা তাঁর পক্ষে অসম্ভব। এর পর এখানে অধিকক্ষণ অপেক্ষা করা নিষ্প্রয়োজন বুঝে বৃদ্ধ ভদ্রলোককে ধন্যবাদ দিয়ে মহীন্দ্রবাবু বললেন, 'আচ্ছা, তাহলে আজ আমরা আসি। আমাদের যে উপকার আজ করলেন তার জন্য আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ!' এর পর প্রণববাবুকে নিয়ে তাঁদের বাড়ি হতে বেরিয়ে আসতে আসতে মহীন্দ্রবাবু প্রণববাবুকে বললেন, 'তাহ'লে পরশু অর্থাৎ পয়লা জুলাই সকালে নীহাররঞ্জন এদের এখানে এসেছিলেন এবং তার পর দোসরা জুলাই ভোরে নিহত ব্যক্তির দেহ বাগানে পরিত্যক্ত হয়। এর পর তেসরা জুলাই সন্ধ্যা সাতটায় এই মৃতদেহের অবস্থান সম্বন্ধে পুলিসে খবর দেওয়া হয়েছে। তা' হলে ঐ জ্ঞাতি-শত্রু দুর্দান্ত জমিদার তনয় মামলায় হেরে শেষে তার মাসতুতো ভাই নীহাররঞ্জনকে কাউকে দিয়ে ভুলিয়ে এনে এখানে খুন করে গেল নাকি? এ-ছাড়া আরও দেখা যাচ্ছে যে স্বর্গত রায়বাহাদুরের সঙ্গে স্যার মহাতপের পিতার বিজনেসে পার্টনারশিপও ছিল। মামলায় নীহাররঞ্জনের জিত হয়েছে শুনে তাঁর লোকজনেরা নীহাররঞ্জনকে হত্যা করে গেল না তো! এ রকম দুরূহ মামলার ঘটনা-সম্ভূত তারিখ ও সময়ের পরিজ্ঞানের মূল্য অত্যধিক জানবে। এখন থেকে তোমাদের এই

মামলার প্রতিটি ঘটনা, তারিখ ও সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করে অগ্রসর হতে হবে। এখন আমাদের হত্যাকাণ্ড সম্বন্ধে কয়েকটি সম্ভাব্য থিওরি বা সংজ্ঞা অনুমান বা কল্পনা করে নিতে হবে। তার পর বিজ্ঞান সম্পর্কীয় রিসার্চ স্টুডেন্টসদের মতো একটির পর একটি থিওরি অনুধাবন করতে হবে। যদি কিছু দূর অগ্রসর হয়ে দেখা যায় যে প্রথম পথটি বন্ধ, তা হলে সেখান হতে ফিরে এসে আমাদের সম্পূর্ণ ভিন্ন দ্বিতীয় পথে তদন্ত শুরু করতে হবে, বুঝলে? তবে বর্তমানে স্যার মহাতপ এবং নীহার ও নবীনবাবু সম্পর্কীয় সকল তদন্ত শেষ না করে আমাদের পক্ষে কোনও এক বিশেষ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া অসম্ভব। এখন তোমাদের সম্মুখে এই মামলার তদন্ত ব্যাপারে দুটি পথ উন্মুক্ত দেখছি। এর একটি হচ্ছে বড়বাজারে ও অপরটি হচ্ছে হাওড়ায় প্রসারিত। আচ্ছা, দেখাও দেখি এইবার তোমাদের এলেম। আমি বলে রাখছি যে এ কেস ডিটেকটেড হবেই হবে।'

মহীন্দ্র ও প্রণববাবু, উভয়ে রাজপথে এসে দেখলেন যে কনকবাবু তাঁর করণীয় কার্য সেরে সেইখানে তাঁদের জন্য অপেক্ষা করছেন। কনকবাবু এইবার এগিয়ে এসে উভয়কে অভিবাদন করে বলে উঠলেন 'আমরা অনেক খোঁজাখুঁজি তো করলাম, কিন্তু এই পল্লীতে না আছে কারো টেলিফোন, না আছে কারো ঐ রকমের কোনও এক পোষা কুকুর। এ কথা নিশ্চিত যে এই অঞ্চল থেকে কেউ খুন সম্বন্ধে থানায় টেলিফোন করে নি। আর একটা কথা আমাদের বলবার আছে স্যার। যে বাড়িটার বারাণ্ডায় একটা ছোট ছেলে আমাদের সঙ্গে কথা বলল, সেই বাড়িতে গিয়ে ওর বাবার সঙ্গে দেখা করার চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু অনেক ধাক্কাধাক্কি করা সত্ত্বেও কেউ দরজা খুললো না। এখন এই বাড়ির দরজা তো আমরা এখুনি ভেঙে ফেলতে পারি না। শেষে আপনারাই বলে বসবেন যে আমি 'ট্যাক্টলেশ অফিসার'। কিন্তু ট্যাক্ট আমরা দেখাবো কোথায়?

দরজাই যে কেউ খুললো না, তা' না হলে নয় বুঝিয়ে-সুঝিয়ে তাঁদের কথা বলাতাম।'

'ঠিক আছে,' প্রণববাবু উত্তর করলেন, 'কালকে ওঁকে থানায় ডাকিয়ে আনবো'খন। এখন চলো, মৃতদেহ সরাবার ব্যবস্থা করিগে। আজ তাহলে তদন্তের এই পর্যন্ত ইতি।—'

'তা' কথাটা মন্দ বলো নি তুমি। এখন এতো রাত্রে এখানে আর কি তদন্ত হবে?' বড়ো সাহেব মহীন্দ্রবাবু বললেন, 'এই লাশ সরাতেই তোমাদের রাত্রি ছুটো হবে। আমি তা' হলে এখন আসি। কাল সকাল আটটার মধ্যে কিন্তু এই মামলা সম্পর্কীয় স্মারক-লিপি আমার অফিসে পাঠিয়ে দিও। তোমাদের ডায়েরি পড়ে দেখে তবে তো তার বিষয়-বস্তু সম্পর্কে আমি সকাল দশটার মধ্যে উপ-নগরপালকে অবগত করাবো। একটু কষ্ট তোমাদের এতে অবশ্য হবেই, তা কি আর করবে, কলকাতা পুলিসের চাকরি। আমার চোখের সামনে তোমরা সারা রাত খাটলে। সকালে থানায় ফিরে ঘুমানো দরকার। এর পরও তোমাদের কিছু বলতে অবশ্য লজ্জা করে। কিন্তু লজ্জা করলে যে আবার আমার চাকরি থাকে না। আমি তা হলে চলি এখন, কেমন? এই ড্রাইভার, গাড়ি -'

বড়ো সাহেব তাব নিজের মোটরে উঠে স্থানত্যাগ করলে প্রণববাবু বললেন, 'যাক, বাঁচা গেল, বাপস্, তবে অনেকক্ষণ ধরে জ্বালিয়ে গেলেন। এখন একটা সিগারেট তো ধরাও।' 'তা যা বলেছেন, স্যার, কনকবাবু বললেন, 'এতক্ষণ আমরা এক গুরুমশাই-এর পাঠশালায় ছিলাম। ওঁর কাছে সদ্য সদ্য তদন্ত করতে হবে। আমরা যেন দুগ্ধপোষ্য শিশু, কাজ-কর্ম কিছুই জানি না। মাঝে থেকে আমাদের মাথার মতলবগুলো সব এলোমেলো হয়ে গেল। এই জন্যেই না বলে যে সুপারভিশন শেষ হওয়ার পর ইনভেসটি-গেশন শুরু হয়। আবার বলে গেলেন যে কাল সকাল আটটার

মধ্যে মামলার ডায়েরি পাঠানো চাই। এদিকে এখনো পর্যন্ত আমরা থানাতেই ফিরতে পারলাম না।'

নিশ্চিন্ত হয়ে প্রণব ও কনকবাবু বাকি কাজগুলি তাড়াতাড়ি সেরে নেবার জন্যে ঘটনাস্থলে ফিরে আসছিলেন। এমন সময় তাঁদের পথ অবরোধ করে দাঁড়ালো কয়েক জন পরিচিত সাংবাদিক। এত রাত্রে তাঁদের এইখানে উপস্থিত হতে দেখে প্রণববাবু বললেন, 'আরে মৃতদেহের খবর শকুন পাখিরা পর্যন্ত এখনও টের পেলে না। আর আপনারা এর মধ্যে তীর্থের কাকের মতো 'কা কা' করতে করতে এখানে এসে হাজির! এত তাড়াতাড়ি খবর পান কি করে মশাই? আপনাদেরও কি আমাদের মতো ঘুম নেই? এখন বাকি তদন্ত শেষ করবো, না আমরা আপনাদের সামলাবো।'

'তা, যাই বলুন প্রণববাবু, সাংবাদিকদের একজন প্রধান এগিয়ে এসে উত্তর করলেন, 'ঠেঙালেও এখান থেকে নড়ছি না আমরা। প্রকৃত সংবাদটুকু আমাদের চাই-ই। কাগজে আপনাদের নামে যাই লিখি না কেন, আপনাদের না হলে কি আমাদের চলে? ব্যক্তিগত বন্ধুত্ব আমাদের সব সময়ই অক্ষুণ্ণ থাকবে। আপনারা লাঠি ও বেয়নেটের সাহায্যে সত্যকে মিথ্যে ও মিথ্যেকে সত্যে পরিণত করতে না পারলেও আমরা কিন্তু ইচ্ছে করলে একটি কলমের খোঁচায় 'হয়-কে নয় ও নয়-কে হয়' করে নয়-ছয় করে দিতে পারি। জানেন তো, দিগ্‌বিজয়ী মহাবীর নেপোলিয়ান দশ সহস্র সৈন্যকে ভয় করেন নি। কিন্তু দশটি সাংবাদিকের ভয়ে তিনি সর্বদাই তটস্থ হতেন, হে হে।'

'এই জন্যই তো আপনাদের সব সময় খাতির করে বসিয়ে চা খাওয়াই', প্রত্যুত্তরে প্রণববাবু স্মিতহাস্যে বললেন, 'কিন্তু আগে-ভাগে তদন্তের খুঁটিনাটি খবরের কাগজে প্রকাশ হয়ে পড়লে যে অপরাধীরা সাবধান হয়ে যাবে। এছাড়া কাজের সময় অন্যদিকে মন দিতে হলে একটু অসুবিধে হয়, এই যা। তা' এইটুকু

অসুবিধে আমরা আপনাদের জন্য সব সময়ই স্বীকার করতে প্রস্তুত।'

বর্তমান পৃথিবীতে সাংবাদিকগণ জনসাধারণের ভালো-মন্দ এবং মতামতের সোল এজেন্ট। এই জন্য তাদের একটু সমীহ করে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের চলতেই হবে। কোনও প্রকারে সাংবাদিকদের বিদায় দিয়ে অবশিষ্ট কর্তব্যের পরিশেষে প্রণব ও কনকবাবু থানায় ফিরে এসে দেখলেন যে রাত্রি চারটা বেজে গিয়েছে। লরি থেকে রাস্তায় নেমে উভয়ে উপরের দিকে তাকানো মাত্র দেখতে পেলেন কনকবাবুর নব-বিবাহিত স্ত্রী অলকা দেবী স্বামীর আগমন প্রত্যাশায় পথ চেয়ে তখনও পর্যন্ত কোয়ার্টারের জানালার ধারে দাঁড়িয়ে আছেন। স্বামী তাঁর তখনও পর্যন্ত অভুক্ত, সুতরাং তাঁকেও অভুক্ত থাকতে হয়েছে। ভদ্রমহিলা একা স্বামীর সঙ্গে থানার কোয়ার্টারে থাকতেন। তাঁরা দু'জন ছাড়া সেখানে কোনও তৃতীয় ব্যক্তি নেই। এ ছাড়া ভদ্রমহিলা একটু ভয়-কাতুরেও ছিলেন। শয্যায় একা শুয়ে তিনি থেকে-থেকে চমকে উঠছিলেন। পরিশেষে নাচার হয়ে রাজপথের দিকে চেয়ে কথঞ্চিৎ সাহস সঞ্চয় করার জন্যে তিনি রাস্তার ধারের জানালায় এসে দাঁড়িয়েছেন। ভদ্রমহিলার সঙ্গে চোখাচোখি হওয়া মাত্র প্রণববাবু অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন এবং কনকবাবু লজ্জায় অধোবদন হলেন। তাঁর মনে হ'লো স্ত্রীর কাছে তিনি যেন এ'জন্য কতো অপরাধী।

থানায় ঢুকে স্টেশন-ডায়েরিতে নিজেদের প্রত্যাগমন বার্তা লিপিবদ্ধ করতে করতে প্রণববাবু বললেন, 'কি হে, এতো রাত্রে নৈশভোজন করবে নাকি? আমার মতে এখন কিছু না খাওয়াই ভালো।'

উত্তরে কনকবাবু সপ্রতিভভাবে জানালেন, 'এখন খেলে শরীর খারাপ হবে। একেবারে কাল প্রাতে যা হয় খাওয়া যাবে।'

'হুঁ, সেই ভালো,' প্রত্যুত্তরে প্রণববাবু বললেন, 'ভোরে উঠে চান

করে নিলেই আবার ঠিক হয়ে যাবে। পারো তো একবার সকালে অবগাহন স্নান করে নিও। তার পর না হয় তুমি আরও একটু ঘুমিয়ে নিও। কিন্তু তোমার তো দেখছি এখুনি ঘুমে চোখের পাতা বুজে আসছে। আচ্ছা, সকালে আমিই ডায়েরিটা লিখে ফেলবো : তুমি বরং আরও কিছুক্ষণ ঘুমিয়ে একেবারে ফ্রেশ্ হয়ে নিচে নেমো। আর ভোরও তো হয়ে এল। ঐ দেখ, 'কা কা' করে কাক ডাকছে আকাশও দিব্যি ফরসা হয়ে এসেছে ; এসো, এসো, আর দেরি করো না, চলে এসো।'

উভয়ে তরতর করে সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে কনকবাবুর কোয়া-টারের নিকট এসে দেখলেন, দরজা একটু ফাঁক করে কনকবাবুর স্ত্রী তাঁর স্বামীর আগমনের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছেন। থানায় ফিরেও কনকবাবুকে কিছুক্ষণ নিচের অফিসে অপেক্ষা করতে হয়ে-ছিল। এই অবস্থায় তাঁর বালিকা স্ত্রীর উৎকণ্ঠার কারণ না থাকলেও উতলা হওয়ার যথেষ্ট কারণ ছিল। ক্ষুণ্ণ মনে কনকবাবু দ্বিতলের আপন কোয়ার্টারে ঢুকে পড়লেন। অন্যদিকে প্রণববাবুও সিঁড়ি বেয়ে দ্রুতগতিতে তাঁর ত্রিতলের আপন কোয়ার্টারের দুয়ারে এসে পৌঁছুলেন। প্রণববাবুর স্ত্রী এখানে নূতন নয়, বহু দিন তাঁর বিবাহ হয়েছে। স্বামীর এই পুলিসী উৎপাত তাঁর গা-সওয়া। চোখ রগড়াতে রগড়াতে দরজা খুলে তিনি বললেন, 'বাবা, কিগো তুমি ! আজও এত রাত ?'

উন্মুক্ত গবাক্ষ-পথে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে প্রণববাবু উত্তর করলেন, 'রাত কি ? সকাল বলো।' এরপর তিনি টেবিলের উপর ঢেকে-রাখা খাবারের দিকে একবার চেয়ে দেখে পরিধেয় বস্ত্রাদি না ছেড়েই শুয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে ঘুমিয়েও পড়লেন। ইতিমধ্যে ভোরের আলো গবাক্ষ-পথে এসে তাঁর মুখের ও বুকের উপর তাঁর অজ্ঞাতেই ছড়িয়ে পড়েছে। প্রণববাবুর স্ত্রী এইবার স্বামীর ঘুমন্ত মুখের দিকে একবার মাত্র চেয়ে দেখে তার প্রাতঃ-

কালীন গৃহকার্যে মনোনিবেশ করবার জন্যে নির্লিপ্ততার সঙ্গে উঠে দাঁড়ালেন।

থানার ঘড়িতে বহুক্ষণ হ'লো আটটা বেজে গিয়েছে, প্রণববাবু তখনও পর্যন্ত নিবিষ্ট মনে ডায়েরি লিখে চলেছেন। দ্রুত পেন্সিলের রেখা টেনে টেনে তিনি পাতার পর পাতা উল্টে যাচ্ছেন। তবুও ডায়েরি লেখা শেষ হতে এখনও বহু দেরি। কালকের তদন্ত, তাঁদের জ্ঞাত তথ্য ও তৎ সম্পর্কে কৃতকার্য সম্বন্ধে প্রতিটি খুঁটিনাটি বিষয় মনে করে করে তাঁকে লিপিবদ্ধ করতে হচ্ছে। এই কাজ প্রণববাবুকে করতে হচ্ছিল তাঁদের কথা ভেবে যাঁদের কাছে মামলার শেষ বিচারের ভার আছে। স্মারক-লিপিতে এমনভাবে ঘটনার সমাবেশ লিপিবদ্ধ করতে হবে, যাতে তা নিম্ন ও উচ্চ আদালতে বিশ্বাস্যরূপে গৃহীত হতে পারে। তা' না হলে তাঁদের সমুদয় পরিশ্রম একদিনে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়ে যাবে এবং এইরূপ অবস্থায় জীবনপণ পরিশ্রমের জন্য পুরস্কৃত না হয়ে কর্তৃপক্ষের নিকট তাঁদের তিরস্কৃত হতে হবে। সামান্য একটা ভুল-ত্রুটির জন্য জুরি মহোদয় ও বিচারকমণ্ডলীর পক্ষে এরূপ একটা সত্য ঘটনাকে সাজানো মামলা বলে আখ্যা দেওয়াও অসম্ভব নয়। স্মারক-লিপি লিখতে লিখতে প্রণববাবুকে ঘন ঘন ঘড়ির কাঁটার দিকেও তাকাতে হচ্ছে। মুহুর্মুহু: তার ভয় কখন বড়ো সাহেবের কাছ থেকে ডায়েরি পাঠানোর জন্য টেলিফোনযোগে জরুরি তাগিদ আসে। মাত্র এক ঘন্টা ঘুমিয়ে বা গড়িয়ে নিয়ে তিনি সকাল ছ'টায় অফিসে নেমেছেন। ইতিমধ্যে দু'ঘন্টা অতিবাহিত হয়েও গিয়েছে, কিন্তু তখনও পর্যন্ত তাঁর লেখালিখির কাজ শেষ হ'লো না। ইতিমধ্যে তাকে কলম থামিয়ে দশ জন আগন্তুকের সঙ্গে কথা বলতে হয়েছে। চারবার উঠে গিয়ে তিনি টেলিফোনে কথা বলেছেন। তিনবার তাঁকে অধস্তন

অফিসারদের অন্যান্য ব্যাপারে উপদেশ দিতে হয়েছে। এত সত্ত্বেও যে তিনি এই স্মারক-লিপির অর্ধেক শেষ করতে পেরেছেন, তা' তাঁর অসীম ধৈর্য, দক্ষতা ও কৃতিত্বের পরিচায়ক। ডায়েরি লিখতে লিখতে এক সময় মুখ তুলে তিনি চেয়ে দেখলেন, চোখ রগড়াতে রগড়াতে কনকবাবু তাঁর সম্মুখে এসে দাঁড়িয়েছেন। মুখ-চোখে তাঁর একটা অপ্রতিভ ভাব, যেন তাঁর কাছে তিনি কতো অপরাধী! একটু আমতা-আমতা করে কনকবাবু বললেন, 'ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, স্যার। কেউ ডেকেও দেয় নি, ছিঃ ছিঃ! একা একা কাজ করতে আপনার কত কষ্ট হ'লো; মনে করেছিলাম আমিও একটু আপনাকে সাহায্য করবো।'

'তাতে কি,' ডায়েরি লিখতে লিখতে প্রণববাবু বললেন, 'ঠিক আছে, লেখালেখির কাজ প্রায় শেষ করে এনেছি আমি।'

ডায়েরির পাতায় পেনসিলের শেষ আঁচড় কেটে প্রণববাবু পাতাগুলো ছিঁড়ে ছিঁড়ে গুছিয়ে নিচ্ছিলেন। এমন সময় পাশের ঘর থেকে একজন মুন্সীবাবু বেরিয়ে এসে বললেন, 'বড়ো সাহেবের অফিস থেকে দু'বার টেলিফোন এল, স্যার! তিনি বড়ো রাগারাগি করছেন। "সকাল ন'টা কখন বেজে গেছে। তিনি এখনও ডায়েরি পেলেন না,"--এই সব কথা চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে তিনি বলছিলেন। টেলিফোনটা তাঁর গলার আওয়াজে চৌচির হয়ে ফেটে যাবার যোগাড়।'

'তাই নাকি?'—ব্যস্ত হয়ে প্রণববাবু বললেন, 'বলে দাও ওঁকে ডায়েরি পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে, এখুনি তা তিনি পেয়ে যাবেন।' প্রণববাবু তারপর তাড়াতাড়ি ডায়েরির পাতা কয়টা পিন দিয়ে এক করে থানার অপর একজন মুন্সীবাবুর হাতে তুলে দিয়ে হুকুম দিলেন, 'এই ডায়েরিটার দু'ধারে কয়েকটা সাদা পাতা জুড়ে আরও মোটা করে দাও। এরপর সাইকেল আরদালী দিয়ে এটা এক্ষুনি বড়ো সাহেবের আপিসে পাঠিয়ে দাও, শীগ্‌গির—'

স্মারক-লিপির প্রেরণ কার্য শেষ করে প্রণববাবু ভাবছিলেন যে এইবার কনকবাবুর সঙ্গে একটু হাল্কা কথাবার্তায় ক্লান্ত মন চাঙ্গা করে নেবেন। এমন সময় একজন বাঙালী বাবু সম্মুখে উপস্থিত হয়ে বললেন, 'আমার মশাই, একটা নালিশ আছে। কাল রাত্রে পুলিসে আমার বাড়িতে গভীর রাত্রে হামলা করেছে! আমার হার্টের অসুখ, তার উপর ব্লাডপ্রেসার আছে। তার ওপর দরজায় দুম-দুম আওয়াজ!'

প্রণববাবু আগন্তুক ভদ্রলোকের আপাদমস্তক পর্যবেক্ষণ করে উত্তর দিলেন, 'ওঃ, তা'হলে আপনি নিজেই এসে গিয়েছেন। তা না হলে আপনাকে আমরাই এতক্ষণে এখানে আনতাম।'

'আজ্ঞে—আজ্ঞে,' আমতা-আমতা করে ভদ্রলোক উত্তর করলেন 'আমার অপরাধ! আমার ঐ ছেলেটা মশাই বড্ড বাজে বকে। কি বলতে কি বলে দিলে তা আমি তো মশাই কিছুই জানি না। তা'হলে এতে আমিও কি জড়িয়ে পড়বো স্যার?'

'আজ্ঞে, হ্যাঁ,' প্রণববাবু উত্তরে বললেন, 'মিথ্যে বললে নিশ্চয়ই জড়িয়ে পড়বেন। গ্রেপ্তার পর্যন্ত আপনি হয়ে যেতে পারেন। তবে সত্য কথা বললে কিছুই হবে না।'

'এ্যাঁ, গ্রেপ্তারও হতে পারি!' আঁতকে উঠে ভদ্রলোক উত্তর করলেন, 'আজ্ঞে, সব সত্যি কথা আমি বলবো। কিন্তু আদালতে সাক্ষী-টাক্ষী দিতে পারবো না। আমরা সবাই ছাপোষা লোক মশাই। অফিস কামাই হলে আমার চাকরি যাবে। শুনুন তা'হলে আপনাদের আমি বলছি সব। কিন্তু ওরা আমাকেও কেটে ফেলবে না তো? পরশু রাত্রি তিনটেয় একটা বেওয়ারিশ কুকুরের চিৎকারে আমার ঘুম ভেঙে যায়। সাধারণত রাত্রে চোর এলে এই সব কুকুর পরিত্রাহিভাবে চিৎকার করে। এই সময় আমি একটা মোটর-কারের আওয়াজ ও তার কিছু পরেই ঝুপ-ঝুপ শব্দ শুনতে পাই। আমি তখুনি আমার তিনতলার জানালায় এসে দেখি যে একজন

বারো-তেরো বৎসরের বালক আদুড় গায়ে ঐ পোড়ো বাড়ির সীমানায় পাঁচিলের উপর দাঁড়িয়ে রয়েছে। পরনে তার একটা সাদা ধুতি ছিল। আমার জানা আছে যে পুরানো চোরেরা এই পোড়ো বাড়ির বাগানের মধ্যে আড্ডা জমায়। গত বৎসর আমাদের বাড়িতেই একটা বড়ো রকমের চুরি হয়ে গিয়েছিল। পরদিন সকালে আমি আমার বাক্স তিনটে ঐ বাগানের মধ্যে ভাঙা অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখেছিলাম। আমার মনে হয় স্যার, ঐ নিহত ব্যক্তি একজন চোর। দলের অন্য চোরদের সঙ্গে হিস্যার ব্যাপারে মতভেদ হওয়ায় দলের লোকেরাই তাকে হত্যা করে এখানে ফেলে রেখে গিয়েছে। পাছে কেউ তাকে চিনে ফেলে এই জন্যে তার মাথাটা তারা কেটে নিয়ে থাকবে। নিহত ব্যক্তি নিশ্চয়ই এই অঞ্চলেরই লোক। তা' না হলে ওরা তার মাথা কেটে নেবে কেন? নিহত ব্যক্তি বিদেশী হলে খুনেরা মাথা কাটার ঝুঁকি না নিয়ে মাথাসুদ্ধ ওকে এখানে ফেলে যেতো।'

ভদ্রলোকের শেষ অভিমতটা শুনে প্রণববাবু ও কনকবাবু কিছুক্ষণ মুখ চাওয়া-চাওয়ি করলেন। ভদ্রলোকের অভিমতটি আদপেই উপেক্ষণীয় ছিল না। 'তাই তো, স্যার,' একটু চিন্তা করে কনকবাবু বললেন, 'তা'হলে আমাদের পূর্ব থিওরিগুলি কি ভুল। পুরানো চোরেরাই ছোট ছোট ছেলে পোষে। এইসব ছেলেরা ঘুলঘুলির ফাঁকে বা নর্দমার মধ্যে ঢুকে বাড়ির ভিতর হতে খিল খুলে দিয়েছে। পোড়ো বাড়ির সদর দরজার পাশেই তো একটা বড় গোছের নর্দমা আমরা দেখেছি।' 'থামো হে থামো', প্রণববাবু উত্তর করলেন,' এত শীঘ্র উতলা হয়ো না। একতলায় যদি এক প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি অন্ধকারে আদুড় গায়ে সাদা কাপড় পরে দাঁড়িয়ে থাকে, তা'হলে তিনতলা থেকে তাকে মনে হবে সে যেন একজন অল্পবয়স্ক বালক। প্রকৃতপক্ষে কিন্তু সে হবে একজন প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি। এ ছাড়া লাশ পাচারের পদ্ধতিও প্রণিধানযোগ্য। খুন কারো নিজের বাড়িতে

হলে তৎক্ষণাৎ সে লাশ দূরে পাচার করে। এক্ষেত্রেও হত্যাকারীরা নিহত ব্যক্তিকে নিজেদের ডেরায় হত্যা করে এইখানে পাচার করে দিয়ে গিয়েছে। তবে এত স্থান থাকতে এই পোড়ো বাড়িটা তারা বেছে নিল কেন, তাও বিবেচ্য। আমার মতে পূর্বে কোনও ব্যাপারে হত্যাকারীর এই বাড়িটা পর্যবেক্ষণ করার সুযোগ হয়েছিল। শহরের মধ্যে এটা এক নিরিবিলি স্থান বুঝে এটাই তারা বেছে নিয়েছে। খুব সম্ভব খুনী ব্যক্তি নীহাররঞ্জনবাবু নিজে কিংবা তাঁর কোনও লোকজন; কিংবা সে এমন এক ব্যক্তি যে বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ের অছিলায় নীহারবাবুর সঙ্গে কয়েক দিন আগে ঐ বাড়ি দেখে এসেছে। ঐ পোড়ো বাড়ির ত্রিতলের চাতালে আমরা দুই ব্যক্তির পাদুকা-চিহ্ন দেখেছি। ঐ দুই ব্যক্তির অন্তত এক ব্যক্তি এই হত্যাকাণ্ডের সহিত জড়িত বলে আমার বিশ্বাস। এই কারণে আমাদের খুন-সম্পর্কীয় পূর্বতন থিওরি আমি এখুনি পরিত্যাগ করতে রাজী নই।'

প্রণববাবুর বক্তব্য শেষ হবার পূর্বেই থানার একজন মুন্সীবাবু এসে জানালেন, 'স্যার, ও ঘরে পাঁচজন চুরি এবং দুইজন জখমী কেসের ফরিয়াদী বহুক্ষণ অপেক্ষা করছেন। ওঁদের একজন আবার আর একটুও দেরি করতে রাজী নন। তদারকের জন্য এখুনি কেউ না গেলে তিনি এখুনি চলে যাবেন বলে শাসাচ্ছেন।'

'এই খেয়েছে! ও কনক', প্রণববাবু বললেন, 'একটু ট্যাক্টফুলি সামলাও ওদের! তা' না হলে ওরা কমপ্লেন করে দেবে। হয়তো প্রেসেও এই সম্পর্কে একটা পত্র ছাপিয়ে দেবে। সত্যের চেয়ে মিথ্যেই থাকবে বেশি। আর তাদেরই বা এতে অপরাধ কি? অভিযোগ করা মানে সত্য-মিথ্যে দু-ই বলা। আমাদের নামে যদি তারা অভিযোগ করে তা'হলে সে অপরাধ আমাদেরই। এর কারণ আমরা তাদের অভিযোগ করার সুযোগ করে দিয়েছি। একটু বুঝিয়ে-সুঝিয়ে সামলে নাও সকলকে। এই ঝামেলার মধ্যে কি-ই

আর করবে বলো। দেখ তো, এখন এই মার্ডার কেস্ এনকোয়ারি করবো, না ওদের সকলের সঙ্গে দেখা করে কথা বলবো ?'

'সামলাবো ওদের আর কি করে ?' কনকবাবু উত্তর দিলেন, 'আমিই সব কয়টা কেস নিয়ে নিচ্ছি ! এখানে দু'জন মাত্র তো আমরা অফিসার। লোকজন চাইতে তো কর্তৃপক্ষ বলে বসেন, আরে লোক কি আমরা তৈরি করবো ! বেশি লোক চাওয়া মানে বিস্তর লেখাপড়া করা, সরকার বাহাদুর তথা কাউন্সিলকে তা বুঝানো, সে কি আর একদিনের কাজ, পুলিসের খাতে টাকা আদায় করা কি সহজ ! এমনিই তো জনসাধারণের একাংশ আমাদের উপর মারমুখী ইত্যাদি। আপনি স্যার, হত্যা মামলার তদন্তে মনোনিবেশ করুন। আমি এদের নিয়ে বেরিয়ে প্রত্যেকের বাড়ি একবার করে ঘুরে আসি। এরূপ ভাবে তদন্ত কিরূপ কার্যকরী হবে, তা যেমন আপনি বুঝছেন, তেমনি আমিও বুঝছি। আপনি স্যার, দ্বাদশ শিবমন্দিরে পূজা-অর্চনা দেখেছেন ? দশ টাকার মাইনের একজন পুরোহিত দ্বাদশ শিবমন্দিরে একসঙ্গে দ্বাদশটি শিবের পূজা কেমন এক মুহূর্তে সেরে ফেলেন ? 'ওঁ, নমো, বলে ভদ্রলোক একটি মন্দিরে শিকল বন্ধ করে অপর মন্দিরের শিকল খুলতে খুলতে তিনি বলেন 'শিবায়' এবং তার পর এই মন্দিরের দুয়ারের শিকল তুলে দিয়ে তৃতীয় মন্দিরের শিকল খুলেই বলে ওঠেন, 'নমঃ'। এইভাবে তিনি মাত্র একটি মন্ত্রে পর পর বারোটি মন্দিরে শিবপূজা নিমিষে শেষ করে ফেলেন। - আমিও স্যার, ঠিক ঐ অসহায় পুরোহিতের মতো আজকের এই বারোটি মামলার তদন্ত এক ঘণ্টার মধ্যে সেরে এখুনি ফিরে আসছি। আপনাকে হত্যা-মামলায় একটু সাহায্য করা দরকার, তা' ছাড়া আজ আবার দুপুরে আদালতে সাক্ষ্য আছে। একটু দেরি হলেই হাকিম বাহাদুর আদালত অবমাননার দায়ে কৈফিয়ত চেয়ে বলবেন, কার বাইরে কি কাজ আছে বা না আছে তার জন্যে আদালত

অপেক্ষা করবে কেন? এ জন্য মামলার অপর পক্ষীয়েরাই বা অসুবিধে ভোগ করবে কেন? পুলিস পুলিসের কাজ যেমন করে পারে করুক, তাতে গণতন্ত্রী রাষ্ট্রের আদালতের কি? এখন জুডিসিয়ারি ও এক্সিকিউটিভ সম্পর্কশূন্যভাবে সেপারেটেড! তাঁরা এখন একমাত্র হাইকোর্টের অধীন, এইজন্য ভয় আর তাঁরা এখন কাউকেই করেন না।'

'না, না, তা' আদালত বলবে কেন?' প্রণববাব উত্তর দিলেন, 'এক্সিকিউটিভকে সাহায্য না করলে জুডিসিয়ারিই বা চলবে কি করে? একই স্টেটের যখন দুটি সমান অপরিহার্য অঙ্গ। না, তুমি কোর্ট ইনেসপেকটারকে বুঝিয়ে একটা পত্র লিখে দাও— মার্ডার কেসের তদন্তে ব্যস্ত আছো' বলে, বুঝলে? হ্যাঁ, তোমার সঙ্গে আরও একটা কথা আছে। চুরির তদন্ত ক'টা সেরে তুমি চেরাই ঘরে (morgue) গিয়ে মৃতদেহটা একবার দিনের আলোয় দেখে এসো। যদি দেহের বাকি অংশে কোথায়ও তিল, আঁচিল বা কাটার দাগ থাকে তা'হলে লাশটি সনাক্তকরণের সুবিধে হবে। মৃতদেহের ছাপ ও হাতের টিপের সহিত ওর ওজন ও যৌনদেশের কেশও নেওয়া দরকার। আসবার সময় তুমি ডাক্তারের নিকট হতে ওর চেরাই-রিপোর্ট (post mortem) এবং ব্লাড গ্রুপিংএর রিপোর্টও সঙ্গে করে নিয়ে আসবে, বুঝলে? হ্যাঁ, আরও একটা কথা তোমায় বলবার আছে। লাশের পকেট থেকে পাওয়া সেই ধোলাই রসিদটিও নিয়ে যাও। ওদের দোকানটা তো পথেই পড়বে, ওখানকার তদন্তও শেষ করে এসো। বিকেলের দিকে আমাদের স্যার মহাত্তপের বাড়ি কিংবা হাওড়ার তদন্তটা শেষ করে ফেলা প্রয়োজন। হ্যাঁ, আর একটা কাজ তোমায় করতে হবে। মৃতদেহ যেন পুড়িয়ে না ফেলে, ওটা মর্গের বরফ কামরায় কিছু দিন রক্ষা করার বন্দোবস্ত করো। ব্যাস, আজ এই পর্যন্ত, আর কিছু তোমাকে আমার বলবার নেই। আমাকেও এখন একটা কোর্ট-পিটিশনের

তদন্ত শেষ করতে হবে। তা' ছাড়া বড়ো সাহেব কয়েকটি কাগজে ব্যক্তিগতভাবে আমাকেই তদন্ত করতে বলেছেন। সবই তাঁদের নিকট জরুরি এবং তা' এখুনি ও আজই চাই, আমরা যেন এক-একটা মেসিন আর কি! এইসব কাজ তাড়াতাড়ি সেরে এখন আমাকে একবার উপ-নগরপালের আপিসে যেতেই হবে। তিনি আবার আমাদের বড়ো সাহেবেরও বড়ো সাহেব। খুন সম্বন্ধে তাঁকেও আজই ভালো করে ওয়াকিবহাল করে দিতে হবে। তা' না হলে নগরপাল বাহাদুর জিজ্ঞেস করলে তিনি উত্তর দিতে পারবেন না। এইরূপ কোনও অঘটন ঘটলে আমাদের উপরই তিনি টং হয়ে থাকবেন। এর ফলে বিনা দোষে আমাদের চাকরি রাখা দায় হয়ে উঠবে। কাজকর্মে কে কতক্ষণ সাবধানে থাকবে? ভুলই বা কে না করবে বলো? একবার বাগে পেলেই তো হ'লো। সাধারণভাবে যে সব মামুলি ভুল উপেক্ষা করা যায়, সেই ভুলকে আবার বড়ো করে ধরা যায়। এতক্ষণে কাগজে-কাগজে ঘটনাটা ফলাও করে বেরিয়ে গিয়েছে। বহু সরকারী বিভাগ থেকে এখন আমাদের উপর প্রশ্নবাণ নিক্ষেপ হতে থাকবে—কে খুন হ'লো, কেই বা খুন করলো, ইত্যাদি। খুনীরা যেন আমাদের সঙ্গে পরামর্শ করে খুন করেছে। ছোৎ! আচ্ছা, আমিও তা'হলে উঠি এখন। না, স্নান-টান করা হবে না আজ। যাও, কনক যাও, তুমিও টপ করে ঘুরে এসো।'

উপদেশ সহ কনকবাবু থানা থেকে বার হয়ে যাবা মাত্র প্রণববাবুও প্রয়োজনীয় কাগজপত্র গুছিয়ে নিচ্ছিলেন। তাড়া-তাড়িতে বোধ হয় কাজে আরও দেরি হয়। তাড়াহুড়োতে একটা জরুরি কাগজ তিনি কিছুতেই খুঁজে পেলেন না। বহুক্ষণ খোঁজাখুঁজি ও রাগারাগির পর হাতের ফাইল হতেই সেটা বার হয়ে এল। কেন যে এতক্ষণ কাগজটি তাঁর নজরে পড়ে নি, তা' তাঁর বোধগম্যই হ'লো না, অথচ ইতিমধ্যে বহু লোককে এই জন্য তিনি রূঢ়

কথা শুনিয়ে দিয়েছেন। বিশেষ অপ্রস্তুতভাবে অধস্তন অফিসারদের দিকে একটা সলজ্জ দৃষ্টি হেনে কাগজপত্র সহ প্রণববাবু উপ-নগর-পালের অফিসে দ্রুত রওনা হয়ে গেলেন। খুন-সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় বিবরণের কথা চিন্তা করতে করতেই প্রণববাবু পথ চলছিলেন। তাঁর একমাত্র চিন্তা ছিল এই যে কি করে তিনি উপ-নগরপালের নিকট সেগুলি গুছিয়ে সহজে ও সুষ্ঠুভাবে ব্যক্ত করবেন।

কর্তৃপক্ষের সকাশে কাগজপত্র পেশ করে কাজকর্ম শেষ করে প্রণববাবু থানায় ফিরে দেখলেন যে ঘড়িতে বেলা তখন দেড়টা বেজে গিয়েছে। উপর হতে তাঁর স্ত্রীর প্রেরিত ভৃত্য ইতিমধ্যে নিচের অফিসে তাঁকে বার দুই বৃথা খুঁজে গিয়ে পুনরায় খুঁজতে এসেছে। এদিকে কিন্তু তখনও পর্যন্ত কনকবাবু তাঁর করণীয় কার্য শেষ করে থানায় ফিরে আসতে পারেন নি। প্রণববাবু ভাবলেন, তরুণ জুনিয়ার অফিসার কনকবাবুকে অভুক্ত রেখে তিনি আগে-ভাগে খেয়ে আসেন কি করে? তাই বিরক্তি হয়ে তিনি ভৃত্যকে ধমক দিয়ে বলে উঠলেন, 'তাঁদের খেয়ে নিতে বলো। আমি এখন উপরে যেতে পারবো না।'

ধমক খেয়ে মুখ কাঁচুমাচু করে ভৃত্য অফিস-ঘর ত্যাগ করে চলে গেলে প্রণববাবু পুনরায় ভাবতে শুরু করে দিলেন কালকের হত্যাকাণ্ডের কথা। প্রণববাবু ভাবছিলেন সেদিনের বিকালের তদন্ত সংক্রান্ত প্রোগ্রামের কথা। কোন্ দিকে তাহলে তাঁরা আজ বার হবেন, হাওড়ার দিকে না বড়বাজারের দিকে? এমন সময় ব্যস্তভাবে কনকবাবু কয়েকটি জিনিস নিয়ে থানার অফিস-ঘরে এসে প্রণববাবুকে বললেন, 'শব-ব্যবচ্ছেদক ডাক্তারের সঙ্গে দেখা করেছিলাম। তিনি যা' বললেন তা' তো এক তাজ্জব ব্যাপার! মৃত ব্যক্তি নাকি একেবারে রক্তহীন অবস্থায় দেহত্যাগ করেছে এবং তার মৃত্যুর পর তার দেহ হতে মস্তক বিচ্ছিন্ন করা হয়েছে। কিন্তু মৃতদেহ হতে সমুদয় রক্ত কোথায় ও কি করে উবে

গেল, তা নাকি তাদের ডাক্তারী শাস্ত্রসম্মত ধারণার বাইরে। এ ছাড়া এই দেখুন একটা ফাঁপা নিড্‌লের শেষ দিকের ভগ্নাংশ। এইটে মৃতদেহের বুকের ভিতর হতে পাওয়া গিয়েছে। আমরা শবের বুকে ছিদ্রাকার যে ক্ষত দেখেছিলাম তা এই নিড্‌লটির প্রবেশের জন্যই হয়েছিল। মনে হয় কোন ইনজেকসন করবার সময় ইনজেকসনের সিরিঞ্জের নিড্‌লের সম্মুখাংশের কিছুটা দৈবক্রমে ভেঙে গিয়ে তার দেহের ভিতরে থেকে গিয়েছে।'

ফাঁপা নিড্‌লের ভগ্নাংশটি পরীক্ষা করতে করতে প্রণববাবু বললেন, 'তা'হলে এ এক সায়েন্টিফিক মার্ডারই। কিন্তু কোন নিভৃত স্থানে বা ল্যাবোরেটারিতে এই ভীষণ কার্য সমাধা হ'লো। তুমি সেই মৃতদেহে প্রাপ্ত রসিদে উল্লিখিত ধোপার-দোকানে জিজ্ঞাসাবাদ করে এসেছ? ঐ রসিদে লিখিত ডাঃ অনুকুল রায়ের বাসস্থানের কোনও পাত্তা ঐ দোকানী দিতে পারলে?'

'হ্যাঁ, স্যার', কনকবাবু উত্তর করলেন, 'ওর বাড়ির ঠিকানা— ডাঃ অনুকূল, রায C/o রমা রায, ১২ মহীন্দ্র রোড, বালিগঞ্জ। দোকানীর নিকট হতে জানতে পেরেছি যে, এই ধোপা মার্কার যাবতীয় পরিচ্ছেদ ডাঃ অনুকুল রায নামক এক ভদ্রলোকের। এ ছাড়া এই সব পুরুষের পোষাক-পরিচ্ছদের সহিত নারীদের বহু সায়া-শাড়ি-ব্লাউজও ঐখান হতে বরাবর কাচিয়ে নেওয়া হয়েছে। একজন সাধারণবেশী ছোকরা ভদ্রলোক ঐ দোকানে ঐগুলো দিয়ে যায়, আবার সে-ই সেখান হ'তে ঐ সব পোষাক-পরিচ্ছদ নিয়ে আসে।'

'হুঁ, তাই তো,' প্রণববাবু উত্তর করলেন, 'ভাবছিলাম প্রথমে বড়-বাজারে স্যার মহাতপের বাড়িটার তদন্ত করবো। কিন্তু তিনি এখন এই শহরের একজন প্রভাবশালী ব্যবসায়ী। তাঁর একটি ইঙ্গিতে সোনা-রূপার বাজার হুহু করে জেগে ওঠে। তাঁর ক্ষণিকের ইঙ্গিতে বাজার-দর অপ্রত্যাশিতভাবে নেমে আসে। এ হেন ধনী ব্যক্তির

বাড়িতেও তদন্তলব্ধ তথ্যানুসারে খানাতল্লাস করার প্রয়োজন হতে পারে। যদিও আমরা এই মার্ডার কেস সম্পর্কে বিনা পরোয়ানায় তাঁর বাড়িতে হানা দিতে পারি। কিন্তু তাহলেও এই সকল ধনী মানী ব্যক্তিদের ব্যাপারে একটু সাবধানে কাজ করাই ভালো। আদালত হতে একটি সার্চ ওয়ারেণ্ট কাটিয়ে নেওয়ার প্রয়োজন হবে। এদিকে এখন আবার আদালতও তো বন্ধ হয়ে এল। না, ওঁর ওখানে কাল ধাওয়া করা যাবে'খন। সেই সঙ্গে আমরা হাওড়ার তদন্তও সেরে আসতে পারবো। আজ বৈকালে তা'হলে বারো নম্বর মহীন্দ্র রোড়ে কে বা কারা থাকে তা' দেখে আসা যাক। যত দূর বোঝা যাচ্ছে, ঐ বাড়িটা নিশ্চয় একটা ইনটারেসটিং প্লেস, এঁ্যা! কি বলো? এখন তা'হলে চলো, ওপরে উঠে তাড়াতাড়ি কিছু খেয়ে-দেয়ে নিই। আমাদের গিন্নীরা বোধ হয় এতক্ষণে অগ্নিশর্মা হয়ে অপেক্ষা করছেন।'

বারো নম্বর মহীন্দ্র রোডের বাড়িতে মামলা সম্পর্কে প্রথমেই প্রকাশ্য তদন্ত করা প্রণব ও কনকবাবু কয়েকটি কারণে সমীচীন মনে করেন নি। ডাইংক্লিনিংএর দোকানের রসিদে ঠিকানা লেখা ছিল, 'ডাঃ অনুকূল, C/o. রমা রায়, ১২ মহীন্দ্র রোড'। এখন প্রথমে প্রয়োজন ঐ বাড়িটি কার অধিকারে আছে। ওখানে রমা দেবী নামে কোন মহিলা একা বাস করেন, না ডাঃ অনুকূলবাবুও তাঁর সঙ্গে সেখানে থাকেন এবং তাঁদের পরস্পরের প্রকৃত সম্বন্ধই বা কি? যদি ডাঃ অনুকূলই নিহত হয়ে থাকেন তবে তদন্তের জন্য সরাসরি ঐখানে তারা উপস্থিত হলে ক্ষতি নেই। কিন্তু অনুকূল ডাক্তার নিজেই হত্যাকারী হলে এই দিন তাকে ঐখানে না পেলে তাঁর পাত্তা আর কোনও দিনই পাওয়া যাবে না। মানুষ না পাওয়া গেলে ঐ বাড়ি তল্লাস করে প্রামাণ্য দ্রব্য উদ্ধারও নিরর্থক। এই

ক্ষেত্রে এসব প্রামাণ্য দ্রব্যসমূহের হেপাজতি প্রমাণ করার অসুবিধা আছে। এ'ছাড়া অপরাধীর অনুপস্থিতিতে তার বাড়িতে হানা দেওয়ার অর্থ তাকে পলায়নের সুযোগ প্রদান করা। সকল দিক বিবেচনা করে প্রণব ও কনকবাবু স্থির করেছিলেন যে ছদ্মবেশে এসে তাঁরা গোপন তদন্ত দ্বারা ঐ স্থানের পারিস্থিতি বুঝে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করবেন।

পূর্ব সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তাঁরা নিরীহ নাগরিকের বেশে একটি ছোট প্রাইভেট কারে ঐ বাড়ির নিকট উপস্থিত হলেন। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের সন্দেহ এড়ানোর জন্যে গাড়িটি প্রণববাবু নিজেই চালিয়ে এসেছিলেন। দূরে গাড়িটা রেখে উভয়ে ঐ বাড়িটির দিকে এগিয়ে আসছিলেন। এমন সময় পিছন ফিরে হঠাৎ প্রণববাবু লক্ষ্য করলেন যে দু'জন স্থানীয় বালক চুপি চুপি এগিয়ে এসে গাড়ির পেট্রোল ট্যাঙ্কে বালি ভরে দিল। এদের একজন এতেও খুশি না হয়ে গাড়ির পিছনের চাকায় দুটো লোহার শলাকা ফুটিয়ে পাংচার্ডও করে দিচ্ছিল। উভয়ে পিছু ফিরে বালকদের তাড়া করা মাত্র তারা ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়ে একটা গলির মধ্যে ঢুকে পড়ল। এই একটি ঘটনা হতে তাঁদের বুঝে নিতে দেরি হ'লো না যে, পল্লীতে বাড়িটির সুনাম আছে। এই কারণে আগন্তুকদের এই বাড়িতে এলে এইভাবে মাশুল দিতে হ'য়ে থাকে। ভুল বুঝে তাঁদেরও এরা এইভাবে উত্ত্যক্ত ক'রেছে যাতে তাঁরা এই বাড়িতে কখনও না আসেন।

প্রণব ও কনকবাবু ভাবছিলেন যে মানুষের চরিত্র-সংশোধনে আগ্রহী স্থানীয় বালকদের হাত হতে কিরূপে তাঁদের গাড়িটি রক্ষা করা যাবে। এমন সময় সহসা পিছন হতে একজন ভদ্রলোক অভিনন্দন জানিয়ে বলে উঠলেন, 'আরে প্রণববাবু যে। আরে, কনকবাবুকেও তো দেখছি! কি ব্যাপার, এ বাড়িতে আবার কি?'

গোপন তদন্তে এসে এইভাবে আবিষ্কৃত হয়ে যাবেন তা তাঁদের কল্পনার বাইরে ছিল। একটু বিব্রত অনুভব করে নিম্নস্বরে প্রণব-

বাবু উত্তর দিলেন, 'আরে মাধববাবু! আপনি এখানে? তা বেশ, কিন্তু চুপ দেন, চুপ দেন। আমরা গোপন তদন্তে এসেছি।'

'তাই না কি?' মাধববাবু উত্তর করলেন, 'আছেন বেশ! এমন লম্বা-চওড়া চেহারা, এক মাইল দূর থেকেও দর্শন মেলে। আপনারা এখানে এসেছেন গোপন তদন্তে! কে না চেনে বলুন তো আপনাদের? মাখন বা ছাতাওয়ালার মতন চেহারা হলেও না হয় কথা ছিল। আপনারা কি-ই যে বলেন!'

'বিষয়টি অত্যন্ত গোপন ও জরুরি', অনুযোগ করে এইবার প্রণববাবু বললেন, 'বেশি চেঁচাবেন না আপনি। একটু আস্তে উত্তর দিন। এই বাড়ি কার বলতে পারবেন?'

'কি-ই যে বলেন, বলতে পারবো না, মানে?' মাধববাবু উত্তর করলেন, এই পাড়ার বাসিন্দা আমি। আপনি পর্দা-তারকা রমা দেবীর নাম শোনেন নি? কি-ই যে আপনারা বলেন, সিনেমা-টিনেমা দেখেন না! সব ছেড়ে দিয়েছেন আপনারা? কি-ই যে বলেন আপনি, হেঃ—না গ্রহণ করলেন পাওনা-থোওনা, না খেলেন একটু মিষ্টি শরবত, আর না বুঝলেন এই এদের। স্বর্গে গিয়ে দেখছি আপনি একেবারে একলা পড়ে যাবেন, বন্ধু-বান্ধব আত্মীয়-স্বজন কাউকেই সেখানে দেখতে পাবেন না। এই ভদ্রমহিলা পূর্বে লোক খুব ভালোই ছিলেন, পাড়া-পড়শীদের সঙ্গে ইনি ডেকে কথা কইতেন, পালপার্বণে দান-ধ্যানও তাঁর কিছু ছিল। কিন্তু কিছুদিন হ'লো তিনি সত্য সত্যই পর্দানশীন হয়ে গিয়েছেন। পড়শীদের সঙ্গে মেলামেশা করতে এখন উনি নারাজ। কে এক ডাক্তর এখন স্থায়ী ভাবে জুটে গিয়ে ওঁকে সতী-সাধ্বী করে তুলেছে।'

'ওঃ তাই বলুন', প্রণববাবু মৃদু হেসে উত্তর দিলেন, 'আপত্তি তা'হলে আপনাদের এইখানে? আলাপ করতে হয় তো সকলের সঙ্গে সমানভাবে করুক, অপর সকলকে বঞ্চিত করে আপনাদের এই পল্লীলক্ষ্মীর মাত্র একজনের সঙ্গে এত ভাব কেন? এই জন্যে

বুঝি কেউ ওঁর এখানে এলে পাড়ার ছেলেরা তার গাড়ির টায়ার ফাটিয়ে দেয়? আপনারাও দেখছি তা'হলে আছেন ভালোই। এখন দয়া করে আমাদের গাড়িটা একটু পাহারা দিন, আমি ততক্ষণে আপনাদের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী ডাক্তার বাবুটিকে একবার দেখে আসি।'

বুঝিয়ে-সুঝিয়ে মাধববাবুকে মোটর গাড়ির নিকট পাহারারত রেখে প্রণব ও কনকবাবু রাস্তার ওপারে ১২ নম্বরের বাড়ির গেটের নিকট এসে দেখলেন যে একজন মলিন-বসনা ভদ্র সধবা নারী তিনটি শিশুপুত্র সহ ঐ বাড়িতে ঢুকতে চেষ্টা করছেন। কিন্তু বাড়ির দরোয়ান তাঁর কাতর প্রার্থনা সত্ত্বেও তাঁকে সেখানে ঢুকতে দিতে নারাজ। দুয়ারের নিকটে একটি তৃতীয় শ্রেণীর ঘোড়ার গাড়ি দাঁড়িয়ে। বোধ হয় এই ভাড়া-গাড়িতে তাঁরা এসে থাকবেন। গাড়ির ভিতর থেকে একজন টিকিধারী বৃদ্ধ মাঝে মাঝে উঁকি দিয়ে বাইরের অবস্থা বুঝতে চেষ্টা করছিলেন। কিন্তু শুচিতাহানির ভয়ে তিনি মহিলাটিকে অনুসরণ করে নেমে আসতে অপারগ। যতো দূর বোঝা যায় বাড়িটির স্বরূপ জেনে-শুনেই তাঁরা সেখানে এসেছেন। প্রণববাবুকে দেখামাত্র ভদ্রমহিলা চমকে উঠে তীব্রভাবে তাঁর দিকে চেয়ে রইলেন, চোখের পাতা যেন তাঁর একটিবারও আর পড়ে না। প্রণববাবু যেন তাঁর কতো আপনার, কতো-যুগ ধরে যেন উভয়ের পরিচয়। তবুও মহিলাটি যেন প্রণববাবুকে চিনেও চিনে উঠতে পারছেন না। অপ্রত্যাশিতভাবে অপ্রত্যাশিত স্থানে সুপরিচিত বা আত্মীয় ব্যক্তিকেও দেখলে তাকে সহজে চেনা যায় না। এর মধ্যে অবশ্য বৈচিত্র্য বিশেষ কিছু নেই। কিন্তু এই অজানা অচেনা মহিলা মাত্র প্রণববাবুর প্রতি এইরূপভাবে চেয়ে আছেন কেন? এদিকে প্রণববাবুও ঠিক অমনি করেই মহিলাটির দিকে চেয়ে থেকে তাঁকে বুঝতে চেষ্টা করছিলেন। তাঁর মনের একটা বিচ্ছিন্ন অংশ ততক্ষণে তাঁকে ঠেলে নিয়ে গিয়েছে এক সুদূর পল্লীগ্রামে। তাঁর

সংযত সুস্থির মন আলোড়িত করে উদ্ভাসিত হয়ে উঠছিল বিশ বৎসরের পূর্বেকার বিস্মৃতপ্রায় কয়েকটি ঘটনা। কিন্তু তাই বা কি করে সম্ভব হতে পারে? একদা তাঁর বাগ্‌দত্তা হলেও তার তো বহুদিন অন্যত্র ভালো ঘরে বিবাহ হয়ে গিয়েছে। তাঁর শৈশবের খেলার সাথী এতদিন পরে এমন সময় এমন স্থানে কি করে উপস্থিত হতে পারবে? বিগত দিনের যৌবনশ্রী ও রূপলাবণ্য ভদ্রমহিলা বহু দিন হারিয়ে ফেলেছেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও প্রণববাবুর তাঁকে চিনতে বাকী থাকে নি। প্রণববাবু একবার মনে মনে তাঁর বিশ বৎসর পুর্বেকার দেখা এক বালিকার সুমিষ্ট চেহারার সঙ্গে মহিলাটির বর্তমান আকৃতি ক্ষুণ্ণ মনে মিলিয়ে নিলেন। তাঁর মনে হ'লো, 'সে কতো তফাত কিন্তু তবুও চেনা যায়'। এর পর অস্ফুট স্বরে প্রণববাবুর মুখ হতে বার হয়ে এল, 'কে? সুষি, সুষমা? তু-তুমি!'

প্রণববাবু তাঁর মনের পথে পিছিয়ে পিছিয়ে এতক্ষণে তাঁর বিগত জীবনের একটি সকরুণ অধ্যায় উদ্‌ঘাটিত করে ফেলেছেন। কৈশোরে বহুবার তিনি শুনেছিলেন তাঁর শৈশবের খেলার সাথীর সঙ্গেই তাঁর চিরদিনের মতো মিলনের ব্যবস্থা হচ্ছে। কিন্তু এক মহাকাল রাত্রে তাঁর চোখের সমুখেই তাঁর সকল সুখস্বপ্ন বিচূর্ণ করে সুষমার এক ডাক্তার পাত্রের সঙ্গে বিবাহ হয়ে গেল। অপর সকলের ন্যায় তিনিও সেই দিন বিবাহ উৎসবে সমানভাবে যোগ দিয়েছিলেন, কিন্তু তা তিনি করেছিলেন অসহনীয় বিয়োগ-ব্যথা তাঁর বক্ষে সংগোপনে চেপে রেখে। এর পর বিদায়কালে সুষমার প্রণাম গ্রহণ করে তাকে আশীর্বাদ করে তার স্বামীর হাত দুটো চেপে ধরে রুদ্ধ স্বরে প্রণববাবু বলেছিলেন, 'আচ্ছা স্যাঙাত, আজ হোক কাল হোক একদিন না একদিন আবার আমাদের দেখা হবে। এরপর বিবাহ বাসর ত্যাগ করে তিনি পালিয়ে গিয়েছিলেন বহু দূরে মাঠের পথে। সেখানে একটা হেলানো গাছে হেলান দিয়ে তিনি লক্ষ্য করেছিলেন যে বর-কনেকে নিয়ে একটি পাল্কি পথের বাঁকে অদৃশ্য

হয়ে গেল। এর পরই তিনি সেই গ্রাম ছেড়ে চলে আসেন। এর পর আর কোনও দিনই তিনি মধ্যযুগীয় কোনও সম্রাট হতেন তাহলে নিশ্চয়ই তিনি অচিরে দশ সহস্র অশ্বারোহী সহ সুষমার উদ্ধারার্থে যাত্রা করতেন। তার পর অতি দ্রুত জীবনের পথে তিনি বিশটি বৎসর এগিয়ে গেছেন। সুষমার স্মৃতি বহু দিন তাঁর মন হতে অন্তর্হিত হয়ে গিয়েছে। এত দিন চেষ্টা করে তিনি তার মুখ মনে আনতে পারেন নি। কিন্তু আজ এতদিন পর তাঁর এই চিত্ত-বিভ্রম কেন?

মহিলাটিরও এতক্ষণে যা কিছু সন্দেহ ও শঙ্কা তা, দূর হয়ে গিয়েছে। তিনি এইবার প্রণববাবুর পায়ের উপর আছাড় খেয়ে পড়ে বলে উঠলেন, 'হ্যাঁ, প্রণবদা, আমি তোমাদের সুষুই। কিন্তু তোমাকে এমনভাবে এখানে দেখতে পাবো তা আমি স্বপ্নেও ভাবি নি। কতোবার যে এই জন্যে ঈশ্বরকে আমি ডেকেছি, গ্রাম হতে বার হবার পূর্বে কেঁদে তাঁর কাছে প্রার্থনা করে বলেছি, 'হে প্রভু, শুনেছি, প্রণবদা কলকাতাতেই কোথায় কি কাজ করে, তার সঙ্গে তুমি পথে-ঘাটে কোথায়ও দেখা করিয়ে দিও। আজ এই প্রথম বুঝতে পারছি প্রণবদা, তুমি একদিন সত্য সত্যই আমাকে স্নেহ করতে, তা না হলে এমন অপ্রত্যাশিতরূপে তুমি এখানে এসে উপস্থিত হবে কেন? আজ যে তোমাকে আমার বড্ড প্রয়োজন, তবুও মনে হয় যে বড্ড নির্লজ্জ আমি. তাই অপরাধী হয়েও তোমার কাছেই সাহায্য চাইছি।'

কনকবাবু এতক্ষণ হতভম্ব হয়ে এই অত্যদ্ভুত দৃশ্য লক্ষ্য করছিলেন এইরূপ অপ্রত্যাশিত ঘটনা তাঁর বোধগম্যের বাইরে ছিল। তদন্ত করতে এসে তাঁদের বড়োবাবু এ কি বিভ্রাটে পড়ে গেলেন! সলজ্জ দৃষ্টিতে প্রণববাবু কনকবাবুর দিকে একবার চেয়ে দেখলেন। তিনি এক উর্ধ্বতন কর্মচারী বিধায় কনক হয়ত ভিতরের কথা কোন দিনই জানতে চাইবে না। এই জন্য তাকে এই সম্পর্কে কোনও কল্পনা

করে নেবার অবসর না দিয়ে তাঁরই উচিত হবে তাকে সব কথা বুঝিয়ে বলা! কিন্তু এরূপ আলাপ-আলোচনার এ প্রকৃষ্ট স্থান ও সময়ও নয়। এই জন্য একটু বিব্রত হয়ে 'কিন্তু কিন্তু' করে করে প্রণববাবু মহিলাটিকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আচ্ছা, আচ্ছা, শুনব 'খন সব কথা। এখন বলো, এ বাড়িতে এসেছ কেন? বরং চলো এখন আমাদের বাসাতে। 'না না, না প্রণবদা, তা' আর কিছুতেই হয় না', চোখের জল মুছতে মুছতে মহিলাটি উত্তর কবলেন 'ঠাকুরের কাছে আমি প্রতিজ্ঞা করে বেরিয়েছি, আমার স্বামীকে এই বাড়ির ডাকিনীর খপ্পর হতে উদ্ধাব করে তবে আমি বাড়ি ফিরব। তুমি না একদিন বলেছিলে প্রণবদা যে আমি তোমাকে ত্যাগ করলেও তুমি আমাকে ত্যাগ করবে না? মনে আছে প্রণবদা সেইদিনকার কথা? তুমি আমাকে সেইদিন বলেছিলে, নাই বা হ'লো আমাদের বিয়ে। তাতে হয়েছেই বা কি? যদি কোনও দিন তোর আমাকে প্রয়োজন হয় তা'হলে আমাকে স্মরণ করিস। আজ শুধু আমি এই চাই, তুমি দয়া করে ঐ ডাকিনীর কাছে আমাকে একবার পৌঁছিয়ে দাও। যে আমার দেবতা স্বামীকে মন্ত্রমুগ্ধ করে মোহিত করে রেখেছে, তার সঙ্গে আজ নিজে আমি বোঝাপড়া করবো। তার কাছে আমি আমার পতি-দেবতাকে ভিক্ষা চাইব। অপারগ হলে এইখানে আমি দেহরক্ষা করে যাবো! গাড়িতে আমার বাবা বসে রয়েছেন। এর মধ্যে এই ক'বছরে আমাদের যা-কিছু ঘটেছে তা' উনিই তোমাকে খুলে বলবেন!'

এতক্ষণে প্রণববাবু তাঁর দুর্বলতা পরিহার করে আপন সংবিৎ ফিরে পেয়েছেন। বাল্যকালের শেষ স্মৃতিটুকুও সুদূর পল্লীতে পরিত্যাগ করে কবে তিনি শহরে এসে এখানকার স্থায়ী বাসিন্দায় পরিণত হয়েছেন। কখনও তাঁর মাতুলদের সেই পল্লীবাড়িতে পুনরাগমন করার চিন্তাও কখনও তিনি করেন নি। এতদিনে তিনি তাঁর পূর্ব অভ্যাস ও চিন্তাধারার আমূল পরিবর্তন ঘটিয়েছেন। তাঁর

পূর্বতন মন তিনি বহুদিন পূর্বেই হারিয়ে ফেলেছেন। কলকাতায় আজকে তিনি একজন পদস্থ রাজপুরুষ। এখন তিনি একজন সম্পূর্ণ ভিন্ন রুচির মানুষ। প্রকৃতিস্থ হয়ে তিনি বারে বারে মহিলাটির প্রায়-বিগত-যৌবন দেহের প্রতি চেয়ে দেখলেন। কিন্তু সেখানে তাঁর বিশ বৎসরের পূর্বেকার দেখা সুষমাব কোনও সাদৃশ্য বা চিহ্ন খুঁজে পেলেন না। তাঁর মনে হতে থাকে যে সেদিনকার সেই সুষমা বুঝি এখনও সেই পল্লীবাড়িতেই আছে। এ তার কায়া নয়, এ তার ছায়া মাত্র। প্রণববাবু তার গলার স্বর চিনতে পারলেও তাতে তাঁর পূর্বতন সুপরিচিত সুরের সন্ধান তিনি আজ আর পেলেন না। এদিকে মধ্যবর্তী বৎসর কয়টির মূল্যও তাঁর কাছে কম ছিল না। নিমিষে মহিলাটিকে দূরে সরিয়ে তাঁর মনে প্রস্ফুটিত হয়ে উঠল থানার কোয়ার্টারে অপেক্ষমান তাঁর প্রিয়তমা স্ত্রীর মুখ। কিন্তু তবুও তাঁর মনে হ'লো যে এই মহিলাটির প্রতিও তাঁর কিছু কর্তব্য আছে। এই মহিলাটির তাঁর কাছে যে একেবারে কোনও দাবি-দাওয়া নেই তা'ও নয়। তাঁর মনে হ'লো যে পূর্বতন দিনের সেই সুষমার খাতিরেও আজিকার সুষমাকে তাঁর কিছু সাহায্য করা উচিত হবে। প্রণববাবু মহিলাটির মধ্যে সুষমাকে না পেলেও তার ধ্বংসাবশেষে দেখতে পাচ্ছিলেন। অসহনীয় দোদুল্যমান চিত্তে ঘোড়ার গাড়িতে উপবিষ্ট টিকিধারী আরোহীর প্রতি তিনি এইবার চেয়ে দেখলেন। ততক্ষণে ঐ ঘোড়ার গাড়িতে উপবিষ্ট সুষমারাণীর পিতারও দৃষ্টি প্রণববাবুর প্রতি প্রসারিত হয়েছিল। তাড়াতাড়ি তিনি এইবার গাড়ি হতে নেমে এসে বলে উঠলেন, 'আরে, প্রণব বাবা যে! তুমি এখানে এসে গেছো! যাক, ভগবান তা'হলে আছেন। তোমাকে দেখলে লজ্জিত হয়ে পড়ি, বাবা। কি আর বলবো, সবই আমার মেয়ের অদৃষ্ট! আমার তো, বাবা, মত ছিল ওকে তোমার হাতেই সঁপে দিই। কিন্তু আমাদের ছোটকর্তা যে তাতে বাদ সাধলেন। তিনি বললেন যে আমরা সাতপুরুষের

কুলীন হয়ে ভঙ্গের বংশে মেয়ে দিই কি করে? তা'ছাড়া তোমার অপেক্ষা অনেক বেশী পাস করা ডাক্তারী পড়া কতো ভালো পাত্র ভগবৎ কৃপায় পেয়ে গেলাম। অন্য মত আমিই বা করি কি করে বলো। তোমার মনে আমি নিদারুণ দুঃখ দিয়েছি বলে আমার মেয়েরও কপাল ভেঙেছে। এমন সুন্দর ডাক্তার ছেলের হাতে তাকে সর্বস্ব খুইয়ে দিলাম। ক'বছর ওরা তো সুখে-শান্তিতেই ঘর-সংসার করেছে। বৌকে দেশের বাড়িতে রেখে কলকাতায় ডাক্তারী করলেও জামাই প্রতি শনিবার বাড়ি এসে দু'দিন করে থেকে গিয়েছে। এ ছাড়া আমাদের এই সোনার জামাই স্কলারশিপ পেয়ে বিলেত পর্যন্ত ঘুরে এল। কত যে তার নামডাক! সরকারী চাকুরী পর্যন্ত সে নিলে না। এমনি ছিল তার দেমাক! এত দিন তো আমার মেয়ের কোনও দুঃখই ছিল না। কিন্তু এই তিন বৎসর হ'লো সে আর তার ছেলে-বৌএর একরকম কোনও সংবাদই নেয় না। দৈবাৎ দুই-একদিন আসে ও তার পর আবার কোথায় উধাও হয়ে চলে যায়। এত দিন পর সুষমা কোথা হতে খবর পেয়েছে যে, এইখানে এক কুলটা নারীর সঙ্গে সে বসবাস করে। বহু কান্নাকাটি করে সে আমাকে এইখানে এনেছে নিজে তার স্বামীকে ফিরিয়ে আনতে। তা বাবা, তুমি এতো দিনে নিশ্চয়ই এখানে ভালো কাজকর্মই করছো। বিশ বৎসর তোমার সঙ্গে দেখা না হলেও আমি বাবা এখনও তোমার নামে একশো দশটি করে তুলসী-পত্র নিয়মিতভাবে প্রদান করে থাকি।'

রাজনীতির ন্যায় ধর্ম-সংক্রান্ত ব্যাপারেও জনসমাজে মিথ্যা বলার রীতি আজও পর্যন্ত প্রচলিত আছে। যাঁরা সোজাভাবে তুলসীপত্র দেন তাঁরা বিরূপ হলে উল্টো তুলসীও দিতে পারেন। এই কারণে ভদ্রলোকের আপ্যায়িতে প্রণববাবু মুখে কোনও প্রতিবাদ জানালেন না। তিনি একটু মৃদু হেসে নিজের প্রকৃত মনোভাব ব্যক্ত করলেন মাত্র। এরপর কনকবাবুকে উদ্দেশ করে তিনি বললেন,

'কনক, তুমি এখন একটু বাইরে অপেক্ষা করো। তোমাকে তো দেশসুদ্ধ লোক চেনে। এই বিষয়ে আমা অপেক্ষা তোমার অবস্থা আরও কহিল। এখন এই মহিলাটিকে নিয়ে আমি একবার বাড়ির ভিতর গিয়ে রমা দেবীর সঙ্গে দেখা করে আসি। এই উপলক্ষে আমাদের মামলা সংক্রান্ত কাজও অতি সহজে সমাধা করা যাবে। গোপন তদন্তের কাজে এমন সুবর্ণ সুযোগ সাধারণত পাওয়া যায় না।'

প্রণববাবু সুষমা দেবীর সঙ্গে তাঁর আত্মীয় পরিচয়ে এ বাড়িতে প্রবেশ করে রমা দেবীর সঙ্গে আলাপ করতে চাইলেন। দুয়ারের দরোয়ানের এতক্ষণে ধারণা হয়েছিল যে তাঁরা সিনেমা সংক্রান্ত ব্যাপারে তার কর্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে চান। তাই প্রণববাবুর অনুরোধে সে তাঁদের রমা দেবীর ড্রইংরুম পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দিলে।

রমা দেবী সত্য সত্যই একজন ভিন্ন প্রকৃতির অদ্ভুতচরিত্রা নারী ছিলেন। বহু ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে জীবন-সংগ্রামে জয়ী হয়ে তিনি সোনা হয়ে বার হয়ে এসেছেন। এই সোনা প্রতিটি বাজারে না চললেও সোনা সব সময়েই সোনা। মেজে-ঘষে দেখলেই তা বোঝা যায়। সুষমা দেবী তাঁকে দেখা মাত্র তাঁর পায়ে আছড়ে পড়ে তাঁর স্বামীকে ভিক্ষা চাইবা মাত্র তিনি তাঁকে হাত ধরে উঠিয়ে পদধূলি নিয়ে বললেন, 'ও কি করছেন দিদি, শীঘ্র উঠে পড়ুন আপনি। পাপী তো আমি আছিই। এতে আমার পাপ যে আরও বেড়ে যাবে। কিন্তু তিনি তো আমাকে একদিনও বলেন নি যে তিনি বিবাহিত বা তাঁর স্ত্রী-পুত্র আছে! ছিঃ ছিঃ। এ কথা জানলে তাঁকে আমি কোন দিনও আমার এখানে স্থান দিতাম না। আমিও যে তাঁকে কতো ভালবাসি দিদি, তা আপনি কল্পনাও করতে পারবেন না। কিন্তু তবুও আপনার ও আপনার পুত্রদের দিকে চেয়ে আমি আর একটুক্ষণের জন্যও তাঁর মুখদর্শন করবো না। এ বাড়িতে তাঁকে আমি আর একটি দিনও ঢুকতে দেবো না। এ বাড়ির দুয়ার তাঁর

কাছে চিরদিনের জন্য বদ্ধ থাকবে। কিন্তু আমি যে আমার কি জিনিস আপনাকে ফিরিয়ে দিচ্ছি তা' আপনি বুঝতে পারবেন না। তাঁকে যেন আর একটি দিনের জন্যও আপনি হেলায় হারিয়ে না ফেলেন।'

মুগ্ধ হয়ে প্রণববাবু ও সুষমা দেবী চেয়ে দেখলেন রমা দেবীর চোখ হতে দরদর ধারায় জল ঝরে পড়ছে। আঁচল দিয়ে চোখের জল মুছে রমা দেবী তাঁর শোবার ঘরে চলে গেলেন এবং তার পর হাজার টাকার একটি নোটের তাড়া এনে সুষমা দেবীর হাতে তা' গুঁজে দিয়ে বললেন, 'এটা আপনাকে ও আপনার পুত্রদের দিলাম। দেড় মণ চালও লোকেরা আপনার গাড়িতে তুলে দেবে। দয়া করে আমার এই ভক্তি-অর্ঘ্য আপনি গ্রহণ করুন। এই সামান্য দান আপনাকে নিতেই হবে দিদি। এ ছাড়া যখনই আপনার যত টাকা প্রয়োজন হবে, আমাকে লিখলেই তখুনি তা আপনাকে আমি পাঠিয়ে দেবো। অনুকূল ডাক্তারকে এতক্ষণ তাঁর ডিসপেন্সারি বাড়িতে ২০নং টেরিফ রোড়ে আপনারা পেতে পারেন। এখুনি সেখানে গিয়ে তাঁকে আপনারা পাকড়াও করে বাড়ি নিয়ে যান।'

চলচ্চিত্র-তারকা কুলটা নারী রমা দেবীর এইরূপ অচিন্তনীয় ও অপ্রত্যাশিত ব্যবহারে সুষমা দেবী ও প্রণববাবু এমনিই হতভম্ব হয়েছিলেন যে তাঁদের বাকস্ফুরণ পর্যন্ত হচ্ছিল না। তাঁরা উভয়েই ভাবছিলেন কিরূপে রমা দেবীকে তাঁরা সান্ত্বনা দান করবেন, তাঁকে তাঁর প্রকৃত মর্যাদা তাঁরা কিরূপে প্রদান করবেন। এমন সময় সেইখানে একটি পত্রসহ এক ভদ্রলোক এসে রমা দেবীকে বললেন, 'এই নিন ডাক্তার সাহেবের চিঠি, আপনাকে তিনি এখুনি আমার সঙ্গে তাঁর ডিস্‌পেন্সারি-বাড়িতে যেতে বলেছেন। একটা এক্সিডেণ্টে তাঁর কপালে দারুণ আঘাত লেগেছে। আর দেরি করবেন না, শীঘ্র আপনি আমার সঙ্গে চলুন।'

'এ্যাঁ, এক্সিডেণ্ট! কি করে হ'লো?' কাতরভাবে রমা দেবী জিজ্ঞেস করলেন। তার পর চেষ্টা দ্বারা আত্মসংবরণ করে বললেন,

'ওঃ, তাই না কি? তা বেশ হয়েছে। এখানে ওঁর স্ত্রী-পুত্র এসেছেন, এঁদেরই ওখানে নিয়ে যাও। এঁরা ওঁর সেবা-যত্ন শুশ্রূষা করবেন। তা' যা হয়েছে ভালোই হয়েছে, একটা এক্সিডেণ্টের ওঁর প্রয়োজনও ছিল। ওঁকে বলে দেবেন আপনি যে ওঁর সঙ্গে আমার আর কোনও সম্পর্ক নেই। এই বাড়িতে যেন আর তিনি একদিনও না আসেন। যদি তিনি এখানে আসেন তা'হলে আমি তাঁকে অপমান করে তাড়িয়ে দেবো।'

'সে আবার কি? ডাক্তারবাবুর স্ত্রী-পুত্র, এঁ্যা? তাঁরা এখানে?' আগন্তুক ভদ্রলোক প্রমাদগুণে জিজ্ঞেস করলেন, 'তা হলে আপনি তাঁর ওখানে আজ আর যাচ্ছেন না?'

'না না না না,' ঝঙ্কার দিয়ে উঠে রমা দেবী বললেন, 'শুধু আজ কেন? কোন দিনই আর নয়। এই রকম একজন লম্পট পুরুষের আমি মুখদর্শন করতেও লজ্জা বোধ করি। সঙ্গে আপনার গাড়ি আছে তো? নিয়ে যান এঁদের ওঁর ওখানে এখুনি—'

প্রণববাবু ভাবছিলেন যে এই আগন্তুক ভদ্রলোক আবার কে? তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাঁর দিকে তিনি তাকিয়ে দেখতেই ভদ্রলোক এক লাফে কিছুটা দূর পিছিয়ে এলেন এবং তারপর ঊর্ধ্বশ্বাসে তিনি বাড়ি হতে বার হয়ে গেলেন। প্রণববাবুর বুঝতে বাকী রইল না যে, আগন্তুক তাঁকে পুলিস বলে চিনতে পেরেছে। প্রণববাবুও আর ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করে 'চোর চোর' বলতে বলতে তাঁর পিছু ধাওয়া করে ছুটে চললেন। চোর চোর বলে কারো পিছনে কেউ ধাবিত হলে জনসাধারণের আশু কর্তব্য সম্বন্ধে অধিক ব্যাখ্যার প্রয়োজন হয় না। প্রণববাবুর এই উচ্চনাদ বাইরে অপেক্ষমান কনকবাবুরও কর্ণগোচর হয়েছিল। আগন্তুক ভদ্রলোক বাড়ির বার হয়ে আসা মাত্র, বহির্দেশে অপেক্ষমান কনকবাবু ছুটে এসে তাঁকে জড়িয়ে ধরলেন। কিন্তু পলায়মান ভদ্রলোক বোধ হয় কনকবাবু অপেক্ষা শক্তিশালী ছিলেন। তিনি ঝট্‌কান দিয়ে কনকবাবুকে উল্টে ফেলে দিয়ে দূরে

দাঁড়ানো বেবি মোটরকারে উঠে স্টার্ট দিয়ে দিলেন। ইতিমধ্যে প্রণববাবুও বাইরে রাজপথে এসে উপস্থিত হয়েছেন। উভয়ে তাঁর পিছু-পিছু ধাওয়া করা মাত্র ভদ্রলোক পকেট হতে একটি পিস্তল বার করে মুহুর্মুহুঃ গুলিবর্ষণ করতে করতে দ্রুত মোটর চালিয়ে ঐ স্থান পরিত্যাগ করে এঁকে-বেঁকে উত্তর দিকে চলে গেলেন। রাজপথে এতক্ষণে বহু স্থানীয় লোক ও পথচারী জমা হ'য়ে পড়েছে। গুলিবর্ষণের মুখে পিছিয়ে এসে পরিশেষে তাঁরা প্রণব ও কনকবাবুকেই উৎসুক চিত্তে ঘেরাও করে দাঁড়িয়ে পড়ল।

কোনও প্রকারে ভিড়ের মধ্য হতে বার হয়ে এসে প্রণববাবু বললেন, 'কি হে কনক, তুমি লোকটাকে আটকে রাখতে পারলে না? সঙ্গে পিস্তল রাখো নি তো? কতো বার বলেছি যে পিস্তল না নিয়ে বেরিও না; জানো না যে আমাদের পদে পদে শত্রু?'

'আমি কি করবো বলুন', কনকবাবু উত্তর করলেন, 'মাধববাবু ঠায় গাড়ির কাছে দাঁড়িয়ে রইলেন, ভয়ে তিনি এদিকে একবার এগুলেনও না। আমাদের গাড়িটার টায়ার ওদিকে পাড়ার ছেলেরা পাংচার্ড করে দিয়েছে। গাড়ি নিয়ে ওর গাড়ির পিছন পিছন ধাওয়া করবারও উপায় ছিল না। তবে ওর মোটর গাড়িটার নম্বর আমি টুকে নিয়েছি। ওটা প্রকৃতপক্ষে একটা বেবি ট্যাক্সি, ওর নম্বর হচ্ছে B L T, 4444।'

'এ্যাঁ, বলো কি?' প্রণববাবু উত্তর দিলেন, 'এই নম্বরের ট্যাক্সি সম্পর্কে তো বহুবার বহু কথা শোনা গেছে। কিন্তু ঐ নম্বরের গাড়ি রেজিস্টার্ডই হয় নি। শহরে ও পল্লী অঞ্চলে কোনও ডাকাতি বা রাহাজানি হলে প্রত্যক্ষদর্শীরা এই ট্যাক্সি নম্বরের কথাই বলে থাকে। কিন্তু এই নম্বরের কোনও ট্যাক্সিই নেই। লোকটাকে ধরতে পারলে তো একসঙ্গে এই প্রদেশের বহু অমীমাংসিত মামলার কিনারা হয়ে যেতো।'

অদূরে দাঁড়িয়ে মাধববাবু এতক্ষণ এই ঘটনার পর ভয়ে ঠক-ঠক

করে কাঁপছিলেন। বিরক্ত হয়ে মৃদু ভর্ৎসনার সঙ্গে প্রণববাবু এইবার তাঁকে বললেন, 'কি মশাই, কনককে একটুও সাহায্য করলেন না? দস্যু লোকটা আপনার চোখের সামনে পালিয়ে গেল?'

'আজ্ঞে, এঁ্যা! বলেন কি আপনি মশাই', এগিয়ে এসে মাধববাবু উত্তর দিলেন, 'আমার বাড়িতে স্ত্রী-পুত্র আছে, আমরা কি সব বেওয়ারিশ লোক নাকি? তা ছাড়া আমরা বেতনভোগী পুলিসও নয়। আরে বাপ্‌স। ওই সব কি আমাদের কাজ না কি?'

'না, তা আপনাদের কাজ হবে কেন?' মুখ বিকৃত করে প্রণববাবু বললেন, 'যা বলেছেন, তা তো সত্যিই! আপনাদের কি এই কাজ? আপনাদের কাজ শুধু ভদ্রলোকদের মোটরকারের টায়ার পাংচার্ড করে দেওয়া, অপরাধ নির্ণয় ও নিরোধ সম্পর্কীয় যা কিছু দায়িত্ব তা' পুলিসের। জনসাধারণের এতে কোনও দায়িত্বই নেই। আপনাদের এই যতো সব, হেঃ।'

রাজপথে অধিক বিলম্ব না করে প্রণব ও কনকবাবু রমা দেবীর বাড়িতে পুনঃপ্রবেশ করে দেখলেন যে রমা দেবী অলিন্দের উপর বেরিয়ে এসে সেইখানে নিশ্চল মূর্তির ন্যায় স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। বাইরের ঘটনা বুঝতে না পারলেও তিনি তা অনুমান করতে পেরেছিলেন। কনক ও প্রণববাবু ভিতরে আসা মাত্র তিনি বলে উঠলেন, 'ওঃ, আপনারা তা হলে পুলিস? কিন্তু এ কথা আমাকে পূর্বাহ্ণেই বলা উচিত ছিল। আরে এই যে কনকবাবু যে, আমাকে কি চিনতে পারছেন?'

'কনকবাবুকে চেনেন না কি আপনি?' আশ্চর্য হয়ে প্রণববাবু বললেন, 'কনককে দেখছি শহরের অর্ধেকের উপর লোক চেনে।'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, উনি আমাকে ভালরূপেই চেনেন', রমা দেবী তাঁর স্বভাব সুলভ গাম্ভীর্যের সঙ্গে উত্তর করলেন, 'কিন্তু এত দিন আমাকে উনি একজন সিনেমার নটী রূপে চিনতেন না, এই যা। এতক্ষণে বোধ হয় উনি আমার প্রকৃত পরিচয় পেয়ে মনে বেশ একটু শকও

পেলেন। হয়তো উনি এও ভাবছেন যে আমি একজন বদ্‌লোকের উপপত্নী ছাড়া আর কিছুই না। ওঁর স্ত্রী একদিন আমার এক অন্তরঙ্গ বান্ধবী ছিলেন। কিন্তু বেচারা এখনও জানে না যে আমার ভিতরে যা কিছু ভালো ছিল তার সবই আমি হারিয়ে ফেলেছি।'

বার দুই চোখ রগড়ে কনকবাবু রমা দেবীর দিকে চেয়ে দেখে বুঝলেন যে ইতিপূর্বে তিনি দুই বার ভদ্রমহিলাকে দেখেছিলেন তো বটে! দুই বারই তাঁর সঙ্গে তাঁদের সাহেবপাড়ার ইংরাজি সিনেমা-হলে দেখা হয়েছে। কনকবাবুর স্ত্রী তাঁকে চিনতে পেরে আপন স্বামীর সঙ্গে সাগ্রহে তাঁর আলাপ করিয়ে দিয়েছিলেন। একই স্কুলে নাকি তাঁরা উভয়ে বহুদিন যাবৎ একত্রে লেখাপড়া শিক্ষা করেছিলেন। উভয়ের আলাপ হতে তিনি বুঝেছিলেন যে, বহুদিন পরে উভয় বান্ধবীর সহসা সেখানে দেখা হয়ে গিয়েছে। এই দিন কনকবাবু পরিষ্কাররূপে বুঝতে পারলেন যে, কেন কোন দিনই ভদ্রমহিলা তাঁর বাড়ির ঠিকানা তাঁদের বলতে রাজি হন নি। কনক-বাবু বিস্মিত হয়ে শুধু তাঁর দিকে চেয়ে রইলেন, তাঁর একটি কথারও তিনি কোন উত্তর দিলেন না। কিন্তু এগিয়ে এসে তাঁর কথার উত্তর দিলেন প্রণববাবু। তিনি সপ্রতিভভাবে উত্তর করলেন, 'কি বলছেন আপনি রমা দেবী! আপনার মধ্যে যা' ভালো কোনও অবস্থাতেই তা' আপনি হারান নি। একটু আগেই আমরা তার প্রমাণ অক্ষরে অক্ষরে পেয়েছি। এ' কথা যারা জানবে না, তাঁরা তা' মানবে না। কিন্তু আমরা তা' জানি বলে আমরা তা সকল সময়ই মানবো। আপনার মতো সহৃদয়া একজনকে ভগিনীরূপে পেলে আমরা নিজেদের সৌভাগ্যবান মনে করবো।'

'যদি সত্যই আপনি তা' মনে করেন', অনুনয় করে রমা দেবী বললেন, 'তা'হলে আমি আশা করবো যে আপনাদের হাতে অনুকূল ডাক্তারের কোনও ক্ষতি হবে না। তবে সত্যিকারের ক্ষতি তার অনেক আগে হয়ে গিয়েছে। তাঁর যে সব সাঙ্গোপাঙ্গ আমার

চোখে পড়েছে, তাদের আমার একেবারেই ভালো লোক বলে মনে হয় নি। ডাক্তারবাবুর স্ত্রী ও তাঁর পিতা খুব সম্ভব আমার বাড়িতে অন্ন-জল গ্রহণ করবেন না। তাঁদের জন্য আমি লেমনেড এবং ফল ও মিষ্টি যোগাড় করে দিচ্ছি। ওঁদের আমি গাড়ি ডেকে স্টেশনে সময় মত পাঠিয়ে দেবো'খন। আপনারা দয়া করে ওঁর ডিসপেন্সারিতে গিয়ে দেখুন ওঁর কি হয়েছে? ওঁর সাথীদের দ্বারাই ওঁর ক্ষতি হওয়া একেবারেই অসম্ভব নয়।'

ঘটনা-বিপর্যয়ের মধ্যে পড়ে হত্যাকাণ্ডটি প্রণববাবু প্রায় বিস্মৃত হয়ে গিয়েছিলেন। এইবার আত্মস্থ হয়ে তিনি বলে উঠলেন, হ্যাঁ, সেখানে এখুনি যাবো আমরা। কিন্তু তার আগে একটা প্রশ্ন আমি আপনাকে করবো। নীহাররঞ্জন পাল বলে কাউকে জানেন আপনি?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, তা' জানি বই কি', রমা দেবী সপ্রতিভভাবে উত্তর করলেন, 'যে লোকটি একটু আগে আপনাদের দেখে পালিয়ে গেল, তিনি অনুকূলবাবুর হাসপাতালের সহকারী ডাক্তার অমল রাহা। শুনেছি নীহাররঞ্জন পাল ওঁরই একজন বাল্যবন্ধু ও সহপাঠী। ওঁদের দু'জনার নিজ বাড়ি হাওড়ার কোনও এক জায়গায়। কিন্তু ওঁদের দুজনের একজনও যে লোক সুবিধে তা আমার মনে হ'লো না। উভয়ে একটি অনূঢ়া কন্যাসহ পনেরো দিন পূর্বে এসে আমার বাড়িতে কয়েক দিনের জন্য আশ্রয় ভিক্ষা করেছিলেন। কিন্তু এরূপ অসামাজিক ব্যাপারে সাহায্য করতে আমি রাজি হই নি। কিন্তু আপনারা আর একটুও দেরি করবেন না। দেরি করলে ওদের কাউকেই আর সেখানে আপনারা নাও পেতে পারেন।'

রমা দেবীর এবংবিধ ভাষণের মধ্যে যথেষ্ট যুক্তি ছিল। তা ছাড়া অনুকূল রায়ের ডিসপেন্সারি-বাড়িতে মূল খুন সম্পর্কে তদন্ত করারও আশু প্রয়োজন। রমা দেবী ও সুষমা দেবীকে শুভেচ্ছা জানিয়ে তাঁদের নিকট হতে সাময়িকভাবে বিদায় নিয়ে তাঁরা সেখান হতে ত্বরায় বার হয়ে এলেন এবং তার পর অধিক বিপদের আর ঝুঁকি না

না নিয়ে স্থানীয় কোতোয়ালীতে উপস্থিত হয়ে সেখান থেকে অফিসার ও বহু সশস্ত্র সান্ত্রী সহ ত্বরিত গতিতে অনুকূল ডাক্তারের ডিসপেন্সারি-বাড়িতে এসে পৌঁছলেন। ডিসপেন্সারি-বাড়িটি খুঁজে পেতে তাঁদের একটুও দেরি হয় নি। তাড়াতাড়ি বাড়িটি চতুর্দিক থেকে ঘেরাও করে দু'জন স্থানীয় ভদ্র-সাক্ষী সহ তাঁরা প্রধান দরজায় এসে দেখলেন, দুয়ারের উপর সাইনবোর্ডে লেখা রয়েছে, 'রক্ত-মোক্ষণক হাসপাতাল' এবং দুয়ারের একপার্শ্বে নেম-প্লেটের উপর লেখা রয়েছে, 'ডাঃ অনুকূল রায়' এম.বি. কিন্তু দুয়ার উন্মুক্ত থাকলেও ভিতরে বা বাইরে কোনও জনপ্রাণী অবস্থান করছে বলে তাঁদের মনে হ'লো না। ধীর পদবিক্ষেপে ভিতরে ঢুকে প্রথমে তাঁরা একটি নাতিদীর্ঘ হলঘরে এসে পৌঁছুলেন। ঘরের মধ্যে প্রায় দশ-বারোটি বেড সজ্জিত দেখা যায়। প্রতিটি বেডের মাথায় একটি করে বেড-টিকেট লাগানো।

'এগুলো আবার কি?' বেড-টিকেট কয়টি পরীক্ষা করে প্রণববাবু বললেন, 'দেখা যাচ্ছে এখানে মাত্র চারটি বেডে পেসেণ্ট ছিল। কিন্তু তাদেরও তিন দিন পূর্বে বিদেয় দেওয়া হয়েছে। না— বোঝা গেল না কিছু।'

'তাহলে খুনের কিছুক্ষণ পূর্বে বা পরে এই রোগী কয়টিকে বিদেয় দেওয়া হয়েছে', একটু ভেবে কনকবাবু উত্তর করলেন, 'কিন্তু রক্তমোক্ষণক হাসপাতালের অর্থ কি?'

'এক আমেরিকান জার্নালে এই রকম কয়েকটি হাসপাতালের কথা আমি পড়েছি', প্রণববাবু একটু চিন্তা করে উত্তর দিলেন, 'এই বিশেষ চিকিৎসায় রোগীদের রক্তের চাপের হ্রাস-বৃদ্ধির কারণে কারও রক্ত কিছু পরিমাণে বার করে নেওয়া হয় এবং কারও বা দেহে নূতন নূতন রক্ত সঞ্চার করে দেওয়া হয়ে থাকে। কিন্তু এই প্রকার হাসপাতাল বা চিকিৎসা-পদ্ধতির এ দেশে প্রচলনের কথা এযাবৎ আমি কোথাও শুনি নি।'

হলঘরটি ভালো করে নিরীক্ষণ করে উভয়ে এইবার ওর পিছনের অলিন্দে এসে উপস্থিত হলেন। এখানে একটি টেবিলের চতুষ্পার্শ্বে চারিখানি চেয়ার পাতা আছে। টেবিলের উপর রাখা ছিল চারিটি অর্ধভুক্ত চায়ের কাপ। কাপ কয়টির অভ্যন্তরের অর্ধভুক্ত চায়ে আঙুল ডুবিয়ে কনকবাবু বলে উঠলেন, 'এই দেখুন স্যার, চায়ের জল এখনও ঈষৎ উষ্ণ। এই থেকে বোঝা যায় যে একটু পূর্বে চার ব্যক্তি এখানে চা-পানে রত ছিল। কিন্তু তারা চায়ের পেয়ালা ফেলে এইমাত্র পলায়ন করেছে। অনুকূল রায়ের সহকারী ডাক্তার পালিয়ে এসে আগে-ভাগে তাদের খবর দেওয়া মাত্র তারা পলায়ন করেছে। এর কারণ পুলিস যে রমা দেবীর নিকট হতে ঠিকানা জেনে এখনি এখানে এসে হানা দেবে, তা' তারা ভালো করেই অনুমান করতে পেরেছিল। এখন এই চার ব্যক্তির মধ্যে ডাক্তার অনুকূল রায়ও একজন ছিলেন কিনা না' বিবেচ্য। উনি ওদের মধ্যে থাকতে পারেন, আবার তা না'ও থাকতে পারেন।'

'হুঁ', প্রণববাবু উত্তর করলেন, 'আমিও এই কথাই ভাবছি। আচ্ছা, আরও একটু এগিয়ে তো চলো। এই বাড়ির প্রতিটি কক্ষের মধ্যস্থল হতে চতুর্দিকে চক্রাকারে ঘুরে এখানকার প্রতিটি দ্রব্য আমাদের সাবধানে পরিদর্শন করতে হবে।'

পূর্বোক্ত অলিন্দের পরেই ছিল একটি অপরিসর পথ এবং তার ওপারে একটি বড়ো ঘর। ঘরের একাংশে একটি গালচে পাতা ছিল এবং তার উপর রাখা ছিল কয়েকটি গদি-আঁটা চেয়ার ও একটি টিপয়। এই টিপয়টির উপর রাখা ছিল ছয়টি মদের গেলাস ও একটি বিলাতি দামী মদের বোতল। বোতলে ও গেলাসে তখনও পর্যন্ত সামান্য পরিমাণে মদ্য অবশিষ্ট দেখা যায়। তীব্র দৃষ্টিতে ঐ বোতল ও গেলাস কয়টি পরীক্ষা করে প্রণববাবু বললেন, 'হুঁ', আমি যা ভেবেছি তাই। মসৃণ গাত্র থাকায় সব কয়টি দ্রব্যেই ব্যবহারকারীদের আঙুলের টিপ পড়েছে। ফিঙ্গার-প্রিন্ট এক্সপার্টকে আমাদের এখুনি

ডেকে পাঠাতে হবে। এখন পর্যন্ত কোনও প্রমাণ না পেলেও আমার মন বলছে হত্যাকাণ্ড এইখানেই কোথাও হয়েছিল। হত্যার পূর্বে পেশাদারী খুনেরা মনের জোর বাড়াবার জন্যে কিছু মদ্যপান করে নেয়। এখানেও দেখছি এইরূপ ব্যবস্থার কোনও ব্যতিক্রম হয় নি। কিন্তু এখানকার গালিচা ও চেয়ার-টেবিলে যেরূপ ধুলো জমেছে, তাতে মনে হয় অন্তত দুই-তিন দিন এই ঘরটিতে কেউ প্রবেশ করে নি।'

কনকবাবু এতক্ষণ নিবিষ্ট মনে মেঝেয় পাতা দামী গালিচাটি লক্ষ্য করছিলেন। সহসা ওর একটি স্থানের প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করে তিনি বলে উঠলেন, 'ঐ দেখুন স্যার, ঐ দেখুন।'

প্রণববাবু মাথা নীচু করে বিস্মিত হয়ে পরিদর্শন করলেন যে ঐ গালিচার একটি স্থানে একটি রেকট্যাঙ্গুলার দাগ। দৈর্ঘ্যে সেটা সাড়ে পাঁচ ও প্রস্থে দু ফুট হবে। কোনও একটি ভারি বাক্স গালিচার উপর রাখায়, ওর বুননের পশম সঙ্কুচিত হয়ে ঐ রকম দাগ উৎকীর্ণ করেছে। প্রণব ও কনকবাবুর তৎক্ষণাৎ মনে পড়ল যে তাঁরা পোড়ো-বাড়ির বাগানেও অনুরূপ পরিমাপের একটি রেকট্যাঙ্গু-লার দাগ লক্ষ্য করেছিলেন। পকেট হতে মাপের ফিতা বার করে দাগটি মেপে নিয়ে প্রণববাবু বললেন, 'তাই তো হে, কনক! নির্জীব দ্রব্য যে আবার কথা বলছে, এঁ্যা? নাই বা রইল এখানে কোনও লোকজন বা মানুষ! এই সব প্রাণহীনদের সঙ্গে কথা কও। এরা তোমার প্রতিটি প্রশ্নের যথাযথ সত্য উত্তর দেবে।'

ঘরটির চতুর্দিকে দৃষ্টিপাত করে প্রণব ও কনকবাবু আরও দেখলেন যে ঘরের অপরাংশে একটি অপারেশন টেবিল ও তার সম্মুখে একটি বড়ো র‍্যাক টেবিল। ঐ র‍্যাক টেবিলের বিভিন্ন থাকে বহুবিধ শিশি-বোতল ও যন্ত্রপাতি সযত্নে সাজিয়ে রাখা রয়েছে। এই সময় বিশেষ করে একটা মানুষের রক্ত-ভর্তি বোতলের প্রতি তাঁর নজর পড়ল। বোতলের গাত্রে একটি মাপের স্কেল আঁকা ছিল। তা হতে বোঝা যায় প্রায় দশ-বারো

সের জমাট রক্ত ওতে ভর্তি আছে। বিস্মিত হয়ে প্রণববাবু বললেন, 'তাই তো হে কনক, এ আবার কি? দশ-বারো সের রক্তই তো একজন প্রাপ্তবয়স্ক মনুষ্যদেহে থাকার কথা। তা'হলে কতগুলি মনুষ্যদেহ হতে রক্ত একটু একটু করে গৃহীত হয়ে এই বোতলে সঞ্চিত হয়েছে? তবে এই রক্তের জমাটের প্রকৃতি ও স্বরূপ হতে কতক্ষণ বা কতদিন পূর্বে এটা আহৃত হয়েছে এবং এর ব্লাড গ্রুপিং হতে কত প্রকার গ্রুপিং-এর রক্ত, তথা কতোগুলি লোকের রক্ত এতে আছে তা'ও জানা যাবে।'

এতক্ষণে কনকবাবুরও নজর পড়ল একটি বাক্সে ন্যস্ত একটি ডাক্তারী সিরিঞ্জের প্রতি। তাড়াতাড়ি তিনি সেটা তুলে নিয়ে দেখলেন তার নিড্‌লের অগ্রভাগ ভাঙা। চমকে উঠে কনকবাবু বলে উঠলেন, 'এই দিকে দেখুন স্যার, এই সিরিঞ্জের ভিতরেও রক্তের চিহ্ন এবং এর নিড্‌লের সম্মুখাংশ ভাঙা। মৃতব্যক্তির দেহে প্রাপ্ত নিড্‌লের অগ্রভাগ এই সিরিঞ্জের নিড্‌লেরই ভগ্নাংশ। এ তো দেখছি সাইন্টিফিক্ মার্ডারই বটে। ওই সিরিঞ্জের সাহায্যে দেহ হতে রক্ত টেনে আনার সময় নিড্‌লের অগ্রভাগ ভেঙে নিহত ব্যক্তির দেহে সন্নিবেশিত থেকে গিয়েছে। তা'হলে হত্যাকাণ্ডটা এইখানেই সমাধা হয়েছে নাকি? ঐ বোতলের সমুদয় রক্ত তা হলে, স্যার, মৃত ব্যক্তির দেহ হতে তাঁর জীবিত অবস্থায় গৃহীত হয়ে থাকবে। এখানকার এই রেফ্রিজেটর সহ ঐ বোতল আমাদের প্রামাণ্য দ্রব্যরূপে এখুনই গ্রহণ করা প্রয়োজন।'

এই সময় প্রণববাবু কক্ষের মেঝে হতে আরও একটি প্রয়োজনীয় দ্রব্য উদ্ধার করলেন। সেটা বিশেষ বুনন বা প্যাটার্নের কাপড় দিয়ে তৈরি একটা শীতের দেশের উপযোগী ফুলপ্যান্ট। এই প্যান্টটি অনাদরে মেঝের উপর পড়ে ছিল। সন্দেহক্রমে ওটা তুলে নিয়ে পরীক্ষা করে প্রণববাবু দেখলেন যে তার একস্থানে রক্তের দাগ এবং তাতে একটা ধোপী-মার্ক দেখা যায়। এই মার্কটিও নিহত

ব্যক্তির মৃতদেহে প্রাপ্ত লুঙ্গী ও ফতুয়াতে পরিদৃষ্ট ধোপী-মার্কের অনুরূপ। এই প্যাণ্টটি পরীক্ষা করে তিনি আরও দেখলেন যে সেটার কোমরের একাংশে সুতি দিয়ে তোলা ব্যবহারকারীর অধিকার নির্দেশক দুইটি আত্মক্ষর A. R.। প্যাণ্টটি উল্টে-পাল্টে দেখে প্রণববাবু ভাবলেন তা'হলে কার এটা? এটা তা'হলে ডাঃ অনুকুল রায়ের না অমল রাহার? এতদ্ব্যতীত আরও পর্যবেক্ষণের পর তাঁরা টেবিলের উপর হতে একটি নিকেলড্ হাতঘড়িও উদ্ধার করলেন। ঐ ঘড়ি পরীক্ষা করে তাঁরা বুঝলেন ওর গাত্রে পূর্বে কোনও একজনের নামের একটি আত্মক্ষর ক্ষোদিত ছিল। কিন্তু পরে সেটা উকো দিয়ে ঘষে পুরোপুরি উঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। দ্রব্য কয়টি সাক্ষীদ্বয়ের সম্মুখে তালিকাভুক্ত করে উভয়ে ঐ ঘরের পিছনে এসে দেখলেন যে সেখানে একটি সুদৃশ্য বাগান এবং ঐ বাগানের এক কোণে অবস্থিত কয়েকটি পেঁপে গাছের পার্শ্বে একটি শক্ত বেঞ্চি। পেঁপে গাছ কয়টি বিশেষ করে প্রণব ও কনকবাবুর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। উভয়ে এগিয়ে এসে দেখলেন যে এই পেঁপে গাছের মস্তক হতে প্রায় সমুদয় পাতা বিচ্ছিন্ন করে গাছ দুটিকে একেবারে শ্রীহীন করে দেওয়া হয়েছে। বিশেষ করে এই পেঁপে গাছ দুটির উপর কি জন্য রাগ হ'লো? একটু চিন্তার পর এর কারণ সম্বন্ধে তাঁদেব অনুমান করে নিতে বাকি থাকে নি। এই সময় বাগিচার একস্থানের একটি শোভাবর্ধক বেঞ্চির প্রতি তাঁদের নজর পড়ল। বেঞ্চিটার উপর তখনও পর্যন্ত ছ্যাভানা সিগারেট সহ একটি সিগারেটের রৌপ্য কেস পড়েছিল। ঐ সিগারেটের রৌপ্য-কেসে অনুকুলবাবুর নাম সুস্পষ্টরূপে দেখা যায়। সহসা প্রণববাবুর লক্ষ্য পড়ল পেঁপে গাছ ক'টির তলদেশের ভূমির প্রতি। সেখানেও নরম মৃত্তিকায় তিনি হ্যাঁচড়া-হেঁচড়ি ও ধ্বস্তাধ্বস্তির চিহ্ন আবিষ্কার করলেন এবং তৎসহ সামান্য কিছু জমাট বাঁধা মনুষ্যরক্তও তাঁরা সেখানে দেখতে পেলেন। এতদ্ব্যতীত ঐ রক্তচিহ্ন হতে প্রায় দু' ফুট দূরে দুই ধারে সামান্য

ব্যবধানে ন্যস্ত দুটি পেন্টুলেন-পরিহিত হাঁটুর দাগও তাঁরা আবিষ্কার করতে পারলেন। ঐ পেন্টুলেনের কাপড়ের ডোরা ডোরা ত্রিকোণ উঁচু বুননের ছাপ হাঁটুর চাপের ফলে ঐ স্থানের নরম মাটির ওপর সুস্পষ্টভাবে উৎকীর্ণ হয়ে রয়েছে। প্রণববাবু হাসপাতালের দ্বিতীয় কক্ষে প্রাপ্ত প্যাণ্টটি ভালো রূপে পরীক্ষা করে বুঝলেন যে, ঐ প্যাণ্টেরই কাপড়ের বুননের দাগ, এ'ছাড়া তখনও পর্যন্ত প্যাণ্টের পায়ের মাঝখানে সামান্য সামান্য মৃত্তিকার চিহ্নও দেখা যায়। প্রণববাবু তখনও পর্যন্ত প্রাঙ্গণটি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পর্যবেক্ষণ করে যাচ্ছিলেন। সহসা তিনি লক্ষ্য করলেন সেখানে এক পাটি বুট জুতোর তলদেশের দাগ। ঐ জুতোর দাগের খাঁজ হতে তিনি অনুমান করে নিলেন যে, ওটি বাম পায়ের জুতোর দাগ। ঐ বুট জুতোর তলদেশে বহু নেইল যুক্ত ছিল বলেও প্রতীত হ'লো। ঐখানকার মৃত্তিকার ওপর জুতোর গোড়ালির আরও বহু পেরেক বা নেইলের বহু সুস্পষ্ট দাগও দেখা গেল এবং এই সকল দাগ হতে এও বোঝা গেল যে তাদের একটি নেইল ভাঙা ছিল। ইতিমধ্যে কনকবাবুও একটি পেঁপে গাছের পার্শ্বে একটি সু জুতোর চিহ্ন আবিষ্কার করে ফেললেন। ঐ জুতোর তলদেশের ক্ষয় ক্ষতির কারণে একটি বিশেষ প্রকারের জুতোর ছাপ এ স্থানে উৎকীর্ণ হয়ে গিয়েছে।

'তাই তো হে কনক,' প্রণববাবু বললেন, 'খুনটা তো তাহ'লে এইখানেই হয়েছে। এখন তোমার কি মনে হয়?'

'এখনও আমাদের অভিমত প্রকাশের সময় আসে নি, স্যার,' কনকবাবু উত্তর করলেন, 'তবে মামলা ক্রমশই জটিল হয়ে উঠছে। আপনি বরং অপেক্ষা করুন এখানে, আমি সরকারী রক্তপরীক্ষককে এইখানেই ডেকে আনছি। এইখানে প্রাপ্ত সমুদয় রক্তকণার ব্লাড গ্রুপিং সমাধা করা এখুনি দরকার। তা' না হলে তদন্তের পথে আর এক পা'ও অগ্রসর হওয়া সম্ভব হবে না। এটা স্যার, সারা পৃথিবীর উল্লেখযোগ্য রেকর্ডেড্ কেস হয়ে থাকবে।'

প্রণববাবু কিন্তু এইখানেই ক্ষান্ত দিলেন না। তিনি এর পর তন্ন তন্ন করে খুঁজে ঐ ঘর হতে সংগৃহীত বিশেষ প্যাণ্টের ভিতর হতে পুরুষের একটি যৌন-কেশও আবিষ্কার করলেন। ঐ যৌন-কেশের রঙ ছিল পাতলা ; যৌন-কেশের বর্ণ পাতলা হলে মস্তকের কেশের রঙ অধিক পাতলা বা ফর্সা হয়ে থাকে। যার যৌন-কেশ এত বেশি ফর্সা তার মস্তকের কেশ যে আরও ফর্সা হবে, তা প্রণববাবু সহজেই অনুমান করতে পারলেন। প্রণববাবু বুঝে নিলেন যে একজন ফর্সা চুলওয়ালা ভদ্রলোক এই প্যাণ্ট-পরিহিত অবস্থায় এইখানে একদিন কোনও ব্যক্তিকে আহত ও পর্যুদস্ত করেছিলেন। সেই আহত ও পর্যুদস্ত ব্যক্তি নারী বা পুরুষ এবং কি উদ্দেশ্যেই বা তাকে আহত বা পর্যুদস্ত করা হয়েছিল তা' তিনি তখনও পর্যন্ত বুঝে উঠতে পারলেন না।

আমাদের এই বর্তমান পৃথিবী এখন যন্ত্রের যুগে অবস্থিত। এই যান্ত্রিক যুগে পৃথিবী বহুল পরিমাণে ছোট হয়ে এসেছে, তাই কালীঘাট-শ্যামবাজার এখন এ-পাড়া ও-পাড়া। মাত্র এক ঘণ্টার মধ্যে কনকবাবু মোটরযোগে সরকারী রক্তপরীক্ষককে অনুকূল ডাক্তারের হাসপাতালে এনে হাজির করে দিলেন। রক্তপরীক্ষক ডাক্তারও নিমেষের মধ্যে তাঁর যন্ত্রপাতি মাইক্রোস্কোপ, স্পেকটেগ্রাম ও রসায়নাদি বার করে অকুস্থলের ঐ রক্তের জমাট যন্ত্রাদির সাহায্যে পরীক্ষা করে বলে দিলেন, 'এই রক্তসমূহের স্বরূপ ও জমাট হ'তে বোঝা যায় যে সেটা আনুমানিক তিন দিন পূর্বে কোনও মনুষ্যদেহ হতে নির্গত হয়েছে। এতদ্ব্যতীত এখানকার ঐ কক্ষে প্রাপ্ত ঐ বোতল ও সিরিঞ্জের রক্ত এবং সেই পোড়ো বাড়িতে প্রাপ্ত মৃতদেহের যৎসামান্য রক্ত ঐ স্থানে প্রাপ্ত রুমাল, বস্ত্রখণ্ড ও পেঁপে পাতার রক্ত সবই 'এ' গ্রুপের অন্তর্গত রক্ত। কিন্তু এখানকার কক্ষের মেঝেয় প্রাপ্ত বিশেষ প্যাটার্নের প্যাণ্টের উপরকার রক্ত এক স্বতন্ত্র প্রকার 'বি' গ্রুপের অন্তর্গত রক্ত। আরও আশ্চর্যের বিষয় এই যে, এখানকার

পেঁপে বৃক্ষের নিকট ভূমিতে যে সামান্য রক্ত পাওয়া গিয়েছে, তা' 'এ' গ্রুপ ও 'বি' গ্রুপ, এই দুই প্রকার গ্রুপের অন্তর্গত দুটি বিভিন্ন মানুষের রক্ত। এখন কথা হচ্ছে এই যে দুইটি মানুষের রক্ত একত্রে এখানে এল কি করে?'

ধীরভাবে সরকারী রক্তপরীক্ষকের অভিমত শুনে প্রণববাবু বললেন, 'কি হে কনক, বুঝলে কিছু?' উত্তরে কনকবাবু বললেন, 'বুঝতে চেষ্টা করছি স্যার, কিন্তু বুঝতে পারছি না।'

'এতে তোমার বোঝবার কি আর আছে,' প্রণববাবু উত্তর করলেন, 'দু'জন লোককে এখানে নিশ্চয়ই খুন করা হয় নি। আমার নিকট ঘটনা এখন পরিষ্কার। আসলে ব্যাপার যা ঘটেছিল তা এই: আজ হতে আনুমানিক তিন দিন পূর্বে বিশেষ প্যাটার্নের এই প্যাণ্ট-পরিহিত এক ব্যক্তি, যার মস্তকের কেশ খুবই ফর্সা এবং যার দেহে 'বি' গ্রুপের অন্তর্গত রক্ত আছে, সে 'এ' গ্রুপের দেহ-রক্তের অধিকারী কোনও এক শত্রুকে এইখানে বলপূর্বক শুইয়ে ফেলে তার দেহের দুই পাশের ভূমির উপর হাঁটু গেড়ে বসে তার গলা টিপে ধরে এবং এর ফলে উভয়ের মধ্যে ভীষণ ধ্বস্তাধ্বস্তি শুরু হয়ে যায়। ঐ ভাবে পর্যুদস্ত ব্যক্তি এই অবস্থায় আত্মরক্ষার্থে মাত্র তার আততায়ীর মুখেই আঘাত হানতে পেরেছে। তার এই আততায়ীও ভালোরূপে পর্যুদস্ত করবার জন্যে পর্যুদস্ত ব্যক্তিরও মুখের উপর আঘাত হেনে থাকবে। এই কারণে এই স্থানে দুই গ্রুপের অন্তর্গত দুটি বিভিন্ন মানুষের রক্ত সামান্য পরিমাণে আমরা দেখতে পাই। এর পর পর্যুদস্ত ব্যক্তি অজ্ঞান হয়ে গিয়ে থাকলেও তখনও পর্যন্ত সে নিশ্চয়ই মরে নি। তাকে অজ্ঞান অবস্থায় ল্যাবোরেটারিতে নিয়ে গিয়ে তার হৃৎপিণ্ডের উপর সিরিঞ্জ বসিয়ে তার দেহের সমুদয় রক্ত বার করে ঐ বৃহৎ কাঁচের বোতলে রক্ষা করা হয়েছে। এর পরে একটি রেকট্যাঙ্গুলার বাক্সেতে তার লাশ পুরে মোটরযোগে সেটা ঐ পোড়ো বাড়িতে এনে ফেলে দেওয়া হয়েছে। খুব সম্ভব, এই হত্যাকাণ্ডে অন্তত ছয় বা

ততোধিক ব্যক্তি সংশ্লিষ্ট থেকে থাকবে। এর কারণ, একজন বা দুইজনের পক্ষে অত ভারি বাক্স বহন করে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হয় নি। এ ছাড়া মূল হত্যাকারী কিংবা নিহত ব্যক্তির মধ্যে একজনের পায়ে নেইলওয়ালা বুট এবং ওদের অপর জনের পায়ে একটি সাধারণ সু জুতো ছিল। এই কারণে দুই প্রকার পাদুকার চিহ্ন আমরা এখানকার এই পেঁপে বাগানে পেয়েছি। তা'হলে বোঝা যাচ্ছে যে, এই মূল হত্যাকারীর মুখের উপরও আঘাতের চিহ্ন আছে। এখন কোনও ফর্সা-কেশ ব্যক্তির মুখে বা মাথায় আঘাতের চিহ্ন দেখলে তাকে আমাদের তৎক্ষণাৎ গ্রেপ্তার করতে হবে। কেমন করে এবং কোথায় এই হত্যাকাণ্ড সমাধা হয়েছে তা এতক্ষণে আমরা পরিষ্কার-রূপে বুঝেছি, এখন কে কি উদ্দেশ্যে কাকে খুন করল, তা' আমাদের কে বলে দেবে?'

'কিন্তু এর মধ্যেও কথা আছে স্যার,' কনকবাবু উত্তর করলেন, 'এমনও হতে পারে যে ঐ পেঁপে গাছের তলায় বলাৎকারের উদ্দেশ্যে কোনও নারীকে পর্যুদস্ত করা হয়েছিল। খুনের উদ্দেশ্যে তারা এই ভাবে বোধ হয় কোনও পুরুষকে পর্যুদস্ত করে নি। সম্ভবত এর পূর্বে আততায়ী ঐ হতভাগ্য নারীকে ভুলিয়ে ঐ বেঞ্চিতে বসিয়ে কিছুক্ষণ সংলাপ করেছিল। তা' না হলে ঐখানে সিগারেট কেস পড়ে থাকবে কেন? বুট জুতো এখনও পর্যন্ত মাত্র পুরুষরা পরিধান করলেও আজকাল বহু নারী পুরুষের ন্যায় সু জুতো পরে। পুরুষের কেশ, বেশ ও পাদুকা গ্রহণ করায় বার হতে একজন নারীকে সে পুরুষ বা নারী, তা চেনা দুষ্কর। হতভাগিনীদের নূতন অভ্যাস ও প্রবৃত্তি পুলিসী তদন্তেও বিঘ্ন সৃষ্টি করে বহুবিধ সঙ্কট ঘটাচ্ছে। এখন কথা হচ্ছে এই যে ঐ বেঞ্চের উপর প্রাপ্ত সিগারেটের কেসটি কার। কিন্তু ওতে মাত্র দুটি ইংরাজি আদ্যক্ষর লেখা আছে, যথা—A. R.; এই থেকে আমরা ধরে নিয়েছি যে, ওটির অধিকারী অনুকূল রায়। কিন্তু ওটি তাঁর সহকারী ডাক্তার অমল রাহারও তো হতে পারে?

এখন যদি এই স্থানের উভয় পাদুকা-চিহ্নই পুরুষের পাদুকার হয় এবং এই সিগারেট কেসটির অধিকারী যদি অনুকূল রায়ই হয়ে থাকেন, তা'হলে এখন বিবেচনা করতে হবে যে অনুকূল ডাক্তার নিজে খুন হয়েছেন কিংবা তিনই এই হত্যাকাণ্ডটি সমাধা করেছেন। এখানকার এই নির্জীব দ্রব্যসমূহ দেখছি, স্যার, তাদের অবস্থিতির দ্বারা আমাদের বিভ্রান্ত করে পাগল করে দেবে। এই সকল দ্রব্য আমাদের সঙ্গে কথা কইছে বটে, কিন্তু এরা যেন একটু বেশি কথা ক'য়ে ফেলেছে। মনুষ্যরক্তের এক-একটি গ্রুপে শত শত ব্যক্তির রক্ত পড়ে থাকে। এই কারণে অমুক ব্যক্তি এই অপরাধ করে নি তা বলা সম্ভব হলেও ঐ ব্যক্তিই ঐ কার্য যে করেছে তা' বলা কখনও সম্ভব হতে পারে না। এ-ছাড়া ব্লাড ব্যাঙ্ক সমূহেও তো একই গ্রুপের বহু ব্যক্তির রক্ত এমনি পৃথক পৃথক বোতলে একত্রে রক্ষিত হয়ে থাকে। না, স্যার, জোর করে এই হত্যা সম্পর্কে কোনও এক সুচিন্তিত পাকা অভিমত প্রকাশ করার সময় এখনও আসে নি। তবে ঘটনা-পরম্পরায় এই মহা জটিল সমস্যা দ্রুত মীমাংসার পথেই চলেছে।'

কনকবাবুর এই যুক্তিপূর্ণ বাক্যে প্রণববাবুর সমুদয় চিন্তাধারা এলোমেলো হয়ে সেটি নিমিষে খেইহারা হয়ে গেল। তাঁকে আত্ম-বিস্মৃত করে দিয়ে তাঁর চেতন ও অবচেতন মন অন্তর্দ্বন্দ্বে যেন হুড়োহুড়ি শুরু করে দিলে। সকল চিন্তার ঊর্ধ্বে উঠে মাত্র একটি চিন্তা তাঁকে পুনঃপুনঃ আঘাত হেনে বেদনা দিতে থাকে। থেকে থেকে তাঁর মনে হয়, অনুকূল তো নিজে খুন হয় নি কিংবা সে-ই তো এই খুন করে নি! এই দুটি সম্ভাবনাই প্রণববাবুর অসহনীয় উদ্বেগ ও চিন্তার কারণ হয়ে উঠেছিল। অনুকূল ডাক্তার যে তাঁর বাল্যকালের খেলার সাথী সুষমা দেবীর বিবাহিত স্বামী, তার ভালো মন্দের সঙ্গে যে সুষমা দেবীরও ভবিষ্যৎ একান্তভাবে বিজড়িত, এই সব বাজে চিন্তা প্রণববাবু কিছুতেই তাঁর অবাধ্য মন হতে বিদূরিত করতে পারছিলেন না। বিষণ্ণ মনে তিনি তাই ভাবতে শুরু করলেন,

শেষে কি এই সুষমার চোখের জল তাঁকে কর্তব্যভ্রষ্ট করে দেবে নাকি? সহসা তিনি শুনতে পেলেন সহকারী কনকবাবুর কণ্ঠস্বর। একটু চিন্তিতভাবে কনকবাবু তাঁকে জিজ্ঞাসা করছিলেন, 'আপনার শরীর কি খারাপ লাগছে, স্যার?'

'এ্যাঃ! কৈ, না তো?' আপন সত্তা ও সংবিৎ ত্বরায় ফিরিয়ে এনে প্রণববাবু উত্তর করলেন, 'শরীর তো আমার ভালোই। এখানে আরও কয়েকটি কক্ষ আছে, এখুনি সেইগুলোও তল্লাস প্রয়োজন। এসো আর দেরি করে লাভ নেই।'

উভয়ে এইবার অতি দ্রুত স্থানীয় সাক্ষিদ্বয় ও অন্যান্য রক্ষিগণ সহ ঐ হাসপাতাল-বাড়ির অপর কয়েকটি কক্ষে খানাতল্লাস শুরু করে দিলেন। একটি কক্ষে এসে প্রণববাবুর লক্ষ্য পড়ল এক পাটি ফ্যাসানেবল্ বুট জুতোর প্রতি। তাড়াতাড়ি বাম পায়ের বুট জুতোটি পরীক্ষা করে প্রণববাবু বলে উঠলেন, 'এই দেখো কনক, যা ভেবেছি তাই। এই বুটের হিলের নিচের একটি নেইল অর্ধভগ্ন। এই কারণে এর ছাপ ভূমিতে পড়ে না। তা'হলে দেখা যাচ্ছে যে এই বুটের ছাপ আমরা ঐ পোড়ো বাড়ির উদ্যানে মৃতদেহের নিকট ও আবার এখানকার পেঁপে বাগানের ভূমির উপরও দেখতে পেয়েছি। এখন এই বুটের প্রকৃত মালিক বা অধিকারীকে আমাদের খুঁজে বার করতে হবে। এই বুটের ভিতরকার শুকতলা বার করে তার উপর এর অধিকারীর পায়ের ছাপও আমরা আবিষ্কার করতে পারবো এখন।'

এই সময় কনকবাবুরও ঐ কক্ষের একটি কোণে ন্যস্ত একটি ভাঙা কাঠের বাক্সর প্রতি লক্ষ্য পড়েছিল। তিনি তাড়াতাড়ি সেটা খুলে ফেলে তার ভিতর হতে কয়েকটি প্রয়োজনীয় দ্রব্য বার করে আনলেন। ঐগুলির মধ্যে কয়েকটি ছিল বিভিন্ন রঙের কালির শিশি ও তুলি প্রভৃতি এবং কয়েকটি বিভিন্ন নম্বরের মোটর গাড়ির পিছনের প্লেট। এই সকল জিনিসপত্রের সঙ্গে একটি নেম-প্লেটের অর্ধাংশও

সেখানে ছিল। তাতে ইংরাজিতে একটি নাম লেখা আছে, 'Dr. A. K. R' কিন্তু এই 'R' অক্ষরের পর হতেই প্লেটের অপরাংশ কর্তিত করে নেওয়া হয়েছে। কনকবাবুর হাতে ঐ দ্রব্যগুলি দেখা মাত্র প্রণববাবু এগিয়ে এসে বললেন, 'বাঃ বাঃ, ভালো ভালো প্রমাণ দ্রব্য। তা'হলে দেখা যাচ্ছে যে ডাঃ এ. কে. রায়ের নেম-প্লেটের শেষাংশ কর্তিত করে নিয়ে ওতে নূতন রং চাপিয়ে নীহাররঞ্জন পালের নেম-প্লেট তৈরি করে তা ঐ পোড়ো বাড়ির দুয়ারে সেঁটে দেওয়া হয়েছে। এই একই নেম-প্লেটের উভয় অংশ পুনরায় একত্রে সন্নিবেশিত করলে কর্তিত মুখাংশ দুটি প্রায় খাপে খাপে বসে যাবে। এখন দেখতে হবে যে এরূপ ব্যবস্থা তারা করেছিল কি উদ্দেশ্যে, পুলিসকে বিভ্রান্ত করে ভুল পথে নিয়ে যেতে, না অন্য কোনও কারণে। ট্যাক্সির ও প্রাইভেট গাড়ির এই সব নম্বর প্লেটগুলো দেখে তো এমনিই বোঝা যাচ্ছে যে ওইগুলি জাল। তা'হলে কি এরা গাড়ির নম্বর পাল্টিয়ে মোটর ডাকাতিও করে বেড়ায় নাকি? শহরে ও মফঃস্বলে মোটর ডাকাতির সংখ্যাও তো প্রতিদিন হু-হু করে বেড়েই চলেছে। এ্যা! এই দেখো কেঁচো খুঁড়তে খুঁড়তে একটা সাপ না বেরিয়ে পড়ে। এরা কি খুন-জখম, চুরি-ডাকাতি, নারীহরণ প্রভৃতি সকল প্রকার অপরাধই করে বেড়ায় নাকি? তবে এমনও হতে পারে যে এই বিরাট দস্যুদল ডাঃ অনুকূলবাবুর হাসপাতাল চড়াও করে ঐ পোড়ো বাড়িতে তাঁর দেহ রেখে গিয়েছে। এ্যা, তাই যদি হয় তা'হলে তো বুঝতে হবে সর্বনাশ হয়েছে। অনুকূল ডাক্তারের স্ত্রী সুষমা স্বামীর সংবাদের প্রত্যাশায় এখনও পর্যন্ত রমা দেবীর বাড়িতে আকুল আগ্রহে বসে আছে। তাকে যে আমি কথা দিয়ে এসেছি অচিরে তার স্বামীর সংবাদ তাকে এনে দেবো। কিন্তু আমাদের এই অনুমানই যদি সত্য হয়, তা'হলে অনুকূলবাবুর সহকারী ডাক্তার তাঁর নাম করে ভাঁওতা দিয়ে রমা দেবীকে ভুলিয়ে এইখানে এনে ফেলতে চেয়েছিল কেন? অবশ্য এমনও হতে পারে

যে তাঁর সহকারী ডাক্তার অমল রাহার রমা দেবীর দেহের উপর লোভ ছিল। গোপনে দস্যুদলের সাহায্যে সে তার মনিবকে হত্যা করে এইভাবে রমা দেবীকে এখানে হরণ করে আনতে চেয়েছিল। অনুকূল ডাক্তার তো শুনলাম, আজকাল রমা দেবীর ওখানেই দিবা-রাত্র পড়ে থাকতেন। তাঁর সহকারী ডাক্তার এই হাসপাতাল বাড়িটি এই কয়দিন কি ভাবে ব্যবহার করছিল, তাই বা কে জানে? না হে কনক, পৃথিবীতে অসম্ভব কিছুই নেই! সহকারী ডাক্তার অমল রাহা যে একজন খুনে ডাকাত, তা তো তার পিস্তলের গুলি ছুঁড়ে পলায়ন হতেই বোঝা গেল।'

হাসপাতাল বাড়ির ভিতরকার সমুদয় তদন্তকার্যের পরিশেষে প্রণব ও কনকবাবু অপরাপর সকলের সঙ্গে রাজপথে বার হয়ে চতুষ্পার্শ্বের দোকানী ও গৃহস্থদের এই হাসপাতাল সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা-বাদ করলেন, কিন্তু কাকেও এই হাসপাতাল ও তার মালিকদের সম্পর্কে বিশেষ ওয়াকিবহাল দেখা গেল না। তবে বোঝা গেল যে স্থানীয় ব্যক্তিরা এই হাসপাতালের অভিনব চিকিৎসা-পদ্ধতির উপর বিশেষ বিরূপ ছিলেন। এঁদের দু'-একজন বিরক্তির সঙ্গে প্রণববাবুর কথার উত্তর দিলেন, 'কি সব নাকি ফোঁড়াফুঁড়ি চিকিৎসা এখানে হয় মশাই! কতো বার আমরা কর্তৃপক্ষের নিকট একত্রে সই করে অভিযোগ পেশ করে বলেছি যে, এই ভূতখানা এ-পাড়া হতে উঠিয়ে দেওয়া হোক। কিন্তু তা সত্ত্বেও একটা উত্তর পর্যন্ত এখনও আমরা কেউ পেলাম না মশাই। আপনারা বরং জিজ্ঞেস করে দেখুন ঐ পানের দোকানীকে। লোকটা সারা রাত জেগে থেকে ঐ হাসপাতালে রাতভর সোডা-ওআটার সরবরাহ করে। বুঝতেই তো আপনারা পারছেন মশাই যে রাত্রে এতো সোডা-ওআটার দিয়ে ওখানে কি কাজ করা হয়? অন্তত ঐ সব ওখানে চিকিৎসাকার্যে নিশ্চয়ই লাগানো হয় না।'

পানের দোকানী এতক্ষণে পুলিসকে তার দোকানের সন্নিকটে

দেখে ভয়ে ঠক-ঠক করে কাঁপতে শুরু করে দিয়েছে। তার সর্বদাই এই ভয় যে পুলিস যদি দোকানের পাটাতনের গহ্বর তল্লাস করে দু-এক ডজন দিশী বোতল বা ধান্যেশ্বরী বার করে ফেলে। কিন্তু পুলিস এই দিন তার দোকানের তলাকার পাটাতন তল্লাস করতে আসে নি। এই সকল তুচ্ছ বিষয় অন্তত আজ পুলিসের কাছে অকিঞ্চিৎকর। প্রণববাবু এগিয়ে এসে তাকে ধমক দিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা মাত্র সে দোকানের নিম্নাংশে সতর্ক দৃষ্টি রেখে উত্তর দিলে, 'আজ্ঞে আমি, হুজুর, ঐ হাসপাতালের কয়েকজন বাবুকে ভালো করে চিনি, চিনলেও তেনাদের কারও নাম-ধাম আমি জানি না। তবে আমি তাঁদের দেখলে কিন্তু ঠিক চিনে দিতে পারবো। আজ্ঞে হ্যাঁ, পরশু রবিবার দোসরা জুন রাত্রি বারোটায় ছোট ডাক্তারবাবু আর তাঁর সাথে আরও দু জন লোক একটা বড়ো বাক্স রিকশা করে কোথা হতে এনে ঐ হাসপাতাল বাড়িতে সকলে মিলে সেটা ধরাধরি করে নিয়ে গেল। তারপর হুজুর. রাত্রি তিনটের পর আমি দোকান বন্ধ করতে করতে দেখেছিলাম হাসপাতালের সামনে একটা মোটর গাড়িতে কয়েক জন লোক চুপ করে বসে রয়েছে। তা এই হাসপাতাল বাড়ির ব্যাপার এখন আমার এতো গা-সওয়া হয়ে গিয়েছে যে এতে আমি বিশেষ আর ভ্রূক্ষেপ না করে ভিতরে এসে ঘুমিয়ে পড়েছিলুম। আজ্ঞে, হুজুর, আমরা গরীব মানুষ, হুজুর। আপনারা দেখবেন হুজুর, এতে আমাদের কোনও বিপদ না ঘটে।'

'তাহলে তো দেখছি, স্যার,' কনকবাবু উত্তর করলেন, 'অনুকূল-বাবুর সহকারী ডাক্তার অমল রাহা এই ব্যাপারে নিশ্চিতরূপে জড়িত আছেন। আমার মতে এখুনি হাওড়ায় গিয়ে ওঁর বাড়ির লোক-জনদের কাছে একটু খোঁজ করলে সুফল হবে।'

'ওখানে কি এখন তাকে পাবে? প্রণববাবু প্রত্যুত্তর করলেন, 'ও ভালো করেই জানে যে রমা দেবীর নিকট হতে ওর নিজ-বাড়ির পাত্তাও আমরা সংগ্রহ করেছি। ও যে কিছুকাল তার হাওড়ার

বাড়িতে ফিরে যাবে না তা সুনিশ্চিত। বরং এইখানে ওয়াচ বা নজর রাখলে ওকে গ্রেপ্তার করা সম্ভব। খুনের পর কোনও কোনও খুনীর প্রায়ই চিত্তবিভ্রম ঘটে। তখন তারা নিশ্চিত বিপদ বরণ করেও বারে বারে ঘটনাস্থলে ফিরে এসে থাকে। তবে পেশাদারী খুনেদের মধ্যে যারা খুন করে হাত পাকিয়ে ফেলেছে, তাদের কথা অবশ্য স্বতন্ত্র। যাই হোক, একটা চান্স নিতেই বা দোষ কি? আমরা এই স্থানের সন্নিকটে ছদ্মবেশী পুলিস বা কোনও গোয়েন্দাকে মোতায়েন রাখবো। এখন তা'হলে তুমি থানায় ফিরে যাও। আরও তো বহু কাজ আছে সেখানে। শুধু এই হত্যা মামলা নিয়ে থাকলে অন্যান্য কাজ ঢিলে পড়বে। সব দিক সমানভাবে বজায় না রাখলে চলবে কেন? আমি বরং রমা দেবীর বাড়িতে আর একবার ঘুরে আসি। দেখি রমা ও সুষমা দেবীর নিকট হতে যদি এই সম্পর্কে আরও প্রয়োজনীয় সংবাদ সংগ্রহ করা যায়। তাছাড়া রমা দেবীর বাড়িতে স্থানীয় পুলিসকে বলে সশস্ত্র গার্ডের বন্দোবস্ত করারও প্রয়োজন আছে। আমার মন বলছে যে হয়তো দস্যুদল এইবার তাঁকে তাঁর বাড়ি হতে বলপূর্বক হরণ করতে সচেষ্ট হবে। রমা দেবীকে রক্ষা করার যা কিছু দায়িত্ব তা এখন আমাদের। তা-ছাড়া তদন্তের সুবিধের কারণেও তাঁকে আমাদের রক্ষণাবেক্ষণে রাখা বিশেষ প্রয়োজন। কারণ একমাত্র তিনিই অনুকূলবাবু ও তাঁর সহকারী ডাক্তারের সম্ভাব্য গতিবিধি সম্বন্ধে বহু তথ্য এখনও আমাদের জানাতে পারবেন। আমাদের গাফলতিতে তিনি দস্যু দলের হেপাজতে চলে গেলে আমরা এই সব সংবাদ আর জানতে সক্ষম হবো না। এ ছাড়া রমা দেবীর হৃদয় যেমন দরাজ তাতে তিনি সুষমাকে বুঝিয়ে-সুজিয়ে তাঁর ওখানে দু-এক দিন থেকে যেতে রাজি করালে রমা দেবীর সঙ্গে সুষমা দেবীরও বিপদ ঘটতে পারে। তাই সুষমা দেবীকেও ঠারেঠোরে একটু সাবধান করে দেওয়া দরকার। যদি পারি তো তাকে আমি একেবারে স্টেশনে এনে তার দেশের

গাড়িতে তুলে দিয়ে আসবো। ভদ্রমহিলার পিতা-মাতার সঙ্গে আমাদের বিশেষ পারিবারিক হৃদ্যতা আছে। তাই সুষমা অনুকুল ডাক্তারের স্ত্রী হলেও যে ভাবে সে এখানে এসে পড়েছে তা দেখে আমার দুঃখই হচ্ছে।'

বক্তব্য বিষয়ের পরিশেষে প্রণববাবু কনকবাবুর দিকে একবার চেয়ে দেখলেন। তিনি একটু বুঝতে চেষ্টা করলেন যে কি ভাবে কনক তাঁর এই কথাগুলি গ্রহণ করলে। এরপর একটু ইতস্তত করে প্রণববাবু কনকবাবুকে বললেন, 'আচ্ছা ভাই কনক, চলি আমি। তুমি তা'হলে যাও এখন। আমিও দুই-এক ঘণ্টার মধ্যে ফিরে আসছি।'

প্রণববাবুকে বিদেয় দিয়ে কনকবাবু থানায় ফিরে আর ক্ষণমাত্র নীচের অফিসে অপেক্ষা না করে তর-তর করে সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে এসে কোয়ার্টারের ভিতরে সপ্রতিভভাবে প্রবেশ করলেন। এই সময়ে তাঁর স্ত্রী অলকা দেবী অর্গানের সম্মুখে ছোট টুলে বসে আপন মনে গান গেয়ে চলেছেন। কখন যে তাঁর আঁচল এবং খোঁপার মুক্ত কেশরাজি পিঠের উপর এসে এলিয়ে পড়েছে, তা তাঁর খেয়াল নেই। সহসা পিছনে কনকবাবুর তপ্ত শ্বাস অনুভূত হওয়া মাত্র তিনি চমকে উঠে পিছন ফিরে দেখলেন তাঁর স্বামী কখন নিঃশব্দে তাঁর পিছনে এসে দাঁড়িয়েছেন। স্ত্রীকে লজ্জিত হয়ে উঠতে দেখে কনকবাবু বললেন, 'বেশ তো গাইছো, গাও না। আমিও তোমার সঙ্গে গাইবো।'

'এ্যা। সত্যি?' হেসে ফেটে পড়ে অলকা দেবী বললেন, 'তা হলে তো ভালোই হয়। এতো ভাগ্য কি আমি করে এসেছি? সারাটি ক্ষণ তো তুমি বাইরে বাইরেই থাকো। আমি আর তোমাকে কতক্ষণই বা পাই! এই তো এতক্ষণ তোমার জন্য

অপেক্ষা করে করে মনের বেদনাটুকু গান গেয়ে প্রকাশ করছিলাম। এখন তোমার জন্য কিছু খাবার নিয়ে আসি আগে। সেই কখন তুমি বেরিয়েছিলে বলো তো? আচ্ছা, এতো কি কাজ তোমরা বাইরে করো? আমার কিন্তু তোমার জন্যে বড়ো ভয় ভয় করে। পুলিসের লোকদের সম্বন্ধে কতো লোক কতো কথা বলে! জানি না আমার কপালে কি আছে!'

কনকবাবু মৃদু হেসে উত্তর করলেন, 'যদি কিছু বলবার থাকে, তা এখুনি বলে ফেলো। পরে হয়তো একটি কথাও বলবার সুবিধে হবে না। হয়তো কেউ নীচে হতে আমাকে ডাকতে আসবে।'

'না, এখন আবার কে আসবে?' কনকবাবুর স্ত্রী উত্তর করলেন, 'এখন আবার কেউ এলে আমি কিছুতেই তোমাকে বার হতে দেবো না। তুমি বাপু এ চাকরি ছেড়ে দাও। এ চাকরি একটুও ভালো না।'

প্রত্যুত্তরে কনকবাবু বললেন, 'আরে তাই কি সম্ভব নাকি? কি যে বলো তুমি! হ্যাঁ, একটা কথা অলকা। তোমার কি মনে আছে, দু দিন সিনেমায় এক মহিলার সঙ্গে আমাদের দেখা হয়েছিল?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, কেন বলো তো? সে-ই তো আমার বাল্যবন্ধু ও সহপাঠিনী রমা।' অলকা দেবী বললেন, 'আচ্ছা, সে কোথায় থাকে বলো তো? কিছুতেই হতভাগী তার স্বামীর নামটা পর্যন্ত আমাকে বললো না। একদিন গেলে হয় তাদের বাড়িতে, কিন্তু তার ঠিকানা তো সে বললো না। তার স্বামী বোধ হয় খুব ধনী লোক হবে। ওঃ, কতো গহনা সে পরেছিল সেই দিন।'

কনকবাবু প্রথমে ভেবেছিলেন যে স্ত্রীকে তাঁর বান্ধবীর বর্তমান জীবন সম্বন্ধে কিছু জানাবেন না। কিন্তু মহিলাটি সম্বন্ধে স্ত্রীকে কিছু বলবো না বলবো না করেও তিনি তাঁকে বলে ফেললেন। রমা দেবী সম্পর্কীয় সকল ঘটনা তিনি তাঁকে জানাবার পর কথাবার্তার মধ্যে সুষমা দেবীর ব্যাপারও স্ত্রীকে জানাতে ভুললেন না। তবে সেই সঙ্গে তিনি স্ত্রীকে এই বলে সাবধানও করে দিলেন যে

তিনি যেন ঘুণাক্ষরেও এ-কথা বড়োবাবুর স্ত্রীর নিকট কখনও গল্প করে না বসেন।

স্তম্ভিত হয়ে সকল সমাচার অবগত হয়ে অলকা দেবী বললেন, 'ওরে ও হতভাগী! শেষে তুই এমনি করে উচ্ছন্ন গেলি! ছিঃ ছিঃ, অমন মেয়ের মুখদর্শন করতে নেই। হতভাগী কিন্তু স্কুলে পড়বার সময় হতেই ভালো অভিনয় করতো। তা আমিও তো স্কুলের উৎসবে কতো বার রাধা সেজেছি, কিন্তু তা বলে কি ওর মতন আমি উচ্ছন্ন গেছি? তুমি কিন্তু ওর ওখানে আর একদিনও যেও না। ওর মত বদ মেয়ের সঙ্গে আর একটা কথাও বলবে না। আর তোমাদের বড়ো বাবুরই কি আক্কেল বলো তো! দিদির মত এমন সতী সাধ্বী বৌ তাঁর ঘরে। এখনও পর্যন্ত তাঁর পথ চেয়ে হয়তো তিনি উপোস করে বসে আছেন। এখন তিনি বাড়ি ফিরে কোথায় খাওয়া-দাওয়া করবেন, না সুষমা সুষমা করতে করতে আবার রমার ওখানে ফিরে গেলেন। রমা হতভাগী নিজে তো ডুবেছেই, এখন তার আরও দশজনকে না ডোবালে চলবে কেন?'

কনকবাবু একবার রমা দেবীর হৃদয়ের ঔদার্য সম্বন্ধে স্ত্রীকে বুঝিয়ে বলতে চাইলেন, কিন্তু তাঁর কোনও যুক্তি-তর্ক অলকা দেবীর মনে রেখাপাত করল না। এমনি সময় তাঁকে এই বিতর্ক হতে উদ্ধার করলে থানার একজন সিপাহী। কোয়ার্টারের দরজা ফাঁক করে বাজখাঁই গলায় সে কনকবাবুকে জানালো, 'হুজুর, বহুত জরুরি কাম আয়া। বড়ো বাবু বোলাতে হ্যাঁয়।'

বহুত জরুরি প্রয়োজন না হলে বড়োবাবু থানায় ফিরেই কনকবাবুকে এই সময় কখনও তলব করতেন না। কনকবাবু স্ত্রীর কাছে ভালোরূপে বিদায় না নিয়েই তাঁকে হতভম্ব করে দিয়ে শুধু একটা মৌখিক 'আসছি' বলে তর্ তর্ করে সিঁড়ি বেয়ে নীচে নেমে গেলেন। নীচে অফিসের ঘরে এসে কনকবাবু দেখলেন যে দুই ভাঁড় রসগোল্লা ও এক প্যাকেট সন্দেশ এবং দুটি লেমনেড এনে প্রণববাবু তাঁর টেবিলের ওপর ইতিমধ্যেই সাজিয়ে রেখেছেন। একটা বড়

রসগোল্লা নিজের মুখবিবরে ফেলে দিয়ে প্রণববাবু বললেন, 'আর কেন বলো ভাই। এসেই শুনি বড়ো সাহেব তিন বার ফোনে আমাকে তলব করেছেন। আমার মুখে সকল কথা শুনে তিনি একেবারে রেগে অগ্নিশর্মা। আমাকে তিনি বললেন, এখুনি তোমাকে নিয়ে স্যার মহাতপের বাড়ির তদন্ত শেষ করে ফেলতে হবে। উপ-নগরপালকে তিনি এই সম্পর্কে আগেভাগে বলেও রেখেছেন। স্যার মহাতপ একজন ক্ষমতাপন্ন ব্যক্তি হলেও একটা হত্যা মামলা যখন আমাদের হাতে আছে তখন এই সম্পর্কে তাঁর বাড়ি তল্লাস করতে কোনও বাধাই নেই। এখন খেয়ে নাও এইগুলো সব। এক ভাঁড় রসগোল্লা ও ছটা সন্দেশ খেয়ে লেমনেড খাও। এখন খাওয়া-দাওয়া করতে আবার উপরে উঠলে দেরি হয়ে যাবে।'

ক্ষুণ্ণ মনে কনকবাবু বললেন, 'আচ্ছা স্যার', এবং তার পর উপরের দিকে আর না চেয়ে সান্ত্রীদল সহ প্রণববাবুকে অনুসরণ করে থানা-বাড়ি হ'তে বার হয়ে গেলেন। সকলকে নিয়ে গাড়িতে উঠে প্রণববাবু কনকবাবুকে বুঝিয়ে বললেন, 'এটা হচ্ছে কনক, গতি বা স্পীডের যুগ। যা কিছু করবে তা দ্রুত-গতিতে করবে। 'তা না হলে সে-কাজ করা না করা সমান কথা হয়ে পড়ে। ইতিমধ্যে আমরা এই সম্পর্কে বহু স্থানে ঘা দিয়ে বসেছি। ত্বরায় কয়েকটি বাড়ি তল্লাস না করলে বহু প্রয়োজনীয় প্রামাণ্য দ্রব্য এখুনি উধাও হয়ে যাবে। এখনও পর্যন্ত যতো দূর বোঝা যাচ্ছে তা এই যে অনুকূল ডাক্তারকে খুন না করা হলেও তাঁকে তাঁর লোকজনেরা নিশ্চয়ই কোথাও গুম করে রেখেছে। তাঁকে খুঁজে বার করতে না পারলে কেই বা খুন হ'লো, এবং প্রকৃতপক্ষে খুনী কে, তা বোঝা দুষ্কর হবে। এখন যে রকম করে হোক অনুকূল ডাক্তারকে আমাদের খুঁজে বার করতেই হবে।'

কনকবাবু লক্ষ্য করলেন প্রণববাবুর চোখে মুখে এক নিদারুণ উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠা। এর পর তাঁর বুঝতে আর বাকি রইল না যে,

সুষমা দেবী বিধবা হবেন তা' কল্পনা করতে পর্যন্ত প্রণববাবুর বুক কেঁপে উঠছে। কিন্তু পাছে এই সম্পর্কে কোনও কথার অবতারণা করলে প্রণববাবু তাঁকে ভুল বোঝেন, এই কারণে কনকবাবু তাঁকে এই ব্যাপারে সান্ত্বনা দিতে পর্যন্ত সাহসী হলেন না। কনকবাবু এতক্ষণে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে প্রণববাবু এখন অনুকূল ডাক্তারকে খুঁজে বার করতে তাঁকে পর্যন্ত নাকে দড়ি দিয়ে খাটিয়ে নেবেন। এর একমাত্র কারণ এই যে অনুকূল ডাক্তার হচ্ছেন প্রণববাবুর পূর্ব পরিচিতা সুষমা দেবীর স্বামী। তবে এইজন্য তাঁর মনে কোনও ক্ষোভ নেই। বরং তদন্ত সম্পর্কীয় কাজ-কর্ম শিক্ষার জন্য এইরূপ খাটাখাটুনির বিশেষ প্রয়োজন আছে। এরূপ সমস্যাসঙ্কুল মামলা তদন্তের সুযোগ জীবনে তাঁর দ্বিতীয় বার আসবে না।

মাত্র আধ ঘণ্টার মধ্যে বড়বাজার ১২ং নম্বর শীতলাপ্রসাদ রোডে স্যার মহাতপের সুবৃহৎ প্রাসাদে এসে প্রণব ও কনকবাবু শুনলেন যে স্যার মহাতপ এই মাত্র বাড়ি ফিরেছেন। স্যার মহাতপের চাপরাশী, অন্যান্য ভৃত্য ও দারোয়ানদের নিকট প্রাথমিক তদন্ত করে তাঁরা অবগত হলেন যে সারা রাত্রি তিনি দমদমের কোনও বাগান-বাড়িতে উৎসবরত ছিলেন। এখন আত্মস্থ হতে অন্তত দু' ঘণ্টা তাঁর সময়ের প্রয়োজন হবে। ঐ বাগান-বাড়িতে অবশ্য তাঁর কোন টেলিফোন নেই। তবে এই বাড়িতে একটা টেলিফোন আছে, তাঁদের বাড়ির এই টেলিফোনের নম্বর হচ্ছে বড়বাজার ২৪২৪। গেটের দারোয়ানগণ স্পষ্টতই তাঁদের জানিয়ে দিলে যে এখুনি তাঁকে বিরক্ত করা তাদের পক্ষে অসম্ভব। স্যার মহাতপের তাদের উপর এই রকম কড়া হুকুম আছে। তাঁর এই আদেশের কোনও ব্যতিক্রম করলে তাদের কারোরই আর চাকরি থাকবে না।

অপর দিকে পুলিস অভিযাত্রী বাহিনীর প্রধান বা নেতারূপে প্রণববাবুও তাদের সুস্পষ্টরূপে জানিয়ে দিলেন যে, স্যার মহাতপের জন্য তা' হলে অপেক্ষা না করে এখুনি বলপূর্বক বাড়ি ঢুকে খানাতল্লাসীর কার্য সমাধা করবেন। অগত্যা স্যার মহাতপের বিরাগভাজন হওয়ার ঝুঁকি নিয়েও দারোয়ানদের তাঁকে পুলিসের আগমন-বার্তা জানাতে বাধ্য হতে হ'লো। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট সুপরিচিত ও সম্মানী ব্যক্তি বিধায় রায় স্যার মহাতপ বাহাদুর এ যাবৎ এই সকল নিম্ন পদের রক্ষীদের সঙ্গে সাক্ষাৎভাবে কথোপকথন করাও নিষ্প্রয়োজন মনে করে এসেছেন, কিন্তু এই দিন তিনি ব্যস্তভাবে তাঁদের ডেকে এনে খাস-কামরায় বসিয়ে উৎকণ্ঠিত চিত্তে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কেয়া খবর বাবু সাহেব। হুকুম তো ফরমাইয়ে ?'

'নমস্তে স্যার' প্রণববাবু বললেন, 'মহাবুব আপনার কে ? তিনি আপনাদের কোনও আত্মীয় না কর্মচারী ? তিনি কি আপনাদের এই বাড়িতে থাকেন ?'

'কাহে এ' বাত পুছতা ভাই ?' স্যার মহাতপ বললেন, 'মহাবুব তো আমার লেড়কা হ্যায়। আমার তো ঐ একমাত্রই পুত্র। বাঙালী স্কুলে পড়ে সে তো এখোন বাঙালী বনে গিয়েছে। ওকে এখন মাড়বারী বলে চিনতেই পারবেন না। মেলামেশাও করে বাঙালী লোকদের সাথে, কিন্তু কেনো ! কেনো বলুন তো ?'

'একটা খুনের মামলায় তাকে আমাদের এখুনি প্রয়োজন,' প্রণববাবু জিজ্ঞাসা করলেন, 'তিনি এখন কোথায় আছেন ?'

'এঁ্যা, কেয়া ? কেয়া বোলতা,' স্যার মহাতপ বললেন, 'হামার লেড়কা খুন কিয়া! হাম আভী ল্যাম্বার্ট সাহেবকো টেলিফোঁক করেগা। উস রোজ রেডক্রশমে পঞ্চাশ হাজার রুপেয়া হাম বরবাদ কর দিয়া। আভী আপলোক হামকো এইসেন বেইজ্জতি করেগা, এঁ্যা ? ল্যাম্বার্ট সাহেবকো আভী কাঁহা মিলেগা বলিয়ে। উনকোই

হাম আভী টেলিফোঁক করেগা। আরে বাপরে বাপ! আপ বোলতা কেয়া ?'

'ব্যস্ত হবেন না. স্যার মহাতপ!' প্রণববাবু বললেন, 'এমনও হতে পারে যে আপনার এই একমাত্র লেড়কাই খুন হয়েছে। আমরা ভালোর জন্যেই এখানে এসেছি। এখন আমাদের প্রতিটি প্রশ্নের আপনাকে যথাযথ উত্তর দিতে হবে। এরূপ এক খুনের মামলায় আমাদের প্রয়োজন মত সাহায্য করতে আপনি আইনত বাধ্য।'

'আরে রাম রাম রাজারাম। আপ বোলতা কেয়া!' স্যার মহাতপ উত্তর করলেন, 'উ'তো পয়লা জুন মাহিনায় এক জরুরি কামে কাশীধাম চলে গিয়েছে। ওখানে পৌঁছিয়েই সে একঠো তার ভী হামাকে ভেজিয়ে দিয়েছে। দেখিয়ে না আপ, এই সেই তার হ্যায়।'

তারবার্তাটি পরীক্ষা করে প্রণববাবু দেখলেন যে ওতে লেখা রয়েছে—'অত্যন্ত জরুরি কাম। পঞ্চাশ হাজার টাকা যথা সত্বর পাঠাবেন। তা' না হলে বহু ক্ষতি হবে। আমি এখানে নির্বিঘ্নে পৌঁছিয়েছি। এখানে কাজের সুরাহা দ্রুতগতিতে হবে। আমার শারীরিক অবস্থা খুব ভালো।' তারবার্তাটি উল্টে-পাল্টে দেখে প্রণববাবু বুঝলেন যে, স্টেশনে পৌঁছিয়েই এই তারবার্তা মহাবুববাবু তার পিতৃ-সকাশে প্রেরণ করেছে।

'হুঁ', প্রণববাবু জিজ্ঞেস করলেন, 'আচ্ছা স্যার মহাতপ! এই টাকাটা কি আপনি তাকে পাঠিয়েছেন? মহাবুব ১লা জুন কখন বাড়ি হতে বার হ'লো? স্টেশনে কে তাকে পৌঁছে দিয়ে এল?'

'হাঁ হাঁ ভাই, হামি সব কুছ বলবে!' স্যার মহাতপ উত্তর দিলেন, 'তখুনি টেলিগ্রাফিক মনিঅর্ডারে আমি তাকে টাকা পাঠিয়েছি। সে সেখানে একটা ব্যবসা সংক্রান্ত স্কিমের জন্য জমি সংগ্রহ করতে গিয়েছিল, খুব সম্ভব আশাতীতভাবে সে তা সেখানে সংগ্রহ করেছে। দেরি হলে পাছে ওটা হাতছাড়া হয়ে যায়, সেই

জন্যই বোধ হয় সে এতো জরুরি টাকা চেয়ে পাঠিয়েছে। আউর দুসরী এক বাত আছে এই যে, মহাবুবের গাড়িটা তার নূতন বাঙালী ড্রাইভার আমাদের না'বলে বাইরে নিয়ে কোথায় ধাক্কা লাগিয়ে বিকল করে এনেছে। এ ছাড়া ঐ দিন সকালে দেখা গেল যে আমার গাড়িটারও ইগনেসিয়াম ওআ্যারটা কে কেটে দিয়েছে। তাই তাকে একটা ট্যাক্সি ডেকে স্টেশনে যেতে হয়েছিল। আজ্ঞে হাঁ, এই সব বেয়াদবির জন্যে ঐ ড্রাইভারকে আমি তখুনি বরখাস্ত করতে চেয়েছিলাম। আমার বোধ হয় যে সেই জন্যে রাগ করে সে আমার গাড়িটা খারাপ করে দিতে চেষ্টা করেছিল। মহাবুবের কাছে কান্নাকাটি করায় সে যাবার আগে বরখাস্ত না করে তাকে এক মাসের জন্য বিনা মাইনের ছুটি দিয়ে গিয়েছে। কিন্তু আমি তাকে ঐ রকম বদমায়েস ড্রাইভার আর কিছুতেই এ-বাড়িতে রাখতে দেবো না। আজ্ঞে, না, মহাবুবের সঙ্গে স্টেশনে এ-বাড়ির কেউই যায় নি। বোধ হয় সে-ই কাউকে তার সঙ্গে নিতে চায় নি। মহাবুবের জন্য ঐ ট্যাক্সিটি তার খাস চাপরাশী সবুর সিং ঐ দিন ডেকে এনেছিল। দাঁড়ান, ডেকে দিচ্ছি সবুর সিংকে। এই সবুর—।'

'ওকে এখন ডাকবেন না। ও যেখানে আছে সেখানেই থাক এখন', প্রণববাবু উত্তর করলেন, 'ওকে আমি পরে এই সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করবো। এখন আপনার নিকট হতে আরও কয়েকটি সংবাদের জন্যে আমরা প্রত্যাশী। আচ্ছা, মহাবুববাবু কাশী শহরে এখন কোথায় বাস করছে? তার কি কোনও কুকুর-টুকুর পোষার সখ আছে?'

'এই তো আপনি মুশকিল করছেন বাবু। ঘরকো সব কুছ পাত্তা আপনি লিয়ে নেবেন', স্যার মহাতাপ উত্তর করলেন, 'সে তো মশয় এখোন সেখানে হামার এক বাঙ্গালী বন্ধুর বাড়িতে কিছুদিন থাকবে। উনি হামাদেরই বেনারসের ফার্মের ম্যানেজার আছেন। উনার নাম বরেন্দ্রনারায়ণ রায়। ওঁর কাছ হতে তো

এইমাত্র একটা খত ভী পেলাম। দেখেন না, এই তো সেই খত। হাঁ হাঁ, ও বাত তো ঠিক হ্যায়। কাশী শহরে মহাবুব জিন্দেগীমে এই প্রথম গিয়েছে। আজ্ঞে না, বরেন্দ্রবাবুকে সে পূর্বে কখনও দেখে ভী নেহী। বরেন্দ্রবাবু ভী কোলকাতায় কভী না এসেছে। আজ্ঞে হাঁ, একঠো কাবুলি কুকুর মহাবুব সখ করে পুষেছিল। সে কুকুরটা সে তো তার সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছে। কিন্তু, সাহেব, এতো কথায় হাপনার কি দরকার আছে? আউর এতনা সব বাত আপনাকে আমি বলবে ভী কেন? আজ্ঞে হাঁ, হাঁ, এ বাত আপ জরুর পুছনে সেখতা। হামার এই রহেনেকে কুঠিকো নম্বর ভী ১২৩, আউর হামার টেলিফোঁককে নম্বর ভী ১২৩। এই দুনোকে নম্বর ১২৩ করনেকে বাস্তে হাম এইসেন পঞ্চাশ হাজার রূপেয়া কর দিয়া। লেকেন হামার এই কুঠির নীচু তলাকে টেলিফোঁককে নম্বর ভী তক্ বঃ বঃ ২৪২৪ হ্যায়। হাঁ হাঁ, বলিয়ে, কেয়া বাবু? হাঁ, হাঁ, উস বাত তো আপ পুছনে সেখতা। বরেন্দ্রবাবু কাশীকো পুরানো বাঙ্গালী। তাই খত ভী সে হিন্দিতে লিখেছে। ইস খতমে বরেন্দ্র-বাবু লিখিয়েছেন যে, মহাবুব এখানে আসায় তিনি বহুত খুশী হইয়েছেন। লেকেন ইস খতমে আউর একঠো বাত ভী তিনি বলিয়ে দিয়েছেন। বরেন্দ্রবাবু এক মাহিনা পয়েলা মহাবুবের জন্য কাশী হতে একঠো ভালো পোশাকী থান পাঠিয়েছিলেন। ঐ থান হতে মহাবুব ভী দুইটা বহুত ভারি কোট পান্তলুন বানিয়েছিল। ঐ সাহেবী পোশাক পরে সে বেনারস ভী গিয়েছে। লেকেন বরেন্দ্র-বাবু লিখিয়েছেন যে, উস পোশাক এতনা ছোটা বানানো হইয়েছে যে, বাবাজী কো বদনমে তা বহুত আঁট ভী হইয়ে গিয়েছে। আউর উস পোশাককো হাতা ভী হাত কো উপর বহুত দূর তক উঠিয়ে গিয়েছে। ইস্ বাস্তে বরেন্দ্রবাবু একঠো নয়া কাপড়া মূলকে আউর একঠো পোশাক মহাবুবকো বাস্তে বানাতে ভী দিয়েছেন।'

'ইস্ বাত তো সব হাম সমজ লিয়ে' ঘাড় নেড়ে স্যার মহাতপকে

কথাগুলো বলে প্রণববাবু আবার তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'স্যার মহাতপ। আরও একটি প্রশ্ন আপনাকে আমি করবো। আচ্ছা, আপনি কি ডাক্তার অনুকূল রায়, ডাঃ অমল রাহা আর শ্রীনীহাররঞ্জন পাল নামে কয়েক ব্যক্তিকে চেনেন?'

'কাহে? কাহে?' স্যার মহাতপ ব্যস্ত হয়ে উত্তর করলেন, 'ঐ বাত হামকো আপ কাহে পুছা? জরুর উনলোককো হামি জানেছে। উনলোক সব মিল মিশকো আদমী হ্যায়। সব কই মহাবুবকো ভারী দোস্তভী আছে। হামেসা উনলোক মহাবুবকো পাশ আনাজানা করতা থা। আউর নীহাররঞ্জন পালকে পিতামহ রায় বাহাদুর সাহেবকে সাথ মেরা বহুত জান পছন ভী থে। বেছারা বিশ বছর পয়লা খতম হো গয়া। উনকে সাথ মেরে পিতাজীকে লবণ কো ভারী কারবার ভী থে। ঐ কারবার তো বহুত রোজ বিলকুল খতম হো গয়া। লেকেন উসকো হিসাবমে দশ হাজার রূপেয়া হামলোককো ফার্মে জমা হ্যায়। এতনা রোজ হাইকোর্টকা মামলা কো বাস্তে উনলোক কহিকো এই রূপেয়া আভিতক্ দেনে ভী নেহী সেখা। কয় রোজ পয়লা মহাবুব হামকো বলতে থে যে উস মামলা আভী আদালতে মে একদম পুরা ফয়সলা হো' গয়া। নীহাররঞ্জনবাবু আভী উনলোককো কোলকাত্তাকে কুঠী হামিলককো পাশ বিক্রি কর দেনে মাঙা। ইস্ বাস্তে মহাবুব উনকো সাথ উস কুঠী দেখয়ে ভী এসেছে। আউর উনকো ওয় বহুত পচন্দ ভী হয়ে গিয়েছে। এ তো সব সিদা বাত আছে। আউর আপ কেয়া মাঙতা? হাঁ, বাবু সাব, আপ তো ইয়ে সব বিলকুল ঠিক্ সমজ লিয়েছেন। অনুকূল ডাক্তার ভী উনলোকো ঐ কুঠী দেখনে গিয়ে থে। এইসেন হোনে সে কথা, যে উনকো মতলব থে এহি মোওকামে কুছ দালালী মার লেঙ্গে। হামলোক কারবারী আদমী হ্যায়। ইস্ বাত তো হাম পয়েলাহী সমজ লিয়া। নীহারবাবু আউর মহাবুবকো ইস বাস্তে হুঁশিয়ার ভী হাম্ কর দিয়ে থে।'

এর পর প্রণববাবু স্যার মহাতপের সম্মতি নিয়ে একটি নিরালা স্থানে স্যার মহাতপের দেউড়ির তিনজন গৃহ-পরিচারক এবং অন্যান্য পরিজনবর্গকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে ঘটনা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাবাদ করলেন কিন্তু তাদের কেহই এই হত্যা মামলা সম্পর্কে কোনও উল্লেখযোগ্য বিবৃতি প্রদান করতে পারল না। বাইরের কোনও ব্যক্তি ঐ বাড়ি থেকে থানায় কাকেও টেলিফোন করেছিল কিনা তাও তাদের কেউ তাঁকে জানাতে পারল না। পরিশেষে প্রণববাবু মহাবুববাবুর খাস-বেয়ারা সবুর সিংকে ডেকে গোপনে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করে দিলেন। বহুক্ষণ আমতা-আমতা করে বহুবার থমক খেয়ে সে স্বীকার করে বলল, 'হাঁ, হুজুর! ট্যাক্সিটা আমিই ছোট সাহেবের জন্য ডেকে এনেছিলাম। হাঁ, হুজুর, আমার মনে আছে যে ট্যাক্সির নম্বর ছিল BLT 4444, এর চারটে অক্ষরই চার বলে আমি তা ভুলি নি। ট্যাক্সিটা বহুক্ষণ আমাদের বাড়ির সামনে অপেক্ষা করছিল। সামনে গাড়িটা পেয়ে যাওয়াতে আর অধিক পথ অতিক্রম করি নি।'

'তাই না কি, তা ভালো কথা' প্রণববাবু গম্ভীরভাবে বললেন, 'কিন্তু এখন তো দেখছি তুমি এই ব্যাপারে জড়িয়ে পড়লে। তুমি তো বাপু তাঁর পেয়ারের খাস-চাপরাসী ছিলে। এখন বল দেখি তোমার ছোট সাহেবের স্বভাব-চরিত্র কিরূপ ছিল? তোমার কাছ থেকে যে এতো কথা আমি জানছি, তা অবশ্য আমরা কেউই অন্য কাউকে বলবো না।'

'অভয় দিন কর্তা, আমি কিন্তু নির্দোষ,' ভীত ও সন্ত্রস্ত হয়ে সবুর সিং উত্তর করলে, 'সব কথাই আপনাদের বলে দিচ্ছি হুজুর। কিন্তু এঁরা কেউ তা যেন না জানতে পারেন। কি আর আমি বলবো বাবু, বড়ো ঘরের সব বড়ো কথা। গরীব মানুষ সব আমরা। কেন আমাদের এই সব জিজ্ঞেস করেন? ওঁর ঐ বাঙ্গালী ড্রাইভারটিই এদানী ওঁকে নিয়ে ঘোরাঘুরি করতো, কোনও দিন সে বাবুকে রাত দু'টো তিনটেয় বাড়ি ফিরিয়ে এনেছে। হ্যাঁ, হুজুর, আমরা তাকে

এই সব জিজ্ঞেস করতাম বৈ কি ? কিন্তু আমাদের এই সব কথার কোন উত্তর না দিয়ে শয়তানটা শুধু হাসতো। একদিনও সে আমাদের ভেঙে কিছু বলে নি। বেশির ভাগ সময় আমাদের কর্তাবাবুও দমদমার বাগান-বাড়িতে পড়ে থাকেন। কেন আর ওসব আমাদের জিজ্ঞেস করেন ? হুজুর, ওঁরা হচ্ছেন আমাদের অন্নদাতা। ওঁদের কি নিন্দে করতে আছে ? বুঝতেই তো হুজুর পারছেন সব। না হুজুর, খোকাবাবু পূর্বে এ রকম ছিলেন না। তাঁর বন্ধু অনুকূল ডাক্তার আর ঐ বাঙ্গালী ড্রাইভারটি তাঁকে গোল্লায় দিয়েছে। হাঁ হুজুর, তাহলে ঠিক বুঝেছেন আপনি। ঐ বাঙ্গালী ড্রাইভারকে, ঐ অনুকুল ডাক্তারই যোগাড় করে দিয়েছিল। খোকাবাবুর নিকট যত লোক যাতায়াত করতো, তার মধ্যে নীহারবাবুই একমাত্র ছিলেন সাচ্চা লোক। খুব ছোটকালে তেনারা দু'জনায় এক কনভেন্টে থেকে একত্রে পড়াশুনা করেছিলেন। নীহারবাবু কতো বার আমার সামনেই ছোটবাবুকে সাবধান করে এই সব পথ ছেড়ে দিতে অনুরোধ করেছেন। হ্যাঁ হুজুর, তাই। নীহাররঞ্জনবাবুই একদিন তাঁর দেশের লোক অমলবাবুকে ছোটবাবুর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়েছিলেন। পরে একদিন এই অমল রাহা তাঁর মনিব অনুকূল ডাক্তারকে এনে ছোটবাবুর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন। এর পর থেকে, এঁরা দু'জনা নীহারবাবুর অজ্ঞাতে ছোটবাবুর সঙ্গে দেখা করে তাঁকে নিয়ে যখন-তখন কোথায় বেরিয়ে যেতেন। বেরুবার আগে ছোটবাবু আমাদের সাবধান করে বলে দিতেন, দেখ, আমি ওনাদের সঙ্গে বেড়াতে যাচ্ছি, কিন্তু তুই যেন নীহারবাবুকে এ কথা বলে দিস নি। তা' দুই-একদিন যে নীহারবাবুকে আমি গোপনে এই সব কথা বলে না দিয়েছি তা'ও নয় হুজুর। হ্যাঁ, হুজুর, নীহারবাবু আমাদের ছোটবাবুকে খুব ভালোবাসতেন। অন্যদিকে তেমনি তিনি তাঁকে শ্রদ্ধা ও সমীহও করতেন।'

মহাবুবের খাস-বেয়ারা সবুর সিংএর ভাষণ ধীরভাবে শুনে প্রণববাবু কনকবাবুকে জিজ্ঞেস করলেন, 'কি হে, এতক্ষণ শুনলে তো সব। কিন্তু আসল ব্যাপারটা বুঝলে কিছু?'

'বুঝলাম এইটুকু স্যার', কনকবাবু উত্তর করলেন, 'ব্যাপার ঘোরালো ও গোলমেলে।' গম্ভীরভাবে প্রণববাবু বললেন, 'তাহলে এখন এসো ঐ বাঙালী ড্রাইভারের বাস কক্ষটি এখনি তল্লাস করে ফেলি।'

উভয়ে এইবার মহাবুবের বাঙালী ড্রাইভার রতনবাবুর নির্দিষ্ট কক্ষে দেখলেন যে তার কক্ষে কোনও আসবাবপত্র বা বাক্স-প্যাঁটরা নেই। মনঃক্ষুণ্ণভাবে তারা ফিরে এসে এইবার মহাবুববাবুর ক্ষতিগ্রস্ত মোটরগাড়িটি পরিদর্শন আরম্ভ করলেন। মোটর গাড়ির সম্মুখাংশের স্থানে স্থানে এক্সিডেন্টের কারণে টোল খেয়ে গিয়েছে। ধীরভাবে তার সজ্ঘাতের স্থানটি শক্তিশালী একটি আতসলেনস দ্বারা পরীক্ষা করে প্রণববাবু বুঝলেন- ড্রাইভারের কৈফিয়ত মত এক্সিডেন্ট কোনও বৃক্ষের সঙ্গে ধাক্কায় সংঘটিত হয় নি। একটা নীল রঙের মোটরগাড়ির সঙ্গে সজ্ঘাতের কারণে এটা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। মহাবুববাবুর এই গাড়িটি হলদে রঙের হলেও কিছু কিছু নীলবর্ণ সজ্ঘাতের কারণে অপর গাড়িটি হতে উঠে এসে এই গাড়ির সজ্ঘাত স্থানে সন্নিবেশিত হয়ে গিয়েছে। খুব সম্ভবত এই গাড়ি হতে কিছু হলদে বর্ণও সজ্ঘাতের কারণে অলক্ষ্যে ঐ নীলবর্ণের গাড়ির সজ্ঘাত স্থানে সন্নিবেশিত হয়ে গিয়ে থাকবে। এছাড়া গোময় ও পচা কাদা মিশ্রিত মাটি এই গাড়ির চাকার খাঁজে দেখা যাচ্ছে। খুব সম্ভবত এটা দুর্ঘটনার স্থানের মাটিই হবে। এছাড়া সম্মুখের চাকাতে রক্তের ছিটা ও দু'একটা মাথার চুলও দেখা যায়।

সহসা প্রণববাবুর মনে পড়ল এক সপ্তাহ পূর্বেকার পুলিস গেজেটে প্রকাশিত একটি সংবাদ। ঘটনার বিবরণে বলা হয়েছিল যে, একটি হলদে রঙের নম্বর না জানা মোটরগাড়ি একজন প্রসিদ্ধ

ব্যবসায়ীর নীলবর্ণের মোটরের পিছনে ইচ্ছাকৃতরূপে ধাক্কা লাগিয়ে সেটাকে থামিয়ে দেয়। তার পর ঐ আঘাতকারী শকট হতে চার জন সশস্ত্র ব্যক্তি ঐ ব্যবসায়ীকে বলপূর্বক তাদের ঐ গাড়িতে তুলে তার সর্বস্ব অপহরণ করে তাকে তাদের চলন্ত গাড়ি হতে বাইরে ঠেলে ফেলে দিয়ে বেগে পলায়ন করে। তদন্তকালে ঐ ব্যবসায়ীর মোটরগাড়ির পিছনের সঙ্ঘাত স্থানে কিছু হরিদ্রা বর্ণের চিহ্ন বৈজ্ঞানিকগণ তাঁদের সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে আবিষ্কার করতে পেরেছেন। প্রণববাবুর আরও মনে পড়ল ঐ গেজেটেই প্রকাশিত অপর একটি চমকপ্রদ মোটর ডাকাতির কথা। এই দ্বিতীয় ঘটনার সংবাদে বলা হয়েছে যে, দোকানের কাঁচা আলকাতরা মাখানো দুয়ারে মোটর গাড়ির পিছনটি ঠেকিয়ে দিয়ে সজোরে ব্যাক করার ফলে ঐ দোকানের দরজা হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ে এবং তার পর গাড়ি হতে ছয় ব্যক্তি নেমে পিস্তল দেখিয়ে নিদ্রিত দোকানীর সর্বস্ব অপহরণ করে ঐ মোটরযোগেই দ্রুত ঘটনাস্থল ত্যাগ করেছে। প্রণববাবু এইবার সন্দিগ্ধ হয়ে উঠে মহাবুববাবুর এই মোটরগাড়িটির পিছন পরীক্ষা করে দেখলেন যে গাড়ির পিছনে বেশ কিছু আলকাতরার চাপড়া তখনও পর্যন্ত সন্নিবেশিত হয়ে রয়েছে।

সমুদয় তথ্য বিবেচনা করে প্রণববাবু বুঝে নিতে পারলেন যে, এরা একদল সঙ্ঘবদ্ধ শিক্ষিত দস্যু ও খুনে। খুব সম্ভবত, কলকাতা ও মফঃস্বলের বহু সংখ্যক সাম্প্রতিক হত্যাকাণ্ড, ডাকাতি ও রাহাজানির জন্য প্রধানত এরাই দায়ী। প্রণববাবু এইবার গাড়ির ভিতরটি তল্লাস করে তার সম্মুখের খোপ হতে একটি মোটা খাতা বার করে সে পরীক্ষা করে বুঝলেন যে, মহাবুববাবুর নির্দেশ মতো এ খাতায় প্রতিদিনকার পেট্রোলের খরচ লেখা হয়েছে। খাতাটি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা করে প্রণববাবু দেখলেন যে, তাতে বহুবার লেখা হয়েছে, 'বড়বাজারের বাড়ি হতে চিঁড়িয়া মোড়, চিৎপুর।' প্রণববাবুর এ হতে বুঝতে বাকি রইল না যে, মহাবুব-

বাবুর সেইখানে কোথাও একটি গোপন ঘাঁটি আছে এবং যে কোন কারণেই হোক তিনি ঐ স্থানে ঘন ঘন যাতায়াত করেছেন। প্রণববাবু এই খাতাটি কনকবাবুর চোখের সামনে মেলে ধরে বললেন, 'এই খাতার লেখাগুলো ভালো করে পড়ে দেখতে হবে। এখন বেশ বোঝা যাচ্ছে যে এই গাড়িতে এরা অনেকগুলি ডাকাতি কার্য সমাধা করেছে। জমাদার রাম সিং মহাবুবের গাড়িটা একটা প্রামাণ্য-দ্রব্যরূপে থানায় নিয়ে যাক। ওটি এই মামলায় আদালতে একটি উল্লেখযোগ্য প্রধান প্রদর্শনী দ্রব্যরূপে বিবেচিত হবে। এই গাড়ির টায়ারের ক্ষয়ক্ষতি অনুসরণ করে আমাদের এ'ও বুঝে নিতে হবে যে এই গাড়িতেই মৃতদেহ পাচার করা হয়েছে কি না। এমনও হতে পারে যে, এই গাড়িরই চাকার টায়ারের দাগ আমরা পোড়ো বাড়ির সম্মুখের রাস্তায় উৎকীর্ণ দেখেছি। এখন এখানে আর দেরি না করে তাড়াতাড়ি এসো। বাকি সান্ত্রীদের নিয়ে এখান থেকে আমাদের সোজা চিঁড়িয়ার মোড়ে যেতে হবে। হয়ত সেইখানে আমাদের একদল দুর্দান্ত দস্যুর সম্মুখীন হতে হবে, তবে তাতে ভয় পাবার কিছু নেই। আমাদের নিকট সর্বসমেত দশ-বারোটি আগ্নেয়াস্ত্র আছে। চলো চলো, এখুনি চলো, আর দেরি করো না।'

রক্ষীভর্তি ট্রাক বিখ্যাত চিঁড়িয়া মোড়ে দাঁড়ানো মাত্র একদল ভিড়বিলাসী লোক নিমেষে পুলিস বাহিনীকে ঘিরে দাঁড়ালো। এদের মধ্যে একজন ছিল এ পাড়ার নামকরা গুণ্ডা। বন্ধুবান্ধবরা আদর ক'রে তার নাম দিয়েছে 'ছিনতাই মাধু।' 'ছিনতাই' খেতাবটি ছিল তার বিশেষ গর্বের সামগ্রী। কিন্তু ইদানীং কোনও কারণে সে একটু পুলিস-ঘেঁষা হয়ে পড়েছে। পুলিসের গাড়ি দেখে এগিয়ে এসে সে বলল, 'আমার নাম স্যার ছিনতাই মাধু। কেউ কেউ আমাকে

টর্পেডো মাধুও বলে ডাকে। দরকার হলে টর্পেডোর মতো আমি বদমায়েসদের ঘাড়ে লাফিয়ে পড়ি। আমাদের এখানকার থানার বড়ো বাবুকে আমি কতো কতো ভালো খবর দিয়েছি। আপনাদের যা দরকার তা আমাকে বললেই আমি সব ঠিক করে দেবো। আপনারা কি সেইদিনকার সেই ঘটনার তদন্তে এসেছেন? এখানকার থানাব পুলিস তো বহুবার এখানে আমাদেব জিজ্ঞেস করে গিয়েছে। এখন আপনারা আবার কোথা থেকে এলেন? ওঃ, কি বলবো মশাই, এখনো গা শিউরে ওঠে! তারা লোকটাকে কিনা হিঁচড়ুতে হিঁচড়ুতে তাদের গাড়িতে তুলে নিয়ে চলে গেল। আমরা এগিয়ে ভদ্রলোককে সাহায্য করতে যাবো কি? ওদের একটা লোক তুই বগলে তুটো স্টেন-গান বাগিয়ে বলে উঠল, 'খবরদার! একজন মাত্র এদিকে এগিয়ে এলে আমবা একশো লোককে স্প্রে করে শেষ করে দিয়ে যাবো। দেখছো তো তোমরা এ তুটো কি?'

ছিনতাই মাধুর কথায় প্রণববাবু লজ্জিত হয়ে মনে মনে ভাবলেন, তাইতো! নিকটেরই একটা থানার এলাকায় এই ঘটনা ঘটলেও তিনি এতদিন এই ঘটনাটা সম্বন্ধে কিছুই জানতে পারেন নি। হয়তো এই লোকটিকেই অপহরণ করে তাকে হত্যা করে দস্যুরা ঐ পোড়ো বাড়িতে ফেলে রেখে গিয়ে থাকবে। প্রণববাবু মনে মনে ভেবে রেখেছিলেন এই পল্লীর প্রতিটি বাড়ির তুয়ারে তুয়ারে তদন্ত করে খুজে বার করবেন যে এই পল্লীতে মহাবুববাবুর কোন বাড়িটিতে যাতায়াত ছিল। এখন এই অযাচিত সংবাদে আত্মহারা হয়ে তিনি শকট হতে নেমে লোকটিকে জিজ্ঞেস করলেন, 'আচ্ছা, ডাকাতদের সেই গাড়িটার নম্বর কত ছিল তা কেউ দেখেছে?'

'আজ্ঞে হাঁ, তাদের ঐ ট্যাক্সিটি এখানে আমি নিজেই দেখেছি। ওর নম্বর আমার মনে আছে। এই ট্যাক্সির নম্বর B L T 4444 ছিল। আমার মতে মশাই', ছিনতাই সাধু উত্তর করল, 'এরা

সব্বাই এক দলেরই লোক মনে হয়। একজন কোট-প্যান্টলেন-পরা ভদ্রলোক ট্যাক্সি করে ঐ বাড়িটার ফটকে এসে নামল। এর পর ট্যাক্সিটিকে অপেক্ষা করতে বলে সে গট গট করে ভিতরে চলে যাচ্ছিল। এমন সময় কোথা হতে একটা মুখোশ-পরা লোক এসে পিছন হতে তাঁর মাথার ডান পাশ ঘেঁষে এক ডাণ্ডা বসিয়ে দিলে। ভদ্রলোক পিছন ফিরে ডাণ্ডা হাতে লোকটাকে দেখে ছুটে ভেতরে চলে গেল। এই সময় আবার জন দশ-বারো লোক কোথা হতে এসে তার পেছন পেছন তাকে তাড়া করে ঐ বাড়িটার ভেতরে ঢুকল। কিন্তু আমি মশাই এই সব অনাচার আমাদের পাড়ায় হতে দেবো কেন ? অন্য পাড়ার লোক এসে আমাদের পাড়ায় হামলা করে যাবে, এ মশাই, আমাদের সহ্যের বাইরে। এদিকে আমাদের কেলাবের শরৎদাও ভাগ্যি এসে পড়েছিল! আমরা দু'জনায় মিলে পরিত্রাহি চিৎকার শুরু করে দিলাম, 'চোর চোর চোর।' আমাদের চিৎকার শুনে লোকগুলো বাড়ির দক্ষিণ দিককার পাঁচিল টপকে রাস্তায় নেমে সেই ভদ্রলোকের আনা ট্যাক্সি গাড়ি করেই কিনা পালিয়ে গেল। এর পর আমরা দৌড়ে আমাদের দু'নম্বরের কেলাবে এসে কেলো, ভুলো, সতু আর মধুকে সঙ্গে করে এইখানে ফিরে এসে দেখি যে সেই আহত ভদ্রলোক মাথায় ব্যাণ্ডেজ বেঁধে ঐ বাড়ির গেট হতে বার হয়ে আসছে। ভদ্রলোক হাঁফাতে বেরিয়ে এসে চেঁচিয়ে উঠলেন, এই ট্যাক্সি, কাঁহা হো, কাঁহা গিয়া ? আমরা এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছিলাম, আরে মশাই ব্যাপার কি ? এমন সময় সেই ট্যাক্সিটাই মশাই, আবার কোথা হতে সেখানে এসে হাজির। ট্যাক্সিটার পিছন পিছন আরও দুটো ট্যাক্সি সেখানে এসে গেল। তার পর মশাই ঐ সব গাড়ি হতে ছয়-সাত জন লোক নেমে ভদ্র-লোককে ঐ গাড়িটাতে টেনে তুলে আমাদের স্টেন-গান দেখিয়ে হুস্ হুস্ করে কোথায় যে উধাও হয়ে গেল! আমাদের কাছে তখন মশাই একটা ছোট হাতবোমাও নেই। আর আপনাদের

উৎপাতে তা' একটা ছুটো রাখবার উপায় নেই। এখন এ জন্মে আমাদের দোষ দিলে হবে কি? আরে শুনুন, আরও অনেক কথা বলবার আছে। এইখানেই সব শেষ হয় নি, মশাই! আমরা তখুনি স্থানীয় থানায় গিয়ে বহু সিপাহী আর বড়ো বাবুকে সঙ্গে ক'রে ফিরে এসে শুনলাম যে, এখানে আর এক তাজ্জব ব্যাপার ঘটে গিয়েছে। ওদের একখানা ট্যাক্সিতে কয়েকজন ডাকাত এইখানে কিছু পরেই ফিরে এসে তন্ন তন্ন করে সেই বাড়ি তল্লাসী করে গিয়েছে, কিন্তু সেইখানে কাউকে না পেয়ে তারা যাবার সময় আর এক কাণ্ড করে গিয়েছে। পাড়ার হরো মিস্ত্রীর বৌ পুকুরপাড়ে বসে বাসন মাজছিল। তার মুখে গামছা বেঁধে পাঁজাকোলা করে তাকে গাড়িতে তুলে নিমিষে তারা অন্তর্ধান হয়েছে।'

'বলো কি, এঁ্যা? এ তো সাঙ্ঘাতিক কথা?' প্রণববাবু বললেন, 'তা' হরো মিস্ত্রীর বৌ'কে পাওয়া গিয়েছে?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, তাকে পাওয়া গিয়েছে,' ছিনতাই মাধু উত্তর করলে, 'পরদিন বিকালে সে নিজেই ফিরে আসে। তাকে তারা একবার এ-গাড়িতে, একবার ও-গাড়িতে, তুলে সকলে মিলে তার উপর অকথ্য অত্যাচার করে। তার পর তারা তাদের একটা গাড়ি খুব জোরে চালিয়ে দিয়ে, সেই চলন্ত গাড়ি থেকে তাকে ঠেলে বাইরে ফেলে দেয়। দু'জন পথচারী তরকারিওয়ালী তাকে এই অবস্থায় পেয়ে দয়া করে বাড়িতে পৌঁছিয়ে দিয়েছে। ভাগ্যিস হরো মিস্ত্রী আমাদের মতন ভদ্দর লোকের ঘরে জন্মগ্রহণ করে নি। তাই না সে তার নিরপরাধ বৌকে পুনরায় সাগ্রহে স্বগৃহে গ্রহণ করলে। এরূপ ছুটো ঘটনা ঘটায় থানায় বড়োবাবু দয়া করে এখন এখানে সশস্ত্র সিপাহী মোতায়েন করে দিয়ে গিয়েছেন। ঐ দেখুন না, এরা সব ঐখানে এখনও মোতায়েন রয়েছে।'

নিকটে একটি বটগাছের তলায় বেঞ্চিতে বসে কয়েকজন রাইফেলধারী সিপাহী তাস খেলে সময় কাটাচ্ছিল। তাদের দিকে

একবার দৃষ্টিপাত করে প্রণববাবু বললেন, 'দেখো কনক! এই কয় মাসে যতোগুলো খুন জখম ডাকাতি অপহরণ ও বলাৎকার অপরাধ শহর, শহরতলী ও পল্লী অঞ্চলে সঙ্ঘটিত হ'লো, তার সবগুলির অপরাধ-পদ্ধতিই কিন্তু এইপ্রকারের। এই একই অপরাধ-পদ্ধতি হতে বোঝা যাচ্ছে যে, এই সব কয়টি অপরাধই একই অপরাধী দল কর্তৃক সমাধিত হয়েছে। এরা দল বেঁধে এক এক দিন এক এক দিকে রাত্রিযোগে বার হয়। প্রথমে এক রাস্তা বা গ্যারেজ হতে মোটর গাড়ি চুরি করে, তার পর পেট্রোল দোকান ভেঙে তেল ও অর্থাপহরণ করে। এ ছাড়া পথিমধ্যে ভালো শিকার পেলে এরা আগ্নেয়াস্ত্র সহযোগে রাহাজানি ও ডাকাতিও করে থাকে। শুধু তাই নয়, উপরোক্ত উপায়ে নারীহরণ ও নির্যাতন এবং অর্থের বিনিময়ে পেশাদারী হত্যাকার্যেও এরা সিদ্ধহস্ত। এদের অপকার্যের বিশেষত্ব হচ্ছে অকারণে বেপরোয়া ভাব ও অমানুষিক নিষ্ঠুরতা। আচ্ছা, এই ঘটনা সম্পর্কে ফিরবার সময় স্থানীয় থানায় সংবাদ নিলেই হবে। এখন চলো, ঐ বাড়িটা আমরা ভালো করে তল্লাসী করে আসি।'

প্রণব ও কনকবাবু এই বাড়ির গেটের ভিতরের প্রাঙ্গণে এসে দেখলেন, মূল বাড়িটির একমাত্র দরজার সম্মুখে ভূমির উপর বহু আধ-ভাঙা ইট ও আসবাবপত্রের ভাঙা টুকরো ছড়ানো রয়েছে। দেখলে মনে হবে যে, উপর হতে ঐ সকল দ্রব্য ছুঁড়ে নিচে ফেলা হয়েছে। দুই-একটি ভাঙা ইটের টুকরোতে তখনও পর্যন্ত মনুষ্যরক্তের চিহ্ন বর্তমান দেখা যায়। দ্রব্যগুলি সাবধানে পরীক্ষা করে তাঁরা লক্ষ্য করলেন যে, দুয়ারের পিছনে কয়েকটি বড়ো বড়ো বাক্স, ঠেকা দেবার মতো কাঠ ও আসবাবপত্র দুই দিকে জড়ো করা রয়েছে। একতলার কক্ষসমূহের প্রায় সমুদয় আসবাবপত্র অকারণে বার করে এনে এইখানে জড়ো করা হয়েছে। দেখলে মনে হয় যে বাড়ির এই প্রবেশ-পথটি অবরোধ করবার জন্যেই যেন এইগুলি এখানে জড়ো করা হয়েছিল। পরে কোনও প্রকারে একজন মাত্র মানুষের

গমনাগমনের মতো পথ করে নেবার জন্য যেন ওগুলিকে দুই পাশে যথাসম্ভব ঠেলে সরিয়ে রাখা হয়েছে। প্রণববাবু এইবার দুয়ারের ভিতরের খিলটি পরীক্ষা করে বুঝলেন যে, ওটি ভেঙে না গেলেও প্রায় মচকানো। এছাড়া দুয়ারের কপাটদ্বয়ের বহিরাংশে বহু আঘাতের চিহ্নও দেখা যায়। চিন্তা করতে করতে প্রণব ও কনকবাবু বাড়িটির দ্বিতলে এসে দেখলেন যে, সেখানে একটি হলঘরের দুই পাশে দুটি সুসজ্জিত কক্ষ রয়েছে। পূর্বদিকের ঘরটিতে প্রবেশ করে তাঁরা বুঝলেন অন্তত সাত-আটদিন যাবৎ তা অপরিষ্কৃত আছে। খুব সম্ভব এই সময়টুকুর মধ্যে ঘরটা একেবারেই ব্যবহৃত হয় নি। কিন্তু দ্বিতলের দক্ষিণ দিকের কক্ষটি সম্পর্কে এই কথা বলা চলে না।

'হুঁ,' গম্ভীরভাবে প্রণববাবু বললেন, 'দেখা যাচ্ছে যে একজন পুরুষ ও একজন নারী কয়েক দিন যাবৎ এইখানে একত্রে বসবাস করছিল।'

'হ্যাঁ স্যার, তাই হবে,' কনকবাবু উত্তর করলেন, 'এই দেখুন, একটি অসমাপ্ত চিঠিও কোণের টেবিলে পাওয়া গেল। বোঝা যাচ্ছে যে কোনও এক নারী এই চিঠি লেখা শেষ না করেই উঠে পড়েছিল।'

'তাই না কি, দেখি দেখি,' বলে প্রণববাবু সেই অর্ধসমাপ্ত চিঠিটি কনকবাবুর নিকট হতে গ্রহণ করে তা পাঠ করতে লাগলেন। অর্ধসমাপ্ত চিঠিটিতে বাঁকা বাঁকা অক্ষরে নারীর হাতে লেখা ছিল: "প্রিয় বান্ধবী কুমু! আমি জানি যে এই পত্র তোমাকে নিদারুণ আঘাত দেবে। কিন্তু তোমাকেও আমি কম ভালোবাসি না, তাই তোমাকে সাবধান করে জানাতে বাধ্য হচ্ছি যে আমাদের পূর্ব পরিকল্পনা মতো তুমি ডাঃ অমল রাহার সঙ্গে গৃহত্যাগ করে যেন চলে এসো না। আমি জানি যে তুমি তাকে কতোখানি ভালোবেসে ফেলেছো। কিন্তু সে তোমাকে কোনও দিনই ভালোবাসে নি। সে তোমার সঙ্গে অভিনয় করেছে মাত্র।

মেয়েরা অভিনয় করলেও তার মধ্যে অভিনয়ের একটা ভাব বর্তমান থাকে। একেবারে চিত্ত-বিভ্রম না ঘটলে বুদ্ধিমান পুরুষ ইচ্ছা করলে তাদের সেই অভিনয় অনায়াসে ধরে ফেলতে পারে। এর কারণ মেয়েরা অভিনয় করে, পুরুষকে জয় করতে, তাদের সমূলে বিনাশ করতে তা তারা করে না। কিন্তু পুরুষদের অভিনয়ের মধ্যে বোধহয় আরও অধিক নিপুণতা থাকে। তাই মেয়েরা তা' ধরে ফেলতে কদাচ সক্ষম হয়েছে। তা' ছাড়া মানুষ ঠকে তখনই, যখন কিনা সে কাউকে ভালোবেসে ফেলে। এই সত্য আমি এই কয় দিনের নিদারুণ অভিজ্ঞতা থেকে উপলব্ধি করেছি। তাই তোমাকে আমি সময় থাকতে সাবধান করে দিতে চাই। তোমার তথাকথিত প্রিয়তম ডাক্তার অমল রাহা একজন দস্যু-সর্দার ব্যতীত আর কিছুই নয়। এ'ছাড়া নারীর দেহ-মন নিয়ে ছিনিমিনি খেলাও তার এক অন্যতম ব্যবসা। তার মনিব অনুকূল ডাক্তারকে বরং এতটা খারাপ বলে আমার মনে হ'লো না। তবে এই সব অকাজ-কুকাজ যে তাঁর অজ্ঞাতে সমাধা হয় তা তো আমার মনে হয় না। সাধারণত এরা অপরকে দিয়ে মেয়েদের ফুসলে বার করে এনে তাদের আড্ডায় তুলে তাদের সর্বনাশ করে থাকে। এই ব্যবসায়ে প্রথমে এরা এক বিশেষ পরিস্থিতির সৃষ্টি করে। যেন কোন এক অজ্ঞাত দুর্বৃত্ত তাদের অজ্ঞাতে মেয়েটির উপর অত্যাচার করে গেল। কিন্তু এদের প্রকৃত উদ্দেশ্য থাকে এইভাবে জোর করে মেয়েদের মনের সংস্কার ভেঙে দেওয়া। এরপর এরা সহানুভূতিশীল হয়ে এই লজ্জাকর ঘটনা মেয়েদের চেপে যেতে উপদেশ দিয়ে থাকে। তারপর ধীরে ধীরে ছলে বলে কৌশলে এই সব মেয়েদের আয়ত্তে এনে ধনী ব্যক্তিদের নিকট তাদের গোপনে এনে তাদের দ্বারা পয়সা উপার্জন করে। কিন্তু আমাদের এই পাপপুরীতে ভুলিয়ে আনার মধ্যে অমল রাহার কি উদ্দেশ্য ছিল? আমার বিশ্বাস এই যে নীহারদা'র জ্ঞাতি-শত্রু দুর্দান্ত

জমিদারপুত্র নবীন সরকারের এতে প্রত্যক্ষরূপ ষড়যন্ত্র আছে। মামলায় হার হওয়ার পর হতে এদানি অমলদার সঙ্গে তার যতো হৃদ্যতা দেখা যায়। এইবার এই সম্পর্কে আমার নিজের অভিজ্ঞতা তোমাকে বলবো ভাই। আমরা অমলদার সঙ্গে কোলকাতায় এসে প্রথমে অনুকুল ডাক্তারের স্ত্রী রমা দেবীর বাড়ি যাই। কিন্তু ভদ্রমহিলা আমাদের সেখানে আশ্রয় দিতে সরাসরি অস্বীকার করেন। অমলদা তখন আমাদের অপর একটি বৃহৎ বাড়িতে এনে তুলল। একটি কক্ষে আমাকে রেখে সে নীহারদাকে নিয়ে কিছু কিনতে বার হয়ে গেল এবং তারপরই সহসা সেখানে উপস্থিত হ'লো একজন সাহেববেশী ভদ্রলোক। অসৎ উদ্দেশ্যে ভদ্রলোক আমার দিকে এগিয়ে আসা মাত্র আমি বুঝতে পারলাম যে, অমলদার যোগসাজসে সে এই কাজে সাহসী হয়েছে। আমি তখন সুস্পষ্ট ভাষায় তাকে জানিয়ে দিলাম, 'বাপু, আমি একজন ভীরু বা দুর্বল মেয়ে নই। আমি একজন পাড়াগাঁয়ের ডাকসাইটে গেছো মেয়ে। আর একটু এগিয়ে এলে কামড়ে আঁচড়ে আমি তোমাকে টুকরো টুকরো করে ফেলবো। ভদ্রলোক আমার এই দুর্দান্ত বাণী শুনে ও আমার এই উগ্র মূর্তিতে ভড়কে আত্মস্থ হয়ে ক্ষমা চেয়ে বললে, 'আমি যতোই অধঃপাতে যাই না কেন, আসলে আমি একজন ভদ্রলোকের ছেলে, এরা আপনার সম্বন্ধে আমাকে ভুল বুঝিয়েছিল। কিন্তু এই পাপপুরীতে আপনি কোথা হতে এলেন ?' এরপর সে নীহারদার নাম শোনা মাত্র আমার পা ছুঁয়ে অনুরোধ করলে, আমি কারো কাছে এই সম্বন্ধে যেন কোনও তথ্য না প্রকাশ করি। সৌভাগ্যক্রমে একদিন সে নীহারদা'র একজন ধনী সহপাঠী ছিল। সকল কথা শুনে সে আমাকে বললে, 'বৌদি আর তিলমাত্র এখানে দেরি করলে জীবনে এখান হতে বার হতে পারবেন না। আপনার ভাবী স্বামী নীহারবাবুরও জীবন এখানে কিছুতেই রক্ষা পাবে না।' আমি দিক্‌বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হয়ে তার সঙ্গে রাস্তায় বার

হয়ে দেখি যে নীহারদা একাই ঐ বাড়িতে ফিরে আসছেন। এর পর আমরা দুজনে ঐ সাহেবী পোশাক পরা ভদ্রলোকের ভাড়া-করা এই বাড়িটাতে আশ্র”--

প্রণববাবু লক্ষ্য করলেন, ফাউনটেন পেনটি পর্যন্ত তখনও খোলা অবস্থায় টেবিলের উপর পড়ে রয়েছে। ফাউনটেন পেনের কালির রঙ পরীক্ষা করতে করতে প্রণববাবু পত্রের বিষয়-বস্তুর প্রকৃত অর্থ চিন্তা করছিলেন। এমন সময় কনকবাবু ড্রেসিং টেবিলের এক পাশ হতে একটি নূতন রঙিন পাড় শাড়ি তুলে বলে উঠলেন, 'এই আর এক কাণ্ড দেখুন স্যার, এই শাড়ির এক পাশের পাড় সহ এতটুকু কাপড়েরই একটা রক্তমাখা ব্যাণ্ডেজ আমরা ঐ পোড়ো বাড়ির বাগানে পেয়েছি। ঐ ব্যাণ্ডেজের পরিমাপ ও পাড়ের প্যাটার্ন হতে বোঝা যায় যে, ওটা এই কাপড় হতেই ছিঁড়ে নেওয়া হয়েছে। তাহ'লে তো স্যার দেখছি যে এ এক মহা তাজ্জব ব্যাপার। আরও একটা জিনিস এখানে দেখুন, স্যার, টেবিলের উপর একটা খামে ভরা রয়েছে পয়লা জুনে কেনা তিনখানি কলকাতা হতে বেনারসের ফার্স্ট ক্লাসের রেলওয়ে টিকিট। তা'হলে এঁদের তিনজনে ঐ দিন বেনারস পাড়ি দেবার জন্যে প্রস্তুত ছিলেন। কিন্তু এতো দাম দিয়ে টিকিট কিনে যাত্রা স্থগিত রাখবারই বা কারণ কি?'

কক্ষটির এক কোণে রাখা বাঁধাছাটা দুইটি তোরঙ্গ এবং প্রয়োজনীয় সদ্যক্রীত তৈজসপত্র ও শয্যা-সামগ্রীর প্রতি দৃষ্টিপাত করে প্রণববাবু বললেন, 'তা'হলে বোঝা গেল যে, নীহাররঞ্জন ও তাঁর বাগ্‌দত্তা তাঁদের ঐ বন্ধুর পূর্বেকার এই নিরালা প্রমোদভবনে কয়েক দিন যাবৎ বসবাস করছিলেন। এই দিন সন্ধ্যায় তাঁদের ঐ হিতৈষী বন্ধু নিরাপত্তার জন্যে তাঁদের নিয়ে কাশী যাবার জন্যে প্রস্তুত হয়ে এসেছিলেন। কিন্তু পথিমধ্যে তাঁকে একজন দস্যু সহসা আক্রমণ করে তাঁর মাথা ফাটিয়ে দেয়। ভদ্রলোক প্রাণভয়ে ঐ বাড়ির মধ্যে ঢুকে পড়লে দস্যুরাও তাঁর পিছন পিছন তাড়া করে

এসেছে। ভদ্রলোক মূল বাড়িটাতে ঢুকে দরজাটা ভিতর হতে বন্ধ করে দেন। কিন্তু দস্যুরা ঐ দরজাটা ভেঙে ফেলতে চেষ্টা করে। তখন নীহারবাবু ও তাঁর হিতৈষী বন্ধু দরজা শক্ত করবার জন্যে আসবাবপত্র ওর পেছনে জড়ো করে রাখেন। এই সময় তাদের সাহায্যার্থে নীহারবাবুর প্রণয়িনী উপর হতে ইষ্টক বর্ষণ করে দস্যুদের বাধাও দিয়েছে। এরপর নীহারবাবুর প্রণয়িনী দয়াপরবশ হয়ে একটি রুমাল দুই ভাঁজ করে তাঁদের এই উপকারী বন্ধুর কপালের ক্ষতস্থানে রেখে আপন পরিধেয় শাড়ি হতে কিছু অংশ ছিঁড়ে তৎক্ষণাৎ তা দিয়ে তাঁর মাথাটা বেঁধে দেয়। ইতিমধ্যে বোধ হয় পাড়ার ছেলেদের চিৎকারে দস্যুরা পলায়ন করেছিল। এই সুযোগে তাঁদের ঐ হিতৈষী বন্ধু বাইরে বেরিয়ে তাঁর ট্যাক্সিটার জন্য খোঁজাখুঁজি করেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল গাড়িটা প্রাঙ্গণে এনে তাঁর বন্ধু ও বান্ধবীকে তাতে তুলে কাশীধামে যাবার উদ্দেশ্যে হাওড়া স্টেশনে যাওয়া। কিন্তু ইতিমধ্যে দস্যুগণ আরও অধিক সংখ্যায় এসে তাঁকে রাস্তায় পাকড়াও করে অপহরণ করে নিয়ে যায়। পরে দস্যুদের অপর একদল ঐ স্থানে পুনরায় এসে নীহার-রঞ্জন ও তাঁর প্রণয়িনীকে পাকড়াও করতে চেষ্টা করে। কিন্তু তাঁরা ইতিমধ্যে তাঁদের দ্রব্যাদি ফেলে এক কাপড়ে ঐ স্থান ত্যাগ করে পলায়ন করেন। তবে পথিমধ্যে দস্যুরা তাঁদের পাকড়াও করতে পেরেছিল কি না তা' কিছু বোঝা গেল না।'

প্রণববাবুর এই মামলা সম্পর্কীয় তথ্য বিশ্লেষণে মুগ্ধ হয়ে কনকবাবু অভিমত প্রকাশ করলেন, 'তা'হলে বোধ হয় নীহাররঞ্জনই স্যার খুন হয়েছে। আমার মতে নীহারবাবুকেই দস্যুরা খুন করেছে। তাঁদের সেই হিতৈষী বন্ধুকে তারা অপহরণ ক'রলেও খুন করে নি। অপহৃত ব্যক্তি যে তাদের ঐ হিতৈষী বন্ধুই—তার প্রমাণ তো আমরা পেয়েছি?'

'হুঁ, তা' বটে', প্রণববাবু উত্তর করলেন, 'কিন্তু কামবৃত্তি ও

হিংসা-বৃত্তির একত্রে অবস্থিতি এই প্রথম দেখলাম। যত দূর বোঝা যায় এই দস্যুদলে দু' প্রকারের ব্যক্তি আছে। এক দল যৌনজ এবং অপর দল অযৌনজ অপরাধে আগ্রহী। এখন এসো দেখি, ওদের ঐ তোরঙ্গ দুটোর চাবি ভেঙে তল্লাস করে ফেলি।'

তোরঙ্গ দুটি তল্লাস করে ভিতরের দ্রব্যাদি হতে বোঝা গেল যে তাদের একটি নীহাররঞ্জনের এবং অপরটি তাঁর এক বাগ্‌দত্তা নারীর। পূর্বোক্ত তোরঙ্গ হতে তাঁরা খামে-ভরা একটি চিত্তাকর্ষক পত্র উদ্ধার করলেন। পত্রটির তারিখ ও ছাপ হতে বোঝা যায় যে, নীহাররঞ্জনকে আজ হতে প্রায় বিশ দিন আগে সেটা ডাকযোগে পাঠানো হয়েছিল। পত্রটি উল্টে-পাল্টে পড়ে প্রণববাবু দেখলেন তাতে লেখা আছে, "সাতরাজার ধন মানিক, তার চেয়েও প্রিয় আমার! আমার বাবা ইতিমধ্যে আমাদের প্রণয়-সংক্রান্ত সকল সমাচার জানতে পেরে গেছেন। তুমি এখুনি আমাকে এখান হতে কলকাতায় নিয়ে যাও। আমার বান্ধবীর প্রেমাস্পদ ডাঃ অমল রাহা এই বিষয়ে প্রয়োজনীয় সকল ব্যবস্থা করে দেবে। অন্যথায় আমার পিতা তোমার জ্ঞাতি-শত্রু জমিদারপুত্র নবীন সরকারের সহযোগে তোমাকে স্বয়ং বা লোক-মারফত খুন করবেন। এইরূপ এক ষড়যন্ত্রের কথা আমার বান্ধবী রায়বাবুদের বাড়ি হতে কাল শুনে এসেছে। আমার বাবার ইচ্ছে, আমার সঙ্গে তোমার ঐ গুণধর ভ্রাতা জমিদারপুত্র নবীন সরকারের বিবাহ দেন। ওর সঙ্গে আমার বিবাহের দিন পর্যন্ত বাবা প্রায় পাকা করে এনেছেন। কিন্তু তার পূর্বে আমি ঐ দীঘির কালো জলে প্রাণ বিসর্জন দেবো। আমি আমার স্বামীরূপে কোনও ধনী ব্যক্তিকে কামনা করি নি। আমি চেয়েছি মাত্র একজন খাঁটি মানুষকে—ইতি তোমারই—"

'তা'হলে কি', প্রণববাবু বললেন, 'জমিদারপুত্র নবীন সরকার কর্তৃক তার মাসতুতো ভাই নীহাররঞ্জন অপহৃত হয়ে নিহত হ'লো? তবে বোঝা যায় যে নবীন সরকার স্বহস্তে এই কার্য সমাধা করে নি,

খুব সম্ভব সে অমল ডাক্তারের সহযোগিতায় এই হত্যাকার্য সমাধা করেছে। এ ছাড়া এই হত্যাকার্য অনুকূল ডাক্তারের অজ্ঞাতে সমাধা হওয়াও সম্ভব। তাই তো বলি, যে অনুকূল ডাক্তার কি কয় বৎসরে এতো বড় একজন শয়তানে পরিণত হবে? হাজার হোক সুষমার মতো একজন সাধ্বী নারীর স্বামী তো সে বটে! এই জন্যে তোমায় বলি কনক যে চিঠিপত্র যা পাবে তা' সংগ্রহ করে নেবে। এই সব মরা কাগজ হতে বহু তথ্য বার হয়ে এসে থাকে। এইবার হাওড়ায় গিয়ে নবীন সরকার ও নীহাররঞ্জন পালের বাড়িতে তদন্ত করা মাত্র মামলা সংক্রান্ত প্রকৃত সত্য অবগত হওয়া যাবে।'

হাওড়া শহরের উপকণ্ঠে হালসীবাগান রোড। এইখানেই এখানকার প্রসিদ্ধ জমিদার নবীন সরকারের বসত বাড়ি। জমিদার-বাড়ি হতে সামান্য দূরে নীহাররঞ্জনের পৈতৃক ভিটা। সকল দিক বিবেচনা করে প্রণব ও কনকবাবু প্রকাশ্য সরেজমিন তদন্ত না করে এইখানে গোপন তদন্ত করাই প্রকৃষ্ট মনে করেছিলেন। এই জন্য সাধারণ ভদ্র নাগরিকের বেশে তাঁরা এই স্থানে তদন্তে এসেছেন। প্রথমে তাঁরা উভয়ের কারও বাড়িতে উপস্থিত না হয়ে এক নিরপেক্ষ গৃহস্থ-বাড়ির দুয়ারে এসে কড়া নাড়তে শুরু করে দিলেন। কিছুক্ষণ কড়া নাড়ার পর এক প্রৌঢ়া ভদ্রমহিলা দরজা খুলে প্রণব-বাবুকে ভালোরূপে না দেখেই অভিনন্দন জানিয়ে বলে উঠলেন, 'এসো বাবা, এসো এসো।' ভদ্রমহিলার এবংবিধ অহেতুক অভ্যর্থনায় কনক ও প্রণববাবু হতভম্ব হয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু পরক্ষণেই ভদ্রমহিলা তাঁদের ভালো করে দেখে সশব্দে দরজা বন্ধ করে বলে উঠলেন, 'ও মা গো, কারা এরা রে। আমি মনে করেছি নবীন বুঝি।' ঠাকুরমার বয়সী মহিলার এবংবিধ তাচ্ছিল্যকর ব্যবহারে প্রণব ও কনকবাবু মনঃক্ষুণ্ণ হলেও তা' ক্ষণিকের জন্য।

প্রণববাবু এখানে এসেছেন কাজ নিতে, কাজ হারাতে নয়। তিনি পুনরায় দুয়ারের কড়া নাড়তে শুরু করলেন। কিছুক্ষণ পরে এক প্রৌঢ় চোখ রগড়াতে রগড়াতে বার হয়ে এসে একসঙ্গে তাঁদের অনেকগুলি প্রশ্নই করে বসলেন, যথা—মহাশয়ের নাম, ঠাকুরের নাম, নিবাস ইত্যাদি এবং পরিশেষে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কর্তাবাবুকে ডেকে দেবো?' কর্তাবাবুকে তাঁর আর ডেকে দিতে হ'লো না। ভিতর হতে তিনি আগন্তুকদের কথাবার্তা বোধ হয় শুনতে পেয়েছিলেন। এইবার বেরিয়ে এসে তিনি প্রণববাবুকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'এ্যাঁ, আপনারা গোয়েন্দা পুলিস! আপনাদের আমাকে কি দরকার? আমার মামা রায় বাহাদুর উপেন বোস জজ ছিলেন। আমার এক শালাও আপনাদের এই পুলিসে কাজ করে। তা' বলুন আমি আপনাদের জন্যে কি করতে পারি?'

ভদ্রলোককে প্রণববাবু অনুযোগ করে বললেন, 'আপনার নাম শুনেই এখানে এসেছি। আপনারা শুনেছি এখানকার পুরাতন বনেদী বংশ।'

'আজ্ঞে, বিলক্ষণ', বলে ভদ্রলোক প্রণব ও কনকবাবুকে বৈঠকখানাতে এনে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তা কি ব্যাপার বলুন তো? বিনোদ খুড়ো কি মেয়ে চুরির নালিশ জানিয়েছে না কি? শুনেছিলাম তাকে আর খোঁজাখুঁজি না করে ব্যাপারটি বেমালুম তারা চেপে ফেলবে। হাজার হোক গাঁয়ে-ঘরে লোকলজ্জার ভয় তো আছে?'

'মেয়ে চুরি? বলেন কি মশাই?' প্রণববাবু জিজ্ঞেস করলেন, 'এখান হতেও কন্যা অপহৃত হয়েছে নাকি?'

'চুরি না ছাই। দুটো ঘটনাই বহিষ্করণের ব্যাপার, ইচ্ছাকৃত ভাবে পলায়ন।' গজরাতে গজরাতে ভদ্রলোক বলেন, 'ঘোর কলি, মশাই, ঘোর কলি। ক'দিনের মধ্যে পাড়া হতে দু'টো সোমত্ত মেয়ে একেবারে উধাও হয়ে গেল। এখনো পর্যন্ত তাদের একজনও

ফিরে এল না। উঃ, বিশ দিন হ'লো বিনোদ খুড়োর মেয়ে কমলাকে কোথায়ও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। তারপর এই পাঁচ দিন হ'লো নরেন মল্লিকের ছোট মেয়ে কামিনীও আবার কোথায় উধাও হয়ে গেল। তুটোর মধ্যে কিন্তু মিল-মিশ ছিল খুব। তু'জনা যেন মার পেটের বোন। আমার মতে উভয়ে একত্রে কারোর সঙ্গে ষড় করে শহরে চম্পট দিয়েছে। কামিনীর পিতা মহাশয় কিন্তু একথা আদপেই স্বীকার করে না। সে সেই দিনই গ্রাম হতে কোথায় চলে যায়। তার পর তিনদিন তিন রাত্রি পরে ফিরে এসে কাঁদতে কাঁদতে সকলকে জানিয়ে দিলে যে 'সে সপরিবারে পিসীকে দেখতে কাশী গিয়েছিল। সেখানে কলেরা রোগে সহসা তার মেয়ে নাকি মারা গিয়েছে।' তা' আমরা কি মশাই ধান-চাল দিয়ে ভাত খাই না! বয়স কাল আমাদেরও মশাই একদিন ছিল।'

কোন পল্লী হতে সহসা একজন মেয়ে হারিয়ে গেলে পুলিসকে অবগত হতে হয় ঐ স্থান হতে কোনও এক ছেলেও হারিয়েছে কিনা। তাই একটু চিন্তা করে প্রণববাবু জিজ্ঞেস করলেন, 'আচ্ছা, এই একই সময় কোনও যুবকও কি অন্তর্ধান হয়েছে?'

'এই তো মশাই মুশকিলে ফেলেন', ভদ্রলোক উত্তর করলেন, 'তা'হলে সব কথা খুলেই বলি। কেউ কেউ এই পাড়ার নীহাররঞ্জনকে এই ব্যাপারে সন্দেহ করে। কিন্তু আমার মশাই তা' বিশ্বাস হয় না। নীহাররঞ্জনের মতো ভালো ছেলে এ তল্লাটে কোথাও আছে নাকি? সেই দিনও হাইকোর্টের মামলায় জিতে ফিরবার পথে আমার পায়ে পাঁচটা টাকা রেখে সে প্রণাম করে গিয়েছে। সে কি আর এই যুগের ছেলের মতো নাকি? আহা, বাবার আমার দেব-দ্বিজে কতো ভক্তি। তবে কমলাকে সে সন্ধ্যের দিকে একটু করে পড়াতো। এতেই কিনা সকলের তার উপর যতো সন্দেহ। আমার কিন্তু মশাই এই ব্যাপারে এই পল্লীরই বাসিন্দা এক ছোকরা ডাক্তার অমল

রাহাকে সন্দেহ হয়। ছোকরা কলকাতাতেই থাকে বটে কিন্তু প্রতি শনিবারে তার একবার এই পল্লীতে আসা চাই-ই। তাই কি নিজের বাড়িতে সে বেশিক্ষণ থাকে নাকি? এখানে এসেই সে চলে যায় নরেন মল্লিকের বাড়ি। নরেন মল্লিকের অনূঢ়া কন্যা কামিনীর সঙ্গে যে তার খুব ভাব। বিনোদ খুড়োর মেয়ে কমলা ছিল আবার কামিনীর একজন পাতানো সই। এই 'সই' সুবাদে মশাই সেও কামিনীর বাড়িতে হামেশা যাতায়াত করেছে। এই জন্যে আমার সন্দেহ হয় যে ঐ অমল রাহাই পর পর ঐ দুটো মেয়েকে ফুসলে এই গাঁ থেকে বার করে নিয়ে গিয়েছে। তা' যা কিছু কেলেঙ্কারী করলি, তা' তো বাপু তুই-ই করলি। এখন আবার জমিদার-পুত্র নবীন সরকারের নিকট আদিখ্যেতা করে এই দুটো ব্যাপারে নীহাররঞ্জনকেই জড়াবার চেষ্টা হচ্ছে!'

'তা তো আমরা বুঝলাম সব', প্রণববাবু জিজ্ঞেস করলেন, আচ্ছা জমিদার-পুত্র নবীনবাবু লোক কেমন?'

'চুপ করুন মশাই, চুপ করুন,' ভদ্রলোক উত্তর করলেন, 'ডাকাতের বংশে যার জন্ম, সে ডাকাত ছাড়া আর কি? আমার সন্দেহ হয় নীহাররঞ্জনের সহসা অন্তর্ধান একটি পৃথক্ ব্যাপার বা বিচ্ছিন্ন ঘটনা। এই সব নারী-সংক্রান্ত ব্যাপারের সঙ্গে তার অন্তর্ধানের কোনও সম্পর্কই নেই। তা' একেবারেই যে নেই তাই বা বলি কি করে? এক দিক হতে বিচার করলে তা'ও আছে বৈ কি। ঐ কমলা মেয়েটার সঙ্গে সরকার-বংশের নবীনবাবুর বিয়ের কথা চলছিল। এদিকে পাড়ায় গুজব রটে গেল যে নীহাররঞ্জনই তাকে নিয়ে পালিয়ে গিয়েছে। একে তো মামলায় হেরে যাওয়ায় নীহাররঞ্জনের ওপর তার ক্রোধ অপরিসীম। তার পর আবার তাঁদের এই সব মিথ্যে সন্দেহ। আমার মনে হয় যে কমলার পিতা বিনোদ খুড়ো নবীন সরকার আর ঐ ছোকরা ডাক্তার অমল রাহা, এই তিনজনে মিলে সলা করে বোধ হয় নিরীহ মানুষ নীহাররঞ্জনের প্রাণান্ত করে

ছেড়েছে। আমি মশাই এক টুকরোও মিথ্যে কথা বলছি না। একদিন এই তল্লাটের বিষয়-সম্পত্তি সব আমাদেরই ছিল। ঐ নবীন সরকারের পিতা মিথ্যা মামলার দায়ে সব নীলেম করে নিয়েছে। নব্‌নেটা মশাই আবার কম শয়তান নাকি? মামলায় জিত হওয়ায় নীহারের পিসী সত্যনারায়ণের সিন্নী দিচ্ছে, তাই শুনে কিনা তারা সাত গোষ্ঠী নীহারের বাড়ি এসে আঁচল পেতে বাতাসা নিলে। ওদিকে আবার তেনার জমিদারী চাল ঠিক আছে। কমলা-হরণের পর গ্রামের লোক তাঁকে বললে, ছোটবাবু। এইবার জ্ঞাতি শত্রু নীহাররঞ্জনকে দিন শেষ করে। আমরা সব্বাই তার বিরুদ্ধে সাক্ষী দেবো। ইতর-ভদ্র কারুর কোন কথা কানে না তুলে গ্রামের মুরুব্বি মুরুব্বি লোকদের অপমান করে তিনি বলে উঠলেন, 'বেরিয়ে যান এখান হতে সবাই আপনারা। আমরা ভাইয়ে ভাইয়ে যতোই মামলা-মকদ্দমা করি না কেন, বাইরের লোকের সঙ্গে বিবাদ হলে আমরা তখন দুই ভাই-ই এক। কমলা এ-বাড়ির বউ না হয়ে ও বাড়ির বৌ-ই হ'লো, তাতে ক্ষতিই বা কি?' আহা-হা, কতোই না যেন উনি উদারতা দেখালেন। কিন্তু ও সবই লোক-দেখানো প্যাঁচ। ভিতরে ভিতরে উনিই নীহাররঞ্জনকে গুম করে শেষ করে দিয়েছেন। কিন্তু দেখবেন মশাই, আমি যা বলেছি, তা' যেন কাক-পক্ষীতেও না জানতে পারে। তা'হলে জমিদার-পুত্র নব্‌নে আমাকে গুম-খুন করে দেবে।'

ভদ্রলোকের বক্তব্যটুকু ধীরভাবে শুনে তাঁর বাড়ি হতে বার হয়ে এসে প্রণববাবু বললেন, 'কি হে, কনক। শুনলে তো সব, কিন্তু বুঝলে কিছু?'

'আমি বুঝলাম এই স্যার,' কনকবাবু উত্তর দিলেন 'এদেশের লোকেরা চেনা লোকের ভালো চায় না। এদের একমাত্র প্রার্থনা —'হে ঈশ্বর, সকলেরই ভালো হোক মাত্র চেনা লোকের ছাড়া।'

'তা তুমি ঠিকই বলেছ,' প্রণববাবু প্রত্যুত্তর করলেন, 'এই

পল্লীর মধ্যে বহু আকচা-আকচি ও দলাদলি আছে মনে হয়। আমাদের এখন হাঁসের মতন জলটুকু বাদ দিয়ে ক্ষীরটুকু সংগ্রহ করতে হবে। এখন চলো, এখানকার বাকি তদন্তটুকু শেষ করে ফেলি।'

প্রণব ও কনকবাবু এই স্থান হতে এইবার উপস্থিত হলেন জমিদার-পুত্র নবীন সরকার এবং কমলার পিতা মহাশয়ের বাড়ি, কিন্তু সেখানে উভয়ের কারও সাক্ষাৎ তাঁরা পেলেন না। জিজ্ঞাসা করায় স্থানীয় কয়েক ব্যক্তি বললে শ্রীযুক্ত নবীন সরকার এবং তাঁর ম্যানেজার নিশীথরমণ প্রামাণিক দিন তিন-চার হ'লো একত্রে জমিদারীর এক দূর মহল্লা পরিদর্শনে গিয়েছেন। তাদের বাড়িতে ফিরতে অস্বাভাবিক বিলম্বের জন্যে তাঁদের আত্মীয়-পরিজন বিশেষ চিন্তিত। পল্লীর দু'একজন আবার চুপে চুপে প্রণব ও কনকবাবুকে এও জানিয়ে গেল যে প্রকৃতপক্ষে তাঁরা উভয়ে কাউকে না বলে নীহাররঞ্জন ও কমলা মেয়েটির অনুসন্ধানে বহির্গত হয়েছেন। দুই-একজন অবশ্য তাঁদের এও বলল যে কমলার পিতা কন্যাসংক্রান্ত সংবাদ পাড়ায় প্রচার হয়ে পড়ায় লোকলজ্জা বশত সপরিবারে কিছুদিনের জন্য অন্য কোনও স্থানে বাসার্থে গমন করেছেন। এঁদের সঙ্গে সাক্ষাতে অপারগ হয়ে প্রণব ও কনকবাবু উপরোক্ত কামিনীর পিতার বাড়ি এসে উপস্থিত হলেন। কামিনীর পিতা নরেন্দ্রনাথ মল্লিক প্রণব ও কনকবাবুর পরিচয় পেয়ে শান্ত ও ধীর স্বরে বললেন, 'এই পল্লীতে আমার বহু শুভাকাঙ্ক্ষী আছেন। তাঁরা আপনাদের কি বলেছেন জানি না। খুব সম্ভবত আপনারা আমার কন্যা কামিনীর সংবাদ জিজ্ঞেস করতে এখানে এসেছেন। পাড়ায় একটা মিথ্যা গুজব রটেছে যে, সে গৃহত্যাগিনী হয়েছে, কিন্তু এ কথা আদপেই সত্য নয়। আমরা সাত দিন পূর্বে পিসীমার অসুস্থতার সংবাদে সপরিবারে কাশীধাম রওনা হই। এদিকে পিসীমাতা নিরাময় হয়ে উঠলেও আমার ঐ কন্যা অকস্মাৎ পীড়িতা

হয়ে পড়ে। আমরা বহু চেষ্টা করেও তাকে এই যাত্রা বাঁচাতে পারি নি। সে যে সত্যই মৃতা তার প্রমাণস্বরূপ আপনাকে তার ডেথ-সার্টিফিকেটও দেখাতে পারি। কাশী হতে তা' আমি এখানে সঙ্গে করে এনেছি।'

'ওঃ, তাই নাকি', প্রণববাবু জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনার পুত্র-কন্যার সব কয়টি কি জীবিত? না তাঁদের মধ্যে কেউ গত হয়েছেন? সত্য কথা বলবেন মশাই। পরে কিন্তু আপনার এই বিবৃতি অন্য সূত্র হতে যাচাই করে নেওয়া হবে।'

'আজ্ঞে মিথ্যা আমি বলবো কেন?' ভদ্রলোক উত্তর দিলেন, 'ছয় কন্যা ও দুই পুত্রের মধ্যে আমার তৃতীয়া কন্যা ছয় বৎসর পূর্বে গত হয়েছে। এই মেয়েটিই ছিল আমার কনিষ্ঠা কন্যা।'

'ওঃ তাই নাকি?' প্রণববাবু জিজ্ঞেস করলেন, 'ইতিপূর্বে পুত্র-কন্যা বিয়োগের পর আপনি কি তাদের কারুর ডেথ-সার্টিফিকেট নিয়েছেন? এ ছাড়া আরও একটা কথা আপনাকে জিজ্ঞেস করবো মশাই! আপনার স্বর্গগতা কন্যা কামিনীর নামে কি জীবনবীমা করা ছিল যে, তার মৃত্যুর প্রমাণস্বরূপ ডেথ-সার্টিফিকেটের প্রয়োজন হ'লো? তা ছাড়া আপনার পুত্র-কন্যাকে সঙ্গে না নিয়ে, মাত্র কনিষ্ঠা কন্যা কামিনীকে নিয়ে কাশী রওনা হলেন কেন? অন্তত আপনার স্ত্রীকেও তো সঙ্গে নেওয়া উচিত ছিল?'

প্রণববাবুর এই প্রশ্নে একটু কিন্তু কিন্তু করে ভদ্রলোক উত্তর দিলেন, 'বড়ো মেয়ে কলকাতাতে মারা গিয়েছে। তাই তাঁর ডেথ-সার্টিফিকেট নেওয়া হয় নি। কাশীতে মশাই খেয়াল মতো আমি এইরূপ একটা সার্টিফিকেট এমনিই নিয়ে নিয়েছি। কাশীতে যেতে হলে রেলভাড়া তো কম লাগে না, তাই শুধু এই মেয়েটাকেই সঙ্গে করে আমি রওনা হই। কাশীতে সাত দিন পূর্বে আমি পৌছুই এবং সেখানে আমি মাত্র তিন দিন অবস্থান করি।'

ডেথ-সার্টিফিকেটের তারিখটি পর্যবেক্ষণ করে প্রণববাবু জিজ্ঞেস

করলেন, 'আচ্ছা, আর একটা কথা আপনাকে আমি জিজ্ঞেস করবো। কাশী শহরে থাকাকালীন আপনার কোনও বন্ধু বা আত্মীয়ের কোনও পুত্র-কন্যা কি মারা গিয়েছে?' ভদ্রলোক এইবার একটু আমতা-আমতা করে প্রণববাবুর প্রশ্নের উত্তর করলেন, 'আজ্ঞে হ্যাঁ, তাই-ই! কিন্তু আপনি তা' জানলেন কি করে? কামিনীর সমবয়স্কা মামীমার এক কন্যাও এই সময় এই সংক্রামক রোগে মারা গিয়েছে।'

কনক ও প্রণববাবু এইবার এই পল্লীর অপরাপর ব্যক্তিকেও এই সম্পর্কে বহু প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করলেন, কিন্তু ভদ্রলোকের কাশী যাওয়া বা না যাওয়া সম্বন্ধে তারা কিছুই বলতে পারলো না। তবে মধ্যবর্তী কয়েক দিন যে তাঁকে এই পাড়ায় কুত্রাপি কেউ দেখতে পায়নি তা সকলেই একবাক্যে স্বীকার করলো। প্রণব ও কনকবাবু এইবার দু'জন স্থানীয় ভদ্র সাক্ষী সহ ভদ্রলোকের বাড়িতে প্রবেশ করে খানাতল্লাসী শুরু করে দিলেন। পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে তল্লাসীর পর ভদ্রলোকের কামিনী নামা কন্যার ব্যক্তিগত পেটিকার তলদেশে চিঠির কয়েকটি টুক্‌রো পাওয়া গেল। প্রণববাবু ঐ সকল টুক্‌রো একত্র করে পাঠোদ্ধারে মনোনিবেশ করলেন। পত্রটির ছত্র কয়টি নিবিষ্ট মনে পাঠ করে প্রণববাবু দেখলেন যে ওতে লেখা আছে :—

'হতভাগা জ্ঞাতিশত্রু এইবার আমার কাছ থেকেও তোমাকে ছিনিয়ে নিতে চেষ্টা করছে। কিন্তু এই কাজ তার পক্ষে যেমন অসাধ্য, তার উকিল, ব্যারিস্টার ও এটর্নির পক্ষেও তাই। এ তো আর তাদের সাহায্যে হাইকোর্টে মামলা লড়া নয়। তবে তোমার পিতাও শেষে আমার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করবেন তা' কিন্তু আমি কল্পনাও করতে পারি নি। মামলার বিষয়যুক্ত বাড়িটি দাদামশাইয়ের এক বন্ধুপুত্রের নিকট আমি এখুনি বিক্রয় করে দেবো। আমার শুভাকাঙ্ক্ষী ডাঃ অনুকুলবাবুও আমাকে এইরূপ পরামর্শ দিচ্ছেন। ইতিমধ্যে যদি হতভাগা প্রিভিকাউন্সিলে আপিল করে, তা'হলে

যিনি ঐ বাড়ি কিনবেন তিনিই মামলা লড়বেন। মামলা করতে করতে আমি ক্লান্ত, পরিশ্রান্ত ও সর্বস্বান্ত। এই সব এখন আর আমার ভালো লাগে না। হ্যাঁ, এইবার সোজাসুজি তোমাকে আমি একটা মাত্র প্রশ্ন জিজ্ঞেস করবো। তোমাকে এখুনি তার উত্তর দিতে হবে। তুমি আমাকে না তাকে চাও? তোমার পিতার ইচ্ছামত তুমি টাকাকে বিয়ে করবে, না নিজের ইচ্ছামত আমাকে বেছে নেবে? আমি আশা করি যে তোমার পূর্ব প্রতিশ্রুতি মতো নবীনদা এলে তুমি আর তার সামনে একটি দিনও বার হবে না। তুমি মনেও ভেবো না যে নবীনদা তোমাকে এতটুকুও ভালোবাসে। তবুও সে তোমাকে বিবাহ করতে চায় কেন জানো? সে কেবল মাত্র আমার মনে কষ্ট দেবার জন্যেই তোমাকে বধূ করতে চেয়েছে। এদিক হতে তো তাদের কোনও সুবিধে হ'লো না, তাই সে আমাকে জব্দ করবার জন্যে এইবার বাঁকা পথ ধরেছে। এই জন্যে সে রাজ-কুমারী সহ অর্ধেক রাজত্বও প্রত্যাখ্যান করতে আজ প্রস্তুত। কিন্তু মনে রেখো যে ধনীরা কখনও গরীবকে ভালোবাসে না, তারা তাঁদের অনুকম্পা করে মাত্র। ডাঃ রাহার মতে আমার নিকট এইবার নবীনকে দু'নম্বরের পরাজয় বরণ করতে হ'লো। এখন এই চিঠি ডাঃ রাহার মারফত তোমাকে পাঠালাম। তুমি ডাঃ অমল রাহার মারফতই আমাকে এর উত্তর দেবে। আমার এই পত্রের উত্তর পাওয়া মাত্র রাত্রিযোগে এসে আমি তোমাকে নিয়ে যাবো। ডাঃ রাহাকে ধন্যবাদ যে তার আনুকুল্যে আমি ডাঃ অনুকুলের মতো একজন অকৃত্রিম বন্ধু ও মুরুব্বি পেয়েছি। তিনি কলকাতাতে আমাদের বিবাহ ও বসবাস সংক্রান্ত সকল ব্যবস্থা সুষ্ঠুভাবে করে রেখেছেন। আমি এইবার দেখে নেবো নবীনদা কতো বড়ো জমিদারের ছেলে। তার ম্যানেজার ও ভোজপুরী দারোয়ানদেরই বা হিম্মৎ কতো। একান্তই যদি প্রয়োজন হয় তা'হলে অনুকুল ডাক্তারের দুর্ধর্ষ লোকেদের সাহায্যে তোমাকে উদ্ধার করে আনতে আমি সক্ষম।

নবীনদার ম্যানেজার নিশীথরমণ প্রামাণিকের সাহসেরও আমি তারিফ করি। সেই দিন হাইকোর্ট থেকে অনুকূল ডাক্তারের হাসপাতাল পর্যন্ত সে আমার পিছু পিছু ধাওয়া করে এসেছিল। অনুকূল ডাক্তারের লোকজনেরা কেউ এতদিন সেখানে উপস্থিত ছিল না। আর কোনও দিন সে আমার পিছু-পিছু এখানে আসলে তাকে আর তার মনিবের কাছে ফিরে যেতে হবে না।"

পত্রখানি পড়তে পড়তে প্রণববাবুর দুটি চক্ষু বিস্ফারিত হয়ে উঠল। পত্রটির বিষয়বস্তু অনুধাবন করে কিছুটা ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে তিনি বলে উঠলেন, 'তাই তো হে কনক! এখানে এসে তো আমরা অন্য আর এক সমস্যায় পড়ে গেলাম। সেই পোড়ো বাড়ি থেকে পাওয়া রুমালে উৎকীর্ণ তিনটি আদ্যক্ষর, 'N R P' হতে এতো দিন আমরা বুঝেছিলাম যে ওটা নীহাররঞ্জন পালের নামের তিনটি আদ্যক্ষর; এখন তো দেখছি যে, ওগুলি জমিদার-পুত্র নবীন সরকারের ম্যানেজার নিশীথরমণ প্রামাণিকের নামের আদ্যক্ষর হলেও হতে পারে। এমনও তো হতে পারে যে, তার মনিবের নির্দেশে সে নীহাররঞ্জনের পিছু-পিছু আর একবার অনুকূলবাবুর হাসপাতালের দিকে এসেছিল। সেই সুযোগে সেখানকার দস্যুদল তাকে পাকড়াও করে ভিতরে এনে তাকে নিহত করেছে। তা না হলে প্রায় এই একই সময় থেকে তাকেই বা কোনও স্থানে পাওয়া যাচ্ছে না কেন?'

পত্রের টুকরো কয়টি উল্টে-পাল্টে দেখে কনকবাবুও সংবিৎ-হারা হয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর মনে হ'লো যে তদন্তের যে পথে তাঁরা এতদূর এগিয়ে এসেছেন, সেই পথ হতে এখন তাঁদের ফিরে গিয়ে অন্য পথে তদন্ত চালাতে হবে। আরও কিছুক্ষণ চিন্তা করে কনকবাবু উত্তর দিলেন, 'আমি কিন্তু স্যার, অপর আর একটা কথা ভাবছি। চিঠিটা পড়লে অবশ্য মনে হবে যে সেটা কমলাকে লেখা নীহাররঞ্জনের চিঠি। আচ্ছা, তা'হলে কমলার এই চিঠি

কামিনীর বাক্সে এল কি করে? এ ছাড়া আরও একটা বিষয় চিন্তা করার আছে। আপনার মনে আছে, স্যার? চিঁড়িয়া মোড়ের প্রমোদভবনে আমরা আর একটা পত্র পেয়েছিলাম। সেই পত্রখানি 'কুমু নাম্নী' এক মেয়েকে উদ্দেশ করে লেখা হয়েছিল। এখন এই কুমু কার ডাকনাম হতে পারে তা' আমাদের প্রথম অবগত হতে হবে। এই কুমু কমলার, না কামিনীর ডাকনাম? হাতের লেখা দেখে অবশ্য বোঝা যায় যে দুটি পত্রই সম্ভবত নীহাররঞ্জনবাবুর স্বহস্তে লেখা। যদি কুমু কমলার ডাকনাম হয়, তা'হলে খুব সম্ভবত ডাঃ অমল পত্রটি কামিনীর মারফত কমলাকে পাঠাতে চেষ্টা করেছিল। কিন্তু যে কোনও কারণেই হোক তা কমলার নিকট পৌছানো যায় নি। কিন্তু কুমু যদি ঐ কামিনী নাম্নী কন্যার ডাকনাম হয়, তা'হলে তো আমরা অগাধ জলে পড়ে গেলাম।'

'হুঁ, প্রণব! এ কথা খুব সত্যি', প্রণববাবু উত্তর করলেন। এর পর একটু চিন্তা করে তিনি কামিনীর পিতাকে প্রশ্ন করলেন, 'আচ্ছ, সত্যি করে বলুন তো প্রকৃতপক্ষে কুমু কার ডাকনাম? এ ছাড়া আরও একটা প্রশ্নের আপনাকে সত্য উত্তর দিতে হবে। ওই ডাঃ অমল রাহার সঙ্গে আপনাদের কিরূপ পারিবারিক সম্পর্ক?'

'আজ্ঞে', কামিনীর পিতা উত্তর করলেন, 'মিথ্যে কেন বলবো? কমলা ও কামিনী দু'জনাকেই পাড়ার লোকে কুমু বলে ডাকতো। একজনকে তারা বলতো ঘোষেদের কুমু, অপরজনকে তারা বলতো বোসেদের কুমু। এরা দু'জনাতে 'দেখোন হাসি' পাতিয়েছিল। দু'জনা ছিল যেন একই মার পেটের পিঠ্‌পিটি বোন। ডাঃ অমল রাহা তো এই পল্লীরই ছেলে, তার জন্ম-কর্ম-বাস সবই তো এখানে। এই সুবাদে সে আমাদের বাড়িতে রাত দিন যাতায়াত করেছে বৈ কি। কামিনাকে সে নিজের বোনের মতোই ভালোবাসতো। অন্তত এই তো আমরা সকলে বরাবর জানতাম মশাই। তা' আজ্ঞে, হ্যাঁ, অমল রাহা ও নীহাররঞ্জন যখন এই পল্লীরই পুরানো ঘরের ছেলে

তখন তাদের উভয়ের মধ্যে কিছু কিছু বন্ধুত্ব ছিল বৈ কি। এ তো খুবই স্বাভাবিক কথা। এতে আর আশ্চর্য হবারই বা কি আছে? তা' মশাই, এইবার কি আমি যেতে পারি? আমার শরীরটা আজ বড় খারাপ। আমি আর একটুও দাঁড়াতে পারছি না। এই দেখুন শরীর আমার কাঁপছে।'

'তাই তো হে কনক', প্রণববাবু বললেন, 'এখন আরও দুই ব্যক্তি যে আমাদের অগ্রভাগে এসে উপস্থিত। এদের একজন এখানকার জমিদারের ম্যানেজার প্রামাণিক এবং অপরজন খোদ জমিদার শ্রীনবীনচন্দ্র সরকার। এখন কথা হচ্ছে এই যে, নীহাররঞ্জন নিশীথরমণকে সাবড়ে দিলে, না নবীন সরকার মামলায় হেরে নীহাররঞ্জনকে সাবড়ালে। সম্ভাবনা ও প্রতি-সম্ভাবনা তো দুই দিকেই প্রায় সমান সমান। এ রকম অসীম সমস্যাসঙ্কুল মামলার তদন্ত জীবনে আমার এই প্রথম। এদিকে ডাঃ অমলচন্দ্র রাহাও যে কোন পক্ষকে সাহায্য করেছে, তা'ও তো ভালো করে জানা গেল না। রক্তমোক্ষণকে ডাক্তার অনুকূল রায়কে তবু কিছুটা বোঝা যায়, কিন্তু তাঁর সহকারী অমল রাহা তো এখনও পর্যন্ত অবোধ্য। যাকৃগে চলো, এখন কলকাতা শহরের দিকে ফিরে আজকের রাত্রের মতো একটা বড়ো গোছের ঘুম তো দিই। এই কয় দিন কয়রাত্রি, আমাদের না আছে খাওয়া, না আছে একটু ঘুম!'

উভয়ে কলকাতায় তাঁদের নিজেদের থানায় ফিরে এসে দেখলেন যে থানার অফিসে প্রায় এক ঘর লোক সেখানকার সব কয়টি চেয়ার ও বেঞ্চি অধিকার করে বসে আছেন। এঁদের কয়েকজন আবার স্থানাভাবে তাঁদের অপেক্ষায় মেঝের উপর দাঁড়িয়ে জটলা করছেন। উভয়ে একবার অফিস-ঘরের দিকে উঁকি দিয়ে এইরূপ একটা ভিড় দেখে ভাবছিলেন যে পাশ কাটিয়ে সিঁড়ি দিয়ে তাঁরা উপরে উঠে

যাবেন এবং তার পর একটু জিরিয়ে খেয়ে-দেয়ে নীচে নেমে এই সকল অতিথি-অভ্যাগতদের সৎকার করবেন। কিন্তু তাঁদের এই ইচ্ছায় বাদ সাধলো থানার একজন সহকারী -- অমিয়বাবু। ভদ্রলোক এগিয়ে এসে তাঁদের অভিবাদন করে জানালেন, 'স্যার, কেয়াতলা থানার বড়োবাবু পাঁচ পাঁচ বার ফোনে আপনাকে চেয়েছেন। তিনি আমাদের বলে রেখেছেন যে আপনি এলেই যেন তাঁকে ফোন করি। এছাড়া এর মধ্যে বড়ো সাহেবও দু'বার আপনাকে ফোনে না পেয়ে বলেছিলেন, এখনও পর্যন্ত আপনারা থানায় ফিরলেন না কেন ?'

'তাই তো হে কনক, এ আবার কি কথা ? প্রণববাবু বললেন, 'কেয়াতলা থানার এলাকাতে তো রমা দেবীর বাড়ি। তাঁকে দস্যুরা বলপূর্বক অপহরণ করলো না তো ? আচ্ছা, তুমি কেয়াতলা থানার বড়োবাবুর সঙ্গে ও-ঘরের ফোন থেকে কথাবার্তা কয়ে নাও। আমি ততক্ষণ অফিসে বসে এইসব লোকদের সঙ্গে কথা বলে ও'দের বিদেয় করে দি। আমরা আবও একটু দেরি করলেও ও'রা যে চলে যাবেন তা তো মনে হয় না। এঁদের সবারই প্রয়োজন শুধু বড়োবাবুকে, আরে বড়োবাবু তো মাত্র একটা হেঃ।'

এরপর প্রণববাবু কারুর প্রতি একটু দৃষ্টি হেনে, কারুর প্রতি ঘাড় বেঁকিয়ে, কারুর প্রতি হাত তুলে, একসঙ্গে সকলকেই একটু করে দিলেন। তারপর তিনি সকলের প্রতি মাথা ও দৃষ্টি ঘুরিয়ে একত্রে সকলকে অভিবাদন করে স্মিত হাস্যে ইনচার্জ অফিসারের নির্দিষ্ট চেয়ারটায় ক্লান্ত দেহে ধপাস করে বসে পড়লেন। তারপর একে একে সকলের সঙ্গে দুই-একটি করে কথা বলে থানায় উপস্থিত সকলের অভিযোগ শুনে তাদের যথাসম্ভব সান্ত্বনা দিয়ে একে একে বিদায় দিলেন। এমন সময় পাশের ঘর থেকে হাঁপাতে হাঁপাতে কনকবাবু তাঁর আপিসে এসে বললেন, 'স্যার সর্বনাশ হয়ে গিয়েছে। কেয়াতলা থানার বড়োবাবু জানালেন যে আজ ভোর রাত্রে এক দল আগ্নেয়াস্ত্রধারী দস্যু মোটর-যোগে এসে রমা দেবীর বাড়ি চড়াও

হয়ে তাঁকে বলপূর্বক জোর করে ধরে নিয়ে গিয়েছে। কেয়াতলা থানার বড়োবাবু এখুনি পুনরায় ঘটনাস্থলের উদ্দেশে রওনা হয়ে গেলেন। আপনাকেও একবার সেখানে যাবার জন্যে তিনি বিশেষ করে অনুরোধ করলেন।'

'এ্যাঁ, বলো কি?' আঁতকে উঠে চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে পড়ে প্রণববাবু বললেন, 'এখানে না ঐ থানা থেকে দু'জন সশস্ত্র সিপাহী মোতায়েন ছিল? এইরূপ বন্দোবস্তই তো ওদের সঙ্গে আমি করে রেখেছিলাম। তাহলে ওদের সিপাহীরা কি ঐ সময় ঘুমোচ্ছিল, না কোনও চায়ের দোকানে ঢুকে প্রাতঃকালীন চা' পান শুরু করেছিল? ভাগ্যিস সুষমা দেবী ও তাঁর পিতাকে আমি সেই দিনই তাঁদের স্বগ্রামে রওনা করিয়ে দিয়েছিলাম, তা' না হলে তো ওরা এই দিন তাদেরও কেটে মেরে রেখে যেতো! তাহলে আর দেরি না করে আমরাও এখুনি বেরিয়ে পড়ি চলো। এতক্ষণে হয়তো কেয়াতলার ইনচার্জ অফিসার সেখানে পৌঁছে আমাদের জন্য অপেক্ষা করছেন।'

উভয়ে প্রয়োজনীয় সিপাহী-সান্ত্রী সহকারে যথাসম্ভব দ্রুত রমা দেবীর বাড়ির নিকট এসে দেখলেন যে কেয়াতলা থানার বড়োবাবু রমেশ ভট্চায্যি সদলবলে ইতিমধ্যেই সেখানে উপস্থিত হয়েছেন। প্রণববাবুকে দেখে রমেশবাবু ক্ষুণ্ণ মনে বললেন, 'আরে ভাই প্রণব! এই দেখো এলাকায় এক কাণ্ড হয়ে গেল। শান্তি যেন আর কারোরই নেই। এতগুলো দোকান এখানে রয়েছে, ভোর হতে এরা পসরা সাজিয়ে বসে আছে। কিন্তু এদের যাকেই জিজ্ঞাসা করবে সেই মাত্র একটা উত্তর দেবে—'আমি কিছুই জানি না, আমি মশাই কিচ্ছু জানি না।'

'এমনি তো কেউ সত্য কথা বলবে না,' প্রণববাবু উত্তর দিলেন, 'জোর করে বলালে ওরা সত্য কথা বলবে। এতগুলো দোকানী এখানে খদ্দেররা জাগবার পূর্বেই এসে দোকান খুলেছে। অথচ এত বড়ো একটা ঘটনা এরা কেউই দেখলো না, এও কি আবার সম্ভব

নাকি? গ্রেপ্তার করে দোকান হতে টেনে নামিয়ে আনুন তো এদের কয়েকজনকে। এই জমাদার! পাকড়াও হিঁয়াসে দো-চার আদমিকো, আভী—'

হুকুম পেয়ে জমাদার রাম সিং গোঁফে চাড়া দিয়ে এগিয়ে এসে কয়েকজন দোকানীকে টেনে টেনে নামানো মাত্র তারা সমস্বরে বলে উঠল, 'আমরা কেউ দেখি নি হুজুর। তবে পানওয়ালা রামহরি সব কিছু দেখেছে। একমাত্র ওই ভোর চারটায় ওর দোকান খুলেছে। ও আমাদের কাছে ঘটনাটা সম্বন্ধে গল্পও করেছে হুজুর।'

'আচ্ছা, তাহলে ঠিক আছে,' প্রণববাবু হুঙ্কার দিয়ে উঠলেন, 'ডাকো রামহরিকে, কৈ সে? এই রামদীন, কাঁহা হো।'

জমাদার রামদীন হুকুমের পূর্বেই রামহরিকে হাতে ধরে টেনে প্রণববাবুর নিকট উপস্থিত করা মাত্র, সে কাঁপতে কাঁপতে বলল, 'হুজুর, সব সত্য কথা বলবো, হুজুর। এতক্ষণে ভয়ে আমি 'জানি না' বলেছি। আমার গোস্তাকি মাফি করবেন কর্তা. আর একটাও আমি মিথ্যে বলবো না। ভোর চারটার সময় উঠে দোকানের সামনে দাঁতন করছিলাম হুজুর, এমন সময় সহসা আমার কানে এল একটা করুণ গানের সুর, কে যেন কেঁদে-কেঁদে গান গেয়ে চলেছে। কান খাড়া করে শুনলাম রমা দিদিমণি গান গাইছেন। তেনার দোতলার জানালার ভিতর হতে গানের কথাগুলি ভেসে আসছিল। ঠিক এই সময় হুজুর, চার পাঁচখানা মোটরে করে প্রায় বিশজন লোক এইখানে এসে নামলো। এদের একজন আমার বুকের উপর একটা পিস্তল ঠেকিয়ে ধমক দিয়ে বলল, 'চুপ করে থাক। চেঁচালেই গুলি করবো!' তার পর ওদের মধ্য হতে তিনজন দেওয়ালের খড়া বেয়ে উঠে জানালা গলে রমা দেবীর শোবার ঘরে ঢুকল। এই সময় সহসা আমার কানে এল রমা দেবীর চাপা আর্তনাদ—'ও বাবা! আঁ-আঁক!' আমি বেশ বুঝতে পারলাম হুজুর যে পিছন দিক থেকে তাকে আক্রমণ করে এরা তাঁর মুখটা বেঁধে ফেললে।

আর একটুখানি পরে হুজুর আমি দেখলাম যে রমা দেবীকে অজ্ঞান অবস্থায় একটা চাদর জড়িয়ে দড়ি বেঁধে তারা নিচে রাস্তার উপর নামিয়ে দিলে। তার পর এই বাড়িতে যে ডাক্তারবাবু ইদানীং আনাগোনা করতেন, তাঁকে আমি একটা মোটরে সেখানে আসতে দেখলাম। তিনি নিচে হতে রমা-দিদির দেহটা লুফে ধরে তাঁকে সেই মোটরগাড়িতে তুলে হর্ন দিতে দিতে চলে গেলেন। এর পর হুজুর, ওদের একজন ডাকাত মুখে আঙুল দিয়ে সিটি মারা মাত্র বাকি সকলেও নিমেষে নিজের নিজের মোটরে উঠে অন্তর্ধান হয়ে গেল। আমার দোকানের জন্য দু'শো টাকা আমায় ধার দিয়ে রমাদিদি বলেছিলেন, 'ভাই রামহরি, তোর যদি সুবিধে হয় তো এ টাকা আমাকে শোধ দিস। তবে যদি দোকানে তোর লোকসান হয় তো ও-টাকা আর ফেরত দিতে হবে না।' এখন রমাদিদিকে না পেলে কাকে এই টাকা কয়টা ফেরত দেবো! এখন দেনার দায়ে যে আমাকে নরকে যেতে হবে।'

'হু', প্রণববাবু উত্তর করলেন, 'বুঝলাম সব। এখন আরও একটা সত্যি কথা বল, এখানে মোতায়েন দু'জন পাহারাদার এই সময় কোথায় গিছলো?'

'সত্য কথা বলবো, হুজুর', প্রত্যুত্তরে পানবিক্রেতা রামহরি বলল, 'দুয়ারের পাশে বসে বসে তারা ঢুলতো আর রোদ-বৃষ্টিতে কষ্ট পেতো। তাই রমাদিদি তাদের ডেকে তাঁর বাড়ির নিচের একটা কামরায় থাকতে হুকুম দিয়েছিলেন। বড্ড দয়ার শরীর ছিল তাঁর। এই কয় দিন, সিপাহীদের খাবার পর্যন্ত তিনি তৈরি করে ওপর হতে পাঠিয়ে দিয়েছেন। ডাকাতরা বাড়ির ভিতর ঢুকে প্রথমেই সিপাইদের দরজার শিকল বার হতে তুলে দিয়েছিল। এই জন্য গোলমালের সময় তারা বন্দুক নিয়ে বার হয়ে আসতে পারে নি। ডাকাতরা সব চলে গেলে পর আমি তাদের ঐ ঘরের শিকল খুলে বার করে দিই।'

'বাঃ বাঃ, ব্যাপাব তাহলে চমৎকার!' প্রণববাবু বললেন, 'সিপাহীদের কেরামতি আছে। এই অপরাধে তাদের বরখাস্ত না হয় করলাম, কিন্তু তাতে কি আর রমাকে পাওয়া যাবে? এই মামলার একটি ভালো সাক্ষী দেখছি আমাদের হাতছাড়া হয়ে গেল। তবে রমা দেবীর জীবন বা নিরাপত্তা সম্বন্ধে আমি একটু মাত্রও চিন্তিত নই। অনুকূল ডাক্তার তাঁকে যেরূপ গভীরভাবে ভালোবাসতেন তাতে তাঁকে ছেড়ে থাকা তাঁর পক্ষে অসম্ভব। এইরূপই একটা ঘটনার সম্ভাবনা আমি অনুমান করেছিলাম বলেই এইখানে সশস্ত্র সান্ত্রী মোতায়েন করেছিলাম। যা হয়ে গেছে তাব জন্যে আর ভেবে তো লাভ নেই। এখন তাঁকে ওরা কোথায় নিয়ে রাখলো তা' আমাদের খুঁজে বার করতে হবে।'

'তা'হলে', আশ্বস্ত হয়ে রমেশবাবু উত্তর করলেন, 'এ হচ্ছে সুভদ্রাহরণ, সীতা-হরণ নয়। যাক বাবা, তা'হলে বাঁচা গেল। ভেবেছিলাম কি'না কি-ই। সবটাই যখন দেখা যাচ্ছে ঘরোয়া ব্যাপার, তখন আর অধিক দূর অগ্রসর হয়ে লাভ কি। কিন্তু পানবিক্রেতা রামহরি আবার আগ্নেয়াস্ত্রের কথা বলছে যে। তা ওসব কথা ও একটু বেশি বাড়িয়ে বলছে না তো?' পথের উপর পড়ে থাকা একটি ক্লোরোফর্মের শিশি ও একটা বড়ো রুমাল তুলে তা পরীক্ষা করতে করতে কনকবাবু উত্তব দিলেন, 'না স্যার, ঠিক তা নয়। ওঁকে জোর করে ওরা ধরে নিয়ে গেছে। দেখছেন না এইগুলো? যাবার সময় এইগুলো ওরা রাস্তায় ফেলে গিয়েছে।'

'হুঁ, তা তো বুঝলাম সব' প্রণববাবু বললেন, 'তা'হলে তুমি কনক, রমেশবাবুকে তদন্তে একটু সাহায্য করো। আমার তো এখন উপ-নগরপালের নিকট যাবার সময় হয়ে এল। আমি উপ-নগরপালের অফিস হয়ে থানায় ফিরবো।'

উপ-নগরপালের অফিসে প্রয়োজনীয় কায সমাপ্ত করে প্রণববাবু কোয়ার্টারে ফিরে দেখলেন যে তাঁর স্ত্রী নির্মলা দেবী গম্ভীরভাবে চলাফেরা করছেন। প্রণববাবুকে দেখেও তিনি কথা না কয়ে অন্য ঘরে চলে গেলেন। প্রণববাবু বুঝলেন, কোথায় যেন কালো ঘন মেঘ জমা হয়েছে। যে কোনও মুহূর্তে তা বৃষ্টির আকারে ঝরে পড়তে পারে। কিন্তু প্রণববাবুর দৈহিক ও মানসিক ক্লান্তি এতোই বেশি ছিল যে, তিনি তা' উপলব্ধি করা সত্ত্বেও অন্য দিনের মতো এর কারণ জানবার চেষ্টা না করে দেহটা শয্যার উপর এলিয়ে শুয়ে পড়লেন। দূর হতে প্রণববাবুর স্ত্রী তা' লক্ষ্য করে সকল অভিমান দূরে ফেলে এগিয়ে এসে জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমার কি অসুখ করলো নাকি? এখুনি এসেই শুয়ে পড়লে যে! সারাদিন যা খাটা-খাটুনি, শরীরের আর অপরাধ কি। বলো না তুমি, কি হয়েছে তোমার? শরীর খারাপ, না মন খারাপ?'

পুলিস অফিসারদের শরীরের অপেক্ষা মনই অধিক সময় খারাপ থাকে। বহু সময়ে এই জন্যে ঘরে ফিরে আপন স্ত্রীর সঙ্গে খুশি মনে কথা পর্যন্ত তাঁরা কইতে পারেন না। যতক্ষণ পর্যন্ত তাঁদের সম্ভাব্য বিপদ না কেটে ওঠে, ততক্ষণ পর্যন্ত তাঁদের মুখে হাসিটুকুও দেখা যায় না। পূর্ব অভিজ্ঞতা হতে প্রণববাবুর স্ত্রী এটা বুঝে স্বামীর কাছে এসে সান্ত্বনার সুরে বললেন, 'এ রকম কতো গঞ্জনা-ব্যঞ্জনা তোমাদের চাকরিতে তো শুনতেই হয়। এ রকম কত বিপদ-আপদ তো আগেও এসেছে। আবার পরে তা কেটেও তো গিয়েছে। এর জন্য এত কাতর হলে চলবে কেন? বলো আমাকে কি হয়েছে, বলো, বলো তো।'

'সব কথা আমি বলবো, কিন্তু'—প্রণববাবু বললেন, 'তার আগে তুমি বলো, 'এমন গোমড়া মুখ করে রয়েছো কেন?'

'নাঃ, তেমন কিছু নয়', প্রণববাবুর স্ত্রী উত্তর করলেন, 'এই কনকবাবুর স্ত্রী অলকা একটু আগে এসেছিল কিনা? গল্প করতে

করতে সে বলল যে তোমার সঙ্গে তোমাদের গাঁয়ের সেই সুষমার—'

'এ্যাঁ, কি বললে?' ক্রুদ্ধ হয়ে প্রণববাবু বললেন, 'কনককে আমি এত ভালোবাসি। নিজের হাতে কাজ শিখিয়ে মানুষ করেছি। সে কিনা এখনও আমারই ঘর ভাঙতে চায়! যাচ্ছি আমি এক্ষুনি কনকের কাছে। তার কাছ হতে আমি শুনবো তার বৌকে সে আমার সম্বন্ধে কি গল্প করেছে।'

সত্য হোক বা মিথ্যে হোক, চরিত্রের ওপর কেউ দোষারোপ করলে মানুষ ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। এমন কি, ব্যক্তিগত গোপন ব্যাপার অপর কেউ জানতে পেরেছে বুঝলেও মানুষ তার ওপরও বিরূপ হয়ে ওঠে, তা' সেই ব্যক্তি এ ব্যাপারে কোনও কথা উচ্চারণ করুক বা নাই করুক। প্রণববাবুর স্ত্রী কিন্তু কল্পনাও করেন নি যে ব্যাপার এত দূর গড়াবে, তিনি তাড়াতাড়ি স্বামীর মুখটা চেপে ধরে বলে উঠলেন, 'ও রকম কথা উচ্চারণ করাও পাপ! কনকবাবু ও তাঁর স্ত্রী কি সেই রকম মানুষ নাকি? জানো, তারা দু'জনাই তোমাকে কত ভক্তি-শ্রদ্ধা করেন! কনকবাবুর কাছে তো তুমি একটা বিরাট আদর্শ দেবতা। ওঁরা যেন কখন ঘুণাক্ষরেও এ কথা না শুনতে পান। অন্যথায় কিন্তু আমি আত্মহত্যা করবো। ছোটবেলায় তোমাদের দু'জনায় বিয়ের কথা হয়েছিল, এই তো মাত্তর যা কিছু কথা, কিন্তু তাতে এমন দোষই বা হয়েছে কি? এই আমার কুমারী কালে রোজ দু'জন করে মানুষ আমাকে 'কনে' দেখে যেতো। তারপর খাওয়া-দাওয়া করে 'খবর দেব' বলে চলে যেত, তারপর আর তারা আমাদের বাড়ির ত্রিসীমানায়ও আসতো না। একজনের সঙ্গে তো আমার বিয়ে প্রায় পাকাপাকি হয়েও পরিশেষে তা' ভেঙে গিয়েছিল। তা'বলে কি আমি স্বামীর ঘর করছি না, না এ জন্য একেবারে আমি অন্ত্যজ হয়ে গিয়েছি। এ ছাড়া সত্য সত্যই কি আমি এই ব্যাপারে কিছু মনে করেছি নাকি? কার সাধ্যি যে আমার কাছ হতে আমার

স্বামীকে কেড়ে নেবে। কেড়ে নিতে আসুক না দেখি! চলো, উঠে স্নান করে খেয়ে নেবে চলো। এখুনি আবার কে হয়তো ডাক্‌তে আসবে।'

প্রণববাবুর মন তাঁর স্ত্রীর সান্ত্বনা-বাণীতে এতক্ষণে পরিপূর্ণরূপে হাল্কা হয়ে উঠেছে। এতক্ষণে মনের স্বাচ্ছন্দ্য ভাব ফিরে পেয়ে তিনি ভাবছিলেন উঠে পড়বেন। এমন সময় একজন সিপাই দুয়ারের ওপার হতে জানালো, 'বড়োবাবু, হুজুর সাব! বড়ো সাহেব ফিন্ টেলিফোঁক কিয়া।'

সিপাইয়ের এই মধুর বাক্য কানে যাওয়া মাত্র প্রণববাবুর স্ত্রী আপন মনে গর্জে উঠলেন, 'এতোই যদি টেলিফোকাফুঁকি করবি তো এঁদের কোয়ার্টারে একটা করে টেলিফোন রাখিস নি কেন? মানুষগুলোকে যেন ভাজা ভাজা করে তাদের সারা দেহটা ফোঁপরা করে তবে এরা ছেড়ে দেবে।'

স্ত্রীর এই যুক্তিপূর্ণ ঝাঁঝালো বাণীতে বোধ হয় প্রণববাবু উৎসাহ অনুভব করেছিলেন। তেমনিভাবে আড় হয়ে বিছানায় শুয়ে থেকে তিনি চেঁচিয়ে সিপাইকে হুকুম করলেন, 'বলো, বড়োবাবু আভি খানে বৈঠা হ্যায়। থোড়া দেরি পর উন্‌কো বাত করেগা।'

কনকবাবুর স্ত্রী অলকা দেবী শয়নকক্ষের এক কোণে একটা ছোট টুলে বসে সম্মুখে ইজেলের উপর রাখা একটি আলেখ্যের উপর তুলি ও রঙ দিয়ে বয়সের রেখা চড়াচ্ছিলেন। এমন সময় কনকবাবু ঘরে ঢুকে অলকাকে বললেন, 'একটি বড্ড দুঃসংবাদ আছে।'

'এ্যাঁঃ দুঃসংবাদ', অলকা দেবী ব্যস্ত হয়ে জিজ্ঞেসা করলেন, 'কি হয়েছে, কার অসুখ?'

'না, অসুখ কারো নয়', কনকবাবু উত্তর দিলেন, 'তা'হলে বলি শোনো।' কনকবাবু এইবার একটি একটি করে রমা দেবী সংক্রান্ত

সকল সমাচার স্ত্রীর নিকট বিবৃত করলেন। কিন্তু অলকা দেবী তাতে কিছুমাত্র বিচলিত না হয়ে উত্তর করলেন, 'কি বলো তুমি, তাই হয় না কি? এ সব গান গেয়ে পোষা ডাকাত ডেকে আনা। কেয়াতলা থানায় বড়োবাবু বরং একজন বিচক্ষণ ব্যক্তি। প্রকৃত রোগ কোথায় তা' একমাত্র তিনিই বুঝতে পেরেছেন। নিশ্চয়ই সে ইচ্ছে করে পালিয়ে গিয়েছে। একজন জলজ্যান্ত মানুষকে ধরে নিয়ে যাওয়া সোজা কি না! তা' যার কাছে সে এতো দিন ইচ্ছে করে ছিল, তার কাছেই তো সে থাকবে। তাতে তোমাদেরই বা এতো মাথাব্যথা কেন? এতে নূতন করে তো তার সতীত্ব যাবে না।'

'তার প্রতি তুমি যে এতোটা বিরূপ হবে, তা আমি কল্পনাও করি নি,' প্রত্যুত্তরে কনকবাবু বললেন, 'একদিন তো সে তোমারই সহপাঠিনী ছিল। একটুও কি তার জন্যে দুঃখ হয় না তোমার? এই দিন তদন্তকালে তার বাড়ি থেকে একটি ডায়েরি-বই পেয়েছিলাম। তোমাকে দেখাবার জন্যে আমি তা' উপরে এনেছি। কতো সুন্দর-ভাবে তার মনের বেদনা ও ব্যর্থতা এই ছত্র কয়টিতে ফুটিয়ে তুলেছে দেখো। হয়তো এতোক্ষণে সে আর পৃথিবীতে জীবিত নেই। কিন্তু তার এই মর্মবেদনা ভাষার মধ্যে মূর্ত হয়ে চিরদিন অমর হয়ে থাকবে।'

কনকবাবু পকেট হতে ডায়েরি-বইটি বার করে তার শেষ পাতায় লেখা ছত্র কয়টি দুঃখ-ভারাক্রান্ত স্বরে পাঠ করে অলকা দেবীকে শোনাতে শুরু করে দিলেন: "পুরুষের ভালবাসায় কেহ যেন কখনও বিশ্বাস না করে। তাদের একনিষ্ঠার একমাত্র অর্থ অনন্যপরতা। তোমার সম্মান, ধর্ম, পরিবার, সুখশান্তি এবং যৌবন তাদের জন্যে নিঃশেষে উৎসর্গ করেও তুমি তাদের ধরে রাখতে পারবে না। পুরুষ এমনিই একপ্রকার জীব। তোমার এই সকল অমূল্য দ্রব্যের বিনিময়ে তারা তোমায় দেবে অবজ্ঞা ও অবহেলা। শুধু তাই নয়। তারা খুঁজতে বার হবে তোমারই সম্মুখ দিয়ে তোমার মতো অপর

আর একজন মূর্খা নারীকে। তোমার দিকে ফিরে দেখবার প্রয়োজনও তার আর হবে না।"

'এখন সে তা বলবে বৈ কি,' অলকা দেবী বললেন, 'এখন যতো দোষ হ'লো তা' ঐ পুরুষদের। কিন্তু বিয়ে না করে সে একজন পুরুষের সঙ্গে আলাপই বা করতে গিয়েছিল কেন? এতে যে বিপদ হতে পারে তা' তার বোঝা উচিত ছিল। নারী পুরুষের কাছে যাবে দাবির মর্যাদা নিয়ে, নিজেকে সেখানে নিঃশেষে বিলিয়ে দিতে নয়। রমা তার এই কদর্য আচরণের দ্বারা সমস্ত নারীজাতিকে অপমান করে গিয়েছে। একদিন ওকে আমিও কম ভালবাসতাম না। কিন্তু এখন অন্তত আমার কাছে সে মৃতা। তা তোমরা সীতা উদ্ধারার্থে একশো যোজন উল্লম্ফন করবে, কি সহস্র যোজন উল্লম্ফন করবে তা' তোমরাই জানো। আমাকে তোমরা তা' বলতে আসো কেন?'

ঝাঁঝালো স্বরে বাক্য কয়টি উচ্চারণ করে অলকা দেবী পথের ধারে জানালার নিকট এসে দাঁড়ালেন। সহসা তাঁর লক্ষ্য পড়ল নিচের রাস্তার উপর। সেখানে তখন বিভাগীয় বড়ো সাহেব একজন বৃদ্ধ ভদ্রলোকের সঙ্গে সবে মাত্র গাড়ি হতে নেমে থানার সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন। শ্বেত শ্মশ্রু-গুম্ফ-সম্বলিত ঋজুদেহ বৃদ্ধের ক্রূর চক্ষু মধ্যে মধ্যে যত্রতত্র সঞ্চালিত হচ্ছিল। ইন-চার্জ অফিসার প্রণববাবু এই সময় থানার অফিসে কার্যরত ছিলেন। বিভাগীয় বড়ো সাহেবের আগমনে তিনি দ্রুত অফিস হতে বেরিয়ে এসে পথিমধ্যেই তাঁকে অভিবাদন করে স্বাগত জানালেন। তিনজনে ইতস্তত দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে করতে থানার ভিতর চলে যাওয়া মাত্র অলকা দেবী দ্রুত পিছিয়ে এসে বললেন, 'ঐ দেখো, তোমাদের বড়ো সাহেব অসময়ে এসে গিয়েছে। বুড়ো মড়াটা যখন-তখন থানায় আসে কেন? এখুনি আবার তোমার ডাক পড়ল বলে। দাঁড়াও টপ করে তোমার চা ও খাবারটা নিয়ে আসি। খেয়ে-দেয়ে তবে তুমি নিচে নামবে।'

'বড়ো সাহেব এসে গেছেন? এঁ্যা, তাই নাকি? কনকবাবু বললেন, 'তা' এখন উনি বেশিক্ষণ থাকবেন না। এক্ষুনি এখান থেকে তিনি চলে যাবেন। আমি তাঁর সঙ্গে একবার দেখা করেই চলে আসবো। তা' না হলে তিনি মনে করে বসবেন যে আমি তাঁকে তাচ্ছিল্য করলাম। কাঁচা খেকো দেবতা সব ওঁরা, বুঝলে? তা ছাড়া মনের মধ্যে একটা অস্বস্তি নিয়ে তাড়াতাড়ি চা-খাবার খেলে, তা না লাগবে ভালো, না হবে তা হজম। তার চেয়ে বরং ভদ্রলোককে বিদায় করে দিয়ে উপরে এসে ধীরে-সুস্থে দু'জনা মুখোমুখি বসে একত্রে চা পান করা যাবে।'

'কিন্তু একটা কথা আমি বলে রাখছি', অলকা দেবী উত্তর করলেন, 'বড়ো সাহেবের সঙ্গে যে বৃদ্ধ ভদ্রলোকটি থানায় এল, ওঁকে কিন্তু কি রকম কি রকম মনে হ'লো। ওঁর হাবভাব তো একেবারে ভালোই নয়, তা' ছাড়া কী ভীষণ ক্রুর ওঁর চাউনি, যেন একটা মূর্তিমান শয়তান! লোকটিকে মাত্র মুহূর্তের জন্য দেখে তা আমি উপলব্ধি করতে পেরেছি। তাকে দেখা মাত্র আমার সারা মন যেন একটা ভীষণ আতঙ্কে আঁতকে উঠল। ওঁর বড়ো বড়ো চুল ও দাড়ি-গোঁফ দেখলে মনে হয় যে, তা যেন সাদা সিল্ক দিয়ে তৈরি। বোধ হয় তাতে প্রত্যহ পমেটম মাখানো হয়ে থাকে। তা' যদি না হয় তা'হলে ওগুলো নিশ্চয়ই পরচুল।'

'এ সব তোমার বাজে সন্দেহ', কনকবাবু উত্তর করলেন, 'একটা মানুষকে দূর হতে দেখে তুমি বুঝতে পারলে, সে কিরূপ ব্যক্তি? তা' সম্ভব হলে তো, এতোক্ষণে আমরা সকলে তোমাকে বড়ো-বাজার থানার ইনচার্জ অফিসার বানিয়ে দিতাম। তোমার আজ কি হয়েছে বলো তো! যাকে তুমি দেখছো বা যার কথা শুনছো তারই উপর চটে যাচ্ছো?'

'না গো না, তা নয়,' চিন্তিতভাবে অলকা দেবী বললেন, 'তোমরা যেমন চোর-ডাকাত দেখলে তাদের চিনতে পারো তেমনি আমরা—

এই মেয়েরা একজন পুরুষ দেখলেই তাকে চিনতে পারি। পুলিসে যেমন চোর-ডাকাত চেনে, মেয়েরা তেমনি পুরুষ চেনে। তোমরা কেউ যেন এ বৃদ্ধ ভদ্রলোকের উপদেশ মতো একটুক্ষণের জন্য কোনও কাজ-কর্ম করে বসো না। কি জানি কেন তা' আমি এখন বলতে পারছি না, কিন্তু ওকে দেখা মাত্র এক নিদারুণ অমঙ্গল আশঙ্কায় আমার বুকটা যেন কেঁপে উঠল।'

কনকবাবু নিচের অফিস-ঘরে এসে দাঁড়ানো মাত্র বড়ো সাহেব মহীন্দ্রবাবু সম্মুখের চেয়ারে উপবিষ্ট বৃদ্ধ ভদ্রলোকটির প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করে বললেন, 'তোমাদের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেবো এঁকে। ইনি ফোরেন্সিক সায়েন্সের একজন অথরিটি। ইনি বিশ্ববিখ্যাত পণ্ডিত প্রফেসার ডক্টর এ, কে, রে, [A. K. Rey, Ph-D (Harvard)]। বহুদিন য়ুরোপের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণার কার্যে ব্যাপৃত ছিলেন। সম্প্রতি ইনি নিজ দেশ ভারতে ফিরেছেন। উপ-নগরপাল আমাকে বলে দিলেন যে এইটা যখন এক বৈজ্ঞানিক খুন বলে বোঝা যাচ্ছে, তখন এঁর মতন এক পণ্ডিতের এই ব্যাপারে সাহায্য গ্রহণের বিশেষ আবশ্যক আছে। অদ্ভুত অদ্ভুত বৈজ্ঞানিক হত্যা, ডাকাতি, রাহাজানি, অপহরণ ও বলাৎকার এতো দিন কেবল মাত্র এই শহর কলকাতা ও তার শহরতলীতে সমাধা হচ্ছিল। এখন আবার ঐরূপ অপরাধ এই প্রদেশের জেলাগুলিতে আরম্ভ হয়ে গিয়েছে। তাই এখন এইরূপ একজন নাম-করা অপরাধ বিজ্ঞান-বিদ্ পণ্ডিতকে আমাদের সাহায্যের জন্য আমরা আমন্ত্রণ করেছি। কাল বিকালে প্রদেশের পুলিস-প্রধানদের যে কনফারেন্স হবে তাতে ইনিও উপদেশকরূপে যোগদান করবেন।'

'তা' এ তো আমাদেরই কাজ', বৈজ্ঞানিক রে সাহেব বললেন, 'য়ুরোপে বড়ো বড়ো মামলার তদন্তে বৈজ্ঞানিকদের প্রতি ক্ষেত্রেই

তলব করা হয়েছে। কেবলমাত্র এই দেশেই এইরূপ রেওয়াজ নেই। তা' এ দেশে ফোরেন্সিক বিশেষজ্ঞই বা কোথায়। আচ্ছা, এখন নিয়ে আসুন তো দেখি, বিভিন্ন স্থান হতে সংগৃহীত আপনাদের এই মামলার প্রামাণ্য দ্রব্য গুলি। আচ্ছা, আরও একটা কথা আপনাদের জিজ্ঞাসা করবার আছে। মৃতদেহ যে কার তা' বোঝবার কোন চিহ্ন আছে? মৃতদেহকে সনাক্ত করতে না পারলে তো মামলার দফা গয়া। এখন নিহত হ'লো যে কে, তা' তো প্রথমে প্রমাণ করুন।'

আলমারি হতে এই মামলায় প্রমাণরূপে রক্ষিত দ্রব্যগুলি একে একে বার করতে করতে প্রণববাবু বললেন, 'আজ্ঞে মৃতদেহের ডান হাতের উল্কিকৃত 'M' চিহ্ন হতে তাকে সনাক্ত করা যাবে। তা' তার বাম বাহুতে একটা কাটা দাগ ও একটা তিলও আছে। এই জন্যে মৃতদেহের সনাক্তকরণের সম্ভাবনায় আমরা বরফঘরে তার মৃতদেহ এখনও পর্যন্ত রক্ষা করেছি।'

ডাক্তার রে সাহেব এইবার নিবিষ্ট মনে দ্রব্যগুলি পরীক্ষা করতে করতে অনুকূল ডাক্তারের হাসপাতাল বাড়ির উদ্যানে প্রাপ্ত সিগারেট কেসটি তুলে তার ভিতর হতে একটি গোপন গহ্বর বার করে বসলেন। তার পরমুহূর্তেই তিনি ঐখান হতে একটি ভিসিটিং কার্ড বার করে বললেন, 'এটা বুঝি এখনো আপনাদের চোখে পড়ে নি? ভালো করে এই চেয়ে দেখুন। এই কার্ডে একটা ঠিকানা লেখা রয়েছে, ৮ নম্বর বেলডাঙা রোড। আমার মতে এখুনি এই বাড়িটা আপনাদের ভালো করে খানা-তল্লাস করে ফেলা প্রয়োজন। বাড়ির প্রতিটি কক্ষ তো আপনাদের পুঙ্খানু-পুঙ্খরূপে দেখতেই হবে। তা' ছাড়া মেঝের কারপেট পর্যন্ত উঠিয়ে দেখতে হবে যে মেঝের কোনও এক স্থানে ফাঁপা আছে কিনা। যদি মেঝের মধ্যে কোনও গহ্বর বা গোপন কক্ষ থাকে তা'হলে তাও পরিদর্শন করতে হবে। আচ্ছা, আমি নিজে গিয়ে সেখানে আপনাদের পরিদর্শনে সাহায্য করবো'খন। তা'হলে এখন আর

এখানে আমার কোনও প্রয়োজন নেই। আমি ঠিক বেলা চারটের সময় ঐ বাড়িতে উপস্থিত হবো। আপনারা কিন্তু প্রথমেই ওখানে উর্দি পরে যাবেন না। একটু আগে গিয়ে সাদা পোষাকে প্রথমে তদন্ত করে দেখবেন প্রকৃতপক্ষে ব্যাপারটি কি? উর্দি পরা সিপাহী-সান্ত্রীদের একটু দূরে রেখে দিলেই হবে, যাতে প্রয়োজন মতো তাদের নিমেষে ঐ স্থানে ডেকে আনা যেতে পারে। আমরা তা'হলে এখন চললুম। আসুন মহেন্দ্রবাবু, আসুন।'

মহেন্দ্রবাবু ও রে সাহেবকে বিদায় দিয়ে ছড়ানো দ্রব্যগুলি পুনরায় গুছিয়ে নিতে নিতে প্রণববাবু বললেন, 'এখনও তো চারটে বাজতে তিন ঘণ্টা সময় আছে। ততক্ষণে একটি বাকি সরকারী কাজ সেরে ফেলা যাক। কনক, নিয়ে এসো তো আলমারি হতে কেমি-ক্যালের শিশি কয়টা।'

কেমিক্যালের শিশি কয়টি কনকবাবু এনে দেওয়া মাত্র প্রণববাবু কেমিক্যালে তুলি ডুবিয়ে অনুকুলবাবুর হাসপাতাল বাড়িতে প্রাপ্ত নিকেলের ঘড়ির ঘষা অংশে তা বুলোতে শুরু করে দিলেন। কনক-বাবু অবাক হয়ে লক্ষ্য করলেন যে ঘড়িটির ঐ ঘষা অংশে ধীরে ধীরে পুনরায় 'N' অক্ষরের একটি ক্ষীণ রেখা জেগে উঠছে। উৎফুল্ল হয়ে ঘড়িটি কনকবাবুর দিকে এগিয়ে দিয়ে প্রণববাবু বললেন, 'এই এক তাজ্জব ব্যাপার দেখো কনক। উকো দিয়ে ঘষে নামের আদ্যক্ষর উঠিয়ে ফেললেই হ'লো কি না? কোন ধাতুনির্মিত দ্রব্যে ইনস্‌ক্রিপ-শনের জন্য ঘা দেওয়া মাত্র ঐ ঘা ওর শেষ স্তর পর্যন্ত ক্রমান্বয়ে ক্ষীণ হতে ক্ষীণতররূপে সন্নিবেশিত হয়ে যায়। একে কেমিক্যালের সাহায্যে বৈজ্ঞানিক উপায়ে সহজে পুনরায় ফুটিয়ে তোলা সম্ভব। এখন দেখা যাচ্ছে এই যে ঐ মৃতদেহের বাহুতে এবং এই ঘড়ির গাত্রে কোনও নামের একটি 'N' আদ্যক্ষর উৎকীর্ণ রয়েছে। ত'হলে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে, এই ঘড়িটি একদা ঐ নিহত ব্যক্তিরই অধিকারভুক্ত ছিল। তা' এই তথ্যটা তো ডাঃ রে সাহেব অবগত হয়ে যেতে

পারলেন না। পুলিস কর্মচারীরা তো কেউই হালে পানি পেলেন না। এখন দেখি বিজ্ঞানীরা এসে কি করেন?'

বৈজ্ঞানিকপ্রবর ডাঃ রে সাহেবের নাম শুনে কনকবাবুর সহসা তাঁর স্ত্রী অলকা দেবীর সাবধান-বাণী মনে পড়ে গেল। তাই একটু কিন্তু কিন্তু করে কনকবাবু প্রণববাবুকে বললেন, 'কিন্তু ওঁর কথা মতো বেলডাঙা রোডে বে-উর্দিতে মাত্র আমাদের দু'জনার ঢোকা উচিত হবে কি। আমাদের বড়ো সাহেব ও ছোটো সাহেবের নিকট ওঁর উপদেশ বেদবাক্য বিবেচিত হলেও আমার কিন্তু ওঁর কার্যকারিতা সম্বন্ধে সন্দেহ হয়। এতো দিন এই বিভাগে আমরা হাতে-কলমে কাজ করলাম, কত দুরূহ ঘটনা পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা করলাম। এই সব দেখা ছাড়া শুনলামও আমরা কতো। আমাদের অভিজ্ঞতা ও সংগৃহীত তথ্য একত্রিত করে পুস্তক রচনা করলে এই সম্পর্কীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানের ব্যাপারে উচ্চশিক্ষার জন্য একমাত্র পাঠ্যপুস্তকরূপে বিবেচিত হবে। আমাদের বিভাগের বিষয়বস্তু সম্পর্কে আমরা প্রত্যেকেই তো এক একজন Ph. D. ডিগ্রিধারী। বিদেশে বসে কেবলমাত্র পুঁথিগত বিদ্যা অধীত করে উনি আবার আমাদের কি শিক্ষা দেবেন!'

'এ কথা আমিও ভেবেছি, কনক। কিন্তু তা' বললে কি চলে, ভাই.' প্রণববাবু বললেন, আমাদেরই অভিজ্ঞতা-প্রসূত বিদ্যা মেরে নিয়ে তাই এখন আবার ওঁরা আমাদেরই তা শিক্ষা দেবেন। দেখলে না তুমি যে কি রকম চালাকির সঙ্গে খুঁটিয়ে করণীয় কার্যগুলি আমাদের প্রশ্ন করে করে উনি জেনে নিলেন। কালই দেখবে ঐ সকল বিষয়ই আমাদের নিকট উনি মুরুব্বিয়ানার সঙ্গে একে একে কপচিয়ে যাচ্ছেন। তা', বড়ো বড়ো কর্ম-কর্তাদের উনি এখন যেরূপ হাত করে ফেলেছেন, তাতে কিছুকাল আমাদের চুপ করে থাকাই শ্রেয়। এইবার চলো উপরে গিয়ে খাওয়া-দাওয়া সেরে নি। আমাদের এখন কি করতে হবে জানো, কনক? দূরে অপেক্ষমান

সশস্ত্র সান্ত্রীদের বলে রাখতে হবে যে যদি এক ঘণ্টার পরও আমরা ঐ অধ্যুষিত বাড়ি হতে ফিরে না আসি, তা'হলে তারা তৎক্ষণাৎ যেন আমাদের উদ্ধারার্থে ঐ বাড়িটির মধ্যে একত্রে ঢুকে পড়ে।'

পরিকল্পনা মতো ঠিক চারটার সময় বহু দূরে কয়েকটি বদ্ধ ভ্যানের ভিতর সশস্ত্র সিপাহী-সান্ত্রীদের প্রয়োজনীয় উপদেশসহ অপেক্ষমান রেখে কনক ও প্রণববাবু সাদা পোষাকে সাধারণ ভদ্রলোকের বেশে ৮ নম্বর বেলডাঙা রোডের একটি সুবৃহৎ পুরানো অট্টালিকার সম্মুখে এসে উপস্থিত হলেন। মাত্র দু'জন উর্দি-পরা সিপাহী সন্তর্পণে তাঁদের পিছন পিছন এগিয়ে আসছিল। তাঁদের ইঙ্গিতমাত্র তারা তাঁদের সাহায্য করতে পারবে। প্রয়োজন হলে তাঁদের নির্দেশ মতো দৌড়ে সশস্ত্র সিপাহীদেরও তারা সেখানে ডেকে আনবে। প্রাচীর-বেষ্টিত বিরাট প্রাঙ্গণসহ বিরাট অট্টালিকার প্রবেশ-দ্বারটির ছিল বিরাট। প্রবেশদ্বারে এসে উভয়ে দেখলেন বাড়িটির উত্তর গায়ে লাগানো সমুচ্চ লৌহস্তম্ভের শীর্ষদেশে প্রায় বিশটি বৃহদাকার জলাধার বা ট্যাঙ্ক পর-পর রক্ষিত রয়েছে। কথঞ্চিৎ বিস্ময়ের সঙ্গে প্রণববাবু বললেন, 'এখান হতে কি কোথাও জল সরবরাহ করা হয় না কি! এখানে এতগুলো জলের ট্যাঙ্ক দেখা যাচ্ছে কেন? এটা তো দেখছি একটা বসতবাড়ি, ফ্যাক্টরি হলেও না হয় কথা ছিল।'

'কিন্তু আরও কথা আছে স্যার', কনকবাবু উত্তর করলেন, 'ভিতরে লোকজন আছে বলে তো মনে হয় না। আচ্ছা আসুন তো স্যার। অন্তত দুটো পিস্তল তো সঙ্গে আছে। যদি মরতেই হয় তো আমরা মেরে তবে মরবো।'

উভয়ে ধীর পদবিক্ষেপে প্রাঙ্গণের মধ্যে প্রবেশ করলেন, কিন্তু কোথাও জনপ্রাণীরও তাঁরা আভাষ পেলেন না। অথচ দেখা যায় যে চারদিক বেশ পরিপাটি, পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন রয়েছে। সযত্ন-পালিত

ফুলের বাগানে ফুটে রয়েছে অসংখ্য ফুল। এ ছাড়া সেখানে ফলে রয়েছে—অসংখ্য দেশী ও বিদেশী ফলও। বাগিচার মধ্যেকার পরিষ্কার কর্তিত ঘাসযুক্ত উন্মুক্ত স্থানে তখনও পর্যন্ত একটি বেতের টেবিল ও কয়েকটি শৌখিন চেয়ার পাতা রয়েছে। কিন্তু বাড়ির শৌখিন মানুষগুলো তা'হলে গেল কোথায়? এত আসবাবপত্র ফেলে তারা কেনই বা পালাবে? কোণ-তোলা ইটের সারির মধ্যবর্তী লাল কাঁকর-ঢাকা সুদৃশ্য পথ অতিক্রম করে তাঁরা মূল বাড়ির প্রশস্ত মসৃণ রোয়াকের নিচে এসে দেখলেন যে, সিঁড়ির দু'ধারে দুটি সিংহের প্রতিমূর্তি এবং সিংহ দুটির কেশর কুণ্ডলী পাকিয়ে ফোয়ারার আকারে উপর দিকে উঠে গিয়েছে। তাঁরা এইবার ঐ সিঁড়ির প্রথম ধাপে পা দেওয়া মাত্র সিঁড়িটি ঈষৎ নিচে দেবে গেল এবং সেই সঙ্গে দুটি সিংহই গাঁক্ করে ডেকে উঠল। সভয়ে দুজনে দু' পা পিছিয়ে এসে লক্ষ্য করলেন যে সিংহের মাথার উপরকার ফোয়ারা হতে বেগে জল নির্গত হয়ে তা' নিচে ঝরে পড়ছে। অস্ফুট স্বরে কনকবাবুর মুখ হতে বার হয়ে পড়ল, 'বাঃ, বেশ কল বসিয়েছে তো! একেবারে এলাহি ব্যাপার দেখছি।'

ধীরে ধীরে এইবার তাঁরা ঝক্‌ঝকে তক্‌তকে করে পালিশ-করা ছাদ-ঢাকা অলিন্দের উপর এসে দাঁড়ালেন, কিন্তু তখনও পর্যন্ত সেখানে জনপ্রাণীরও সাড়া-শব্দ নেই। এর পর সহসা উভয়ে শুনতে পেলেন সমুখের ঘরের বার্নিশ-করা বন্ধ দরজার ভিতর হতে ফুঁড়ে বেরিয়ে আসা অস্পষ্ট ঘুঙুরের আওয়াজ, ঝুমঝুম ঝমা। অতি সন্তর্পণে এগিয়ে এসে তাঁরা দরজার কপাটে কান পেতে স্পষ্টরূপ ঘুঙুরের আওয়াজ শুনতে পেলেন। কিন্তু তা' মাত্র সামান্য ক্ষণের জন্য, পরক্ষণেই তা' নিস্তব্ধ হয়ে গেল। প্রণববাবু এইবার ভিতরের লোকদের মনোযোগ আর্কষণের জন্য দরজার উপর টোকা দিলেন—টক্ টক্ টক্। দরজার উপর টোকা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঝুমঝুম্ করে পুনরায় সশব্দে ঘুঙুর বেজে উঠল,

কিন্তু টোকা দেওয়া বন্ধ করা মাত্র পুনরায় উহা নিস্তব্ধ হয়ে গেল। যতবার প্রণববাবু ঐ কক্ষের দরজায় টোকা দেন, ততবারই ভিতর হতে সশব্দে ঝুম ঝুম করে ঘুঙুর বেজে ওঠে, কিন্তু দরজার উপর টোকা দেওয়া শেষ হওয়া মাত্র তার আওয়াজ নিমেষে থেমে যায়। বেশ বোঝা গেল ভিতরে মেঝের উপর কোনও এক নৃত্যরতা নারী দরজায় টোকা দেওয়া মাত্র নিক্কণ ও নূপুর-পদে ত্বরিত গতিতে একবার ঘুরপাক খেয়ে যাচ্ছে। প্রমাদগুণে প্রণববাবু উর্দিপরা সিপাহী দু'জনকে নিকটে আসবার জন্য ইশারা করা মাত্র তারা দ্রুতপদে তাদের নিকটে এসে উপস্থিত হ'লো। এর পর বার বার ধাক্কাধাক্কি সত্ত্বেও কেউ দরজা না খোলায় প্রণববাবু সিপাহীদের হুকুম দিলেন, 'তোড় দেও, তোড় দেও আভি।' হুকুম পাওয়া মাত্র সিপাহী দু'জন প্রাণপণ শক্তিতে দরজার উপর বুটের লাথি মারতে শুরু করে দিলে, কিন্তু যতো বেশি জোরে তারা দরজার উপর আঘাত হানে ততোই বেশি ভিতর হতে ঘুঙুরের শব্দ বেরিয়ে আসে।

'আচ্ছা আপদ তো,' প্রণববাবু বললেন, 'এ তো দেখছি ভূতুড়ে কাণ্ড। এটা হানাবাড়ি নাকি?'

'আমার মনে ভয় হচ্ছে, এখানে আর না থাকাই ভালো।' শঙ্কিত-ভাবে কনকবাবু উত্তর করলেন, খুব সম্ভবত আমাদের ট্রাপ করবার জন্যে এখানে পাঠানো হয়েছে। একজন সিপাহী এখানে থাক, এদের অপরজন সশস্ত্র সান্ত্রীদের এখানে ডেকে আনুক। তা এতে যদি এ-পাড়ায় বেশি হৈ-চৈ হয় তো তা' হোক।'

একজন সিপাহীকে সশস্ত্র সান্ত্রীদের ডাকতে পাঠিয়ে এইবার তিনজনে মিলে তাঁরা ধপাধপ করে দুয়ারের ওপর লাথি মারতে লাগলেন। পুনঃপুনঃ আঘাতের ফলে দরজা না ভাঙলেও তার ভেতরের খিল ভেঙে গিয়েছিল। উন্মুক্ত দুয়ার দিয়ে তাঁরা ভিতরে প্রবেশ করে দেখলেন যে, একটি সুসজ্জিত সুবৃহৎ কক্ষের উপর একটা দামী গালচে বিছানো রয়েছে এবং তার উপর দাঁড়িয়ে

উপরে টাঙানো বিশাল রঙিন ঝাড়-লণ্ঠনের দিকে মুখ তুলে এক অপরূপ সুন্দরী নারী নিক্কণ পদে ঘুরে ঘুরে স্বচ্ছন্দ গতিতে নেচে চলেছে এবং সেই নৃত্যরতা নারীর চারিদিকে ঘিরে বসে সারঙ্গী ও তবলচীর দল বাদ্যের মহড়া দিয়ে চলেছে। প্রণব ও কনকবাবুকে সেখানে দেখে নটী নারীটি করজোড়ে প্রণামের ভঙ্গিতে মাথার উপর থেকে হাত দুটো নৃত্যরতা অবস্থাতেই নিম্নে নামিয়ে নিলে।

'কোন হ্যায় তুমলোক', প্রণববাবু ধমক দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'কেয়া করতা হিঁয়া পর?'

'হিঁয়া তো বাবু সাব', তবলচীদের মধ্য হতে একজন উত্তর করলে, 'এক সিনেমা কো মহড়া হোতা। লেকেন বাত কেয়া বাবু সাব?'

'কিন্তু একটা কথা স্যার', কনকবাবু প্রণববাবুর কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে চুপি চুপি বললেন, 'এই মেয়েটা নাচতে নাচতে গালচের মধ্যবর্তী স্থানে যাওয়া মাত্র একটা ধপ করে আওয়াজ হচ্ছিল। এই গালচের তলাটা একবার পরীক্ষা করে দেখলে হয় না?'

'হুঁ, ঠিক বলেছ,' প্রণববাবু উত্তর করলেন, 'আচ্ছা তাই দেখছি, এই সিপাহী, উঠাও গালিচা।'

হুকুম পেয়ে সিপাহী সোৎসাহে গালিচাটা উঠিয়ে নেওয়া মাত্র মেঝের মধ্যস্থলে একটি নাতি-বৃহৎ কাষ্ঠনির্মিত আঙটাসহ চৌকো ঢাক্‌নি দেখা গেল। প্রণববাবু আঙটা ধরে জোরে টান দিতেই ঐ ঢাকনিটি উপরে উঠে এল। সেইস্থানে দেখা গেল নিচের দিকে প্রসারিত একটি ঘোরানো লৌহ-সোপান। প্রণববাবু ভিতর দিয়ে উঁকি দিয়ে দেখলেন যে ঘোরানো সিঁড়িটি নিচের একটি আলোকোজ্জ্বল কক্ষ পর্যন্ত নেমে এসেছে।

'বাঃ বাঃ বেশ কল করেছে তো,' প্রণববাবু বললেন, 'এই সিপাহী, তুম হিঁয়াপর খাড়া রহো। কোহি—কুছ গোলমাল করে তো শিরমে মারেগা এক ডাণ্ডা, সমঝে? হাম আউর ছোটা বাবু

নিচুমে উতারকে ইসকো অন্দর কেয়া হ্যায় দেখ লেঙ্গে।' এরপর প্রণববাবু কনকবাবুকে বললেন, 'এসো হে কনক, নেমে এসো। পিস্তলে গুলি ভরা আছে তো ?'

উভয়ে সিপাহীকে উপরে পাহারারত রেখে নিচে নেমে সেখানে দেখলেন, এক অদ্ভুত রকমের তৈরি কক্ষ। এর সব কয়টি জানালাই প্রায় ঘরের কড়িকাঠের কাছাকাছি বসানো এবং সেখান হতে বার হবার দুয়ার একটিও নেই। এতদ্ব্যতীত বহু উচ্চে অবস্থিত লৌহ-গরাদযুক্ত জানালাগুলির প্রায় নিচ হতে এই কক্ষের মেঝে পর্যন্ত দেওয়াল একইরূপে সিমেণ্ট দিয়ে মাজা। একটু ভেবে দেখলে মনে হবে, এককালে এটা এক বিরাট জলাধাররূপে ব্যবহৃত হত। অথচ কক্ষের ছাদে আঁটা দুটি অত্যুজ্জ্বল বিজলী আলো তখনও পর্যন্ত বৃথাই জ্বালানো রয়েছে। কক্ষটির উত্তর দিককার দেওয়ালের প্রতি লক্ষ্য পড়া মাত্র তাঁরা দেখতে পেলেন ঐখানে বারোটি পিতল-নির্মিত ব্যাঘ্রের মুখ চক্রাকারে সাজানো রয়েছে। অথচ এই অদ্ভুত কক্ষের মধ্যে আর একটি মাত্রও আসবাবপত্র বা ছবি ইত্যাদি দেখা যায় না। কেবলমাত্র ঘরের দক্ষিণ দিকের উপরকার জানালার পাশ দিয়ে একটি সোপান অন্যত্র কোথায় উঠে গিয়েছে দেখা যায়। এ হতে বুঝা যায় যে দক্ষিণ দিকে অপর একটি সম্পূর্ণ বিভিন্ন মহল আছে। সিঁড়িটি সম্ভবত সেই মহলটিতে গমনাগমনের জন্য তৈরি। কক্ষটির পরিস্থিতি দেখে ভীত হয়ে কনকবাবু বললেন, 'ব্যাপার সুবিধে নয়, স্যার!' উভয়ে তাড়াতাড়ি উপরে উঠে আসছিলেন, এমন সময় তাঁরা শুনতে পেলেন পূর্ব দিকের দেওয়ালের ভিতর হতে একটি সকরুণ কান্নার স্বর। প্রণব ও কনকবাবুর মনে হ'লো যে এইখানেই কোনও স্থানে রমা দেবীকে তা'হলে তার বন্দী করে রেখেছে। পুনরায় ফিরে এসে পূর্ব দিককার দেওয়ালে কান পেতে শুনলেন, হ্যাঁ, একজন মেয়েছেলেরই কান্নার স্বর বটে।

'এবার গান বা নাচ নয়—কান্না,' সন্ত্রস্ত হয়ে কনকবাবু বললেন,

'এই কুহকীদের কুহকে ভুলবেন না। চলে আসুন স্যার, এই প্রেতপুরী থেকে। সশস্ত্র বাহিনীর সঙ্গে এখুনি আবার এখানে ফিরে আসলেই হবে।'

এই সময় প্রণববাবু লক্ষ্য করলেন যে ঐ দেওয়ালের এক স্থানে একটা দুয়ারের আকারে চিড় খাওয়া দাগ এবং তার নিচে একটা পেতলের হ্যাণ্ডেল বসানো। 'এ তো দেখছি একটা গোপন আলমারি ?' প্রণববাবু একটু ভেবে নিয়ে বললেন, 'দাঁড়াও দেখি।' পিতলের হ্যাণ্ডেলটি ঘুরিয়ে দেওয়া মাত্র সশব্দে সিমেণ্ট-আঁটা দুটি লৌহ-কপাট উন্মুক্ত হয়ে গেল এবং সেখানে প্রকাশ হয়ে পড়ল এই কক্ষের সংলগ্ন আর একটি অনুরূপ সিমেণ্ট আবৃত আলোকোজ্জ্বল কক্ষ।

এইবার এই কক্ষ হতে নারী-কণ্ঠের কান্নার আওয়াজ সুস্পষ্ট শোনা যাচ্ছে। উভয়ে এবার কক্ষের ভিতরে প্রবেশ করে দেখলেন যে, সেখানে একটি ভীতা-ত্রস্তা শীর্ণকায় সপ্তদশী নারী মেঝের উপর শায়িতা রয়েছে। অঝোরে সে শুধু কেঁদেই চলেছে, কান্নার যেন তার বিরাম নেই। প্রণব ও কনকবাবুকে দেখে ভীত নয়নে মেয়েটি মুখ তুলতেই প্রণববাবু ইশারায় তাকে চুপ করতে বলে বললেন, 'ভয় নেই, আমরা পুলিস। কিন্তু কথাবার্তা পরে হবে। এখন তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এস আমাদের সঙ্গে।' কিন্তু মেয়েটির একেবারে উত্থান-শক্তি রহিত হয়ে গিয়েছে। সে ফ্যালফ্যাল করে শুধু তাঁদের দিকে চেয়ে রইল। কনকবাবু আর অধিক অপেক্ষা না করে মেয়েটিকে পাঁজাকোলা করে তুলে ঘোরানো গোল সিঁড়িটি দিয়ে প্রণববাবুর পিছন পিছন এগিয়ে আসছিলেন। এমন সময় ওপর থেকে ঝপ করে কি একটা সিঁড়ির উপর গড়িয়ে পড়ল। চমকে উঠে উভয়ে দেখলেন যে উর্দিপরা সিপাহীটিকে ওপর থেকে ধাক্কা মেরে নিচে ফেলে দেওয়া হয়েছে। ভীত ত্রস্তভাবে ওপরের দিকে তাঁরা চেয়ে দেখলেন যে কাষ্ঠনির্মিত চৌকো ঢাক্‌নাটি ইতিমধ্যেই ফোকরের

থাপে থাপে বসানোর কার্য সমাধা হয়ে গিয়েছে, এবং ঐ ঢাকনির ওপার হতে মুহুর্মুহুঃ শোনা যাচ্ছে ঘুঙুরের আওয়াজ ও উদ্দাম নৃত্যের শব্দ। প্রণব ও কনকবাবু উপলব্ধি করলেন সশস্ত্র সিপাহীসান্ত্রীরা তখনও পর্যন্ত তাঁদের সাহায্যের জন্যে পৌঁছুতে পারে নি এবং উপরতলা পর্যন্ত তারা পৌঁছলেও এখন তাদের পক্ষে তাঁদের খুঁজে বার করাও অসাধ্য। এখানে এখন উভয়ে মৃত্যুপথমুখী বন্দীকৃত শার্দুল-শাবক ছাড়া আর কিছুই নন। কিন্তু এইখানেই তাঁদের সমুদয় বিপদের সমাপ্তি ঘটল না। সভয়ে এইবার তাঁরা লক্ষ্য করলেন যে উত্তর দিকের দেওয়ালে আঁটা বারোটি ব্যাঘ্র-মুখ-গহ্বর হতে সশব্দে তোড়ে বারিধারা নির্গত হচ্ছে। দেখতে দেখতে জল তাদের হাঁটু ছাড়িয়ে কোমর পর্যন্ত উঠে গেল। আরও একটু পরেই তাঁদের সলিল-সমাধি নিশ্চিতরূপে সমাপ্ত হবে। এতো দুঃখেও সহসা উৎফুল্ল হয়ে কনকবাবু বললেন, 'ধরুন এই মেয়েটাকে স্যার, তা না হলে ও ডুবে যাবে। আমি ভুলে গিয়েছিলাম, স্যার। দুই ব্যাটারির একটা পকেট বেতার সেট্ আমার কাঁধে ঝোলানো ব্যাগের মধ্যে রয়েছে।'

নিমেষে মেয়েটিকে প্রণববাবুর কোলে তুলে নিয়ে কনকবাবু বেতার-সেটের সাহায্যে নগররক্ষীদের হেড কোয়ার্টারে তাঁহাদের এই বিপদের বার্তা জানিয়ে দেবার পরই দেখা গেল ঘর বোঝাই জল তাঁদের স্কন্ধ পর্যন্ত উঠে গিয়েছে। কনকবাবুর একবার মনে হ'লো যে তিনি সিপাহীটির কাঁধে চড়ে জানলায় মুখ রেখে চেঁচিয়ে বার হতে সাহায্য ভিক্ষা করবেন। কিন্তু দেশবালী সিপাহী এমনই আতঙ্কিত হয়ে পড়েছে যে এই ব্যাপারে তাকে রাজি করানোই অসম্ভব। এমন সময় বিকট একটা অট্টহাসি শুনে চমকে উঠে তাঁরা উপরে চেয়ে দেখলেন, একজন গোলমুখ স্থূলকায় ব্যক্তি দক্ষিণ দিককার সেই সিঁড়ির চাতালের ওপর পা রেখে এই ঘরের ঐ দিকের সমুচ্চ জানালায় মুখ রেখে দাঁড়িয়ে আছে এবং তার মুল্লোর

মতো সাদা সাদা সব কয়টি দাঁতই বার করে থেকে থেকে অট্টহাসি হেসে উঠছে হাঃ হাঃ হাঃ।

প্রথমে প্রণব ও কনকবাবু এই বিকট অট্টহাসিতে বিচলিত হয়ে উঠলেও নিমেষে পুনরায় তাঁরা তাঁদের আপন সংবিৎ ফিরিয়ে আনতে পেরেছিলেন। তাঁদের শেষ পরিণাম নিশ্চিত বুঝেও উভয়ে পকেট হ'তে পিস্তল বার ক'রে ঐ মানব-দানবের মস্তক লক্ষ্য ক'রে গুলি ছুঁড়লেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় তাঁদের সার্ভিস পিস্তল দুইটি হ'তে একটিমাত্র গুলিও নির্গত হ'লো না। তাঁদের কোমরের উপর পর্যন্ত জল ওঠায় টোটার ক্যাপ জিভে ইতিমধ্যেই তা বিকল ও অকেজো হয়ে গেছে। বাঁ হাতে অচৈতন্যা মহিলাটিকে কাঁধের উপর উঠিয়ে পিস্তলটি পুনরায় পকেটে রেখে কনকবাবু প্রণববাবুকে বললেন, 'দেখুন তো ব্যাগের মধ্যে ট্রানসমিটিং সেটটা পরীক্ষা করে। এখুনি আর একটা জরুরি মেসেজ হেড কোয়ার্টারে পাঠানো দরকার।'

প্রণববাবু একবারমাত্র ঐ ট্রানসমিটিং সেটটি স্পর্শ ক'রে উত্তর করলেন, 'বৃথা চেষ্টা কনক, বৃথা চেষ্টা। জলে ভিজে ওটাও বিকল হয়ে গিয়েছে। এখন এসো, আমরা ঈশ্বরকে স্মরণ করি। গত বিশ বৎসরের মধ্যে একদিনও আমরা তাঁকে মনে করি নি। বোধ হয় সেই পাপেই আমাদের এরূপভাবে মৃত্যু ঘটছে। ও মেয়েটাকে আর কতক্ষণ কাঁধে ক'রে দাঁড়িয়ে থাকবে? ওকে এবার ধীরে ধীরে নিচে নামিয়ে দাও। হতভাগিনীও শান্তিতে শেষ নিশ্বাস ফেলুক। জল তো প্রায় আমাদের কাঁধের উপর এসে পড়ল ব'লে, কতক্ষণই বা সাঁতরে ভেসে থাকতে পারবো?'

উপরের জানালার ওপার হ'তে সেই মানব-দানব পুনরায় অট্টহাসি হেসে উঠল, হাঃ হাঃ হাঃ। সচকিতে প্রণব ও কনকবাবু উপরে মুখ তোলামাত্র সেখানে একটি অভাবনীয় ঘটনা ঘটে গেল। হতবাক হয়ে তাঁরা দেখতে পেলেন কোথা হ'তে এলোচুলে আলুথালু-বেশে একটি জ্যোতির্ময়ী নারী মূর্তি। ছুটে এসে একটা পাথরের

শিলনোড়া ঐ মানব-দানবের মস্তকের ওপর সজোরে বসিয়ে দিলে। এই আকস্মিক আক্রমণের জন্য ঐ দস্যু লোকটি মোটেই প্রস্তুত ছিল না। সে বিকট আর্তনাদের সঙ্গে রুধিরাক্ত শিরে জানালার নিচে হুমড়ি খেয়ে গড়িয়ে পড়ল। বিস্মিত হয়ে কনক ও প্রণববাবু বিস্ফারিত নেত্রে, তাঁদের উদ্ধারকর্ত্রী জ্যোতির্ময়ী নারীমূর্তির প্রতি চেয়ে দেখলেন। কিন্তু তাঁকে চিনে নিতে তাঁদের একটু মাত্রও দেরি হ'লো না। উল্লসিত হয়ে কনকবাবু জলের উপরই একটি লম্ফ দিয়ে বলে উঠলেন, 'স্যার, ঐ দেখুন, রমা দেবী।'

রমা দেবী ইশারায় তাঁদের চুপ করতে বলে পুরানো জানলা হ'তে দুটি গরাদ নেড়ে উঠিয়ে ফেললেন এবং তারপর ঐ নিদয় দস্যুর নিঃসাড় দেহটি জানালার সত্যকৃত ফোকর দিয়ে নিচে জলের মধ্যে ঝুপ ক'রে ফেলে দিয়ে বললেন, 'প্রণববাবু, এখন আমরা নিষ্কণ্টক। আর কোনও ভয় নেই আমাদের। একমাত্র এই লোকটিই এখানে পাহারার কার্যে মোতায়েন ছিল। দক্ষিণদিকের দেওয়ালের সর্বনিম্ন পিতলের ব্যাঘ্রমুখটি উঠিয়ে ফেললে একটা লোহার হ্যাণ্ডেল পাবেন। সেইটি ঘুরিয়ে দিলেই সব জল এখুনি বার হয়ে যাবে। আমি ততক্ষণ সিঁড়ির দরজাটা ভিতর হ'তে বন্ধ ক'রে দিয়ে আসছি।

রমা দেবীর উপদেশ মতো প্রণব ও কনকবাবু বারে বারে জলের মধ্যে হাতড়ে কথিত ব্যাঘ্রমুখটি কিছুতেই খুঁজে পেলেন না। এদিকে ধীরগতিতে জল ক্রমান্বয়ে ঊর্ধ্বদিকে ঠেলে উঠছে। এতক্ষণে নাচার হয়ে তাঁরা কাতর নয়নে উপরের দিকে চেয়ে দেখলেন যে রমা দেবী তিনটে নতুন বেনারসী শাড়ি একত্রে মুখোমুখি বেঁধে তার একটা দিক জানালার অবশিষ্ট গরাদ কয়টিতে বেঁধে দিলেন এবং তারপর ঐরূপে নির্মিত সেই রশির সাহায্যে সড় সড় ক'রে জলের উপর নেমে এলেন। কিন্তু ততক্ষণে ঐ কক্ষের জল এতো উপরে উঠে গিয়েছে যে কনকবাবু অচৈতন্য নাম-না-জানা নারীটিকে এবং প্রণববাবু সাঁতার-না-জানা সিপাহীটিকে পিঠে তুলে জীবনরক্ষার শেষ চেষ্টা

স্বরূপ সাঁতার কাটতে শুরু ক'রে দিয়েছেন। রমা দেবীরও সাঁতার কাটা ব্যতীত গত্যন্তর ছিল না। তিনি সাঁতরে সাঁতরে কক্ষের দক্ষিণ দেওয়ালের নিকট এসে এক ডুবে কথিত ব্যাঘ্রমুখটি উঠিয়ে ফেলে তার ভিতরের হ্যাণ্ডেলটি চেপে ধরে ঘুরিয়ে দিয়ে উপরে ভেসে উঠতেই বুঝতে পারলেন যে তাঁর প্রচেষ্টা ফলবতী হ'তে চলেছে। প্রফুল্লচিত্তে সকলে শুনতে পেলেন অতি দ্রুত জল নির্গমনের শোঁ শোঁ আওয়াজ এবং সেই সঙ্গে তাঁরা অনুভব করতে পারলেন যে, ঐ আওয়াজের সঙ্গে তাল রেখে কক্ষের জলও দ্রুতগতিতে কমে আসছে।

দেখতে দেখতে কক্ষ হ'তে বহিরাগত জলের শেষ বিন্দুটিও কোথায় যেন অন্তর্হিত হয়ে গেল। একমাত্র জলমগ্ন দস্যু লোকটি ব্যতীত আর সকলের পা পুনরায় ধরিত্রীর ভূমি স্পর্শ করল। কিন্তু অধিকক্ষণ এইভাবে অপেক্ষা করা সমীচীন মনে করলেন না। রমা দেবীর পিছু পিছু ঐ শাড়ির রজ্জু ধরে কনক ও প্রণববাবুও উপরে উঠে এসে দেখলেন, নিচে হতে দেশবালী সিপাহীটি 'হা রে বাপ, হা রে মা' বলে কাঁদতে শুরু করে দিয়েছে। ধমক দিয়ে প্রণববাবু সিপাহীটিকে বললেন, 'কেয়া চিল্লাতা হ্যায় তুম্? কোমরমে আভি এই রশি বাঁধো। হাম তুমকো উপরমে উঠায় লেতা।' এর পর সিপাহীজী আপন কোমরে শাড়ির রশির শেষের মুখটা বেঁধে নিলে প্রণববাবু কনকবাবু ও রমা দেবীর সাহায্যে তা জোরে টেনে অকর্মণ্য সিপাহীটিকেও উপরে উঠিয়ে বললেন, 'এই সিপাহী বেচারার আর দোষ কি বলো? দেশে পাতকুয়া ছাড়া কি ও জল দেখেছে? এখন বলুন আমাদের রমা দেবী! আপনাকে আমরা কি ভাষায় ধন্যবাদ জানাবো? আপনাকেও কি ওরা এখানে এনে বন্দী ক'রে রেখেছিল?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, ঠিক তাই-ই। আমাকেও এইখানে এরা বন্দিনী ক'রে রেখেছে। কিন্তু তা তারা রেখেছে সোনার শিকল পরিয়ে,

উভয়ের মধ্যে এই যা তফাত,' রমা দেবী উত্তর করলেন. 'কিন্তু থাক এখন ওসব কথা। আসুন এই মেয়েটিকে নিয়ে আমার বন্দিশালায়। এখান ওকে কৃত্রিম শ্বাস-প্রশ্বাস প্রয়োগে শুশ্রূষা না করলে ওকে পরে বাঁচানো কঠিন হবে। আপনার এই সিপাহীজী ততক্ষণ দরজায় পাহারা থাক। এই ফ্ল্যাটের দরজা অবশ্য আমি ইতিপূর্বেই বন্ধ ক'রে দিয়েছি। এই লোহার দরজা ভেঙে কারুর পক্ষে এর ভিতরে ঢোকা অসম্ভব।'

রমা দেবীর শোবার ঘরে অচৈতন্য মেয়েটিকে ধরাধরি ক'রে এনে কিছুক্ষণ যাবৎ তাকে শুশ্রূষা করার পর সে চোখ মেলল। চোখ মেলতে দেখে প্রণববাবু তাকে বললেন, 'ভয় পাবেন না, বোন। আমরা সরকারী লোক। আপনাকে আমরাই উদ্ধার করেছি। এখন বলুন তো আপনি কে? আর এইখানেই বা আপনি এলেন কি করে?'

প্রণব ও কনকবাবুর দিকে এবং বারেক রমা দেবীর প্রতি সপ্রতিভভাবে চেয়ে দেখে ম্লান হাসি হেসে মেয়েটি উত্তর দিলে, 'আমার নাম আপনারা জিজ্ঞেস করবেন না। আমার নাম আমি কাউকে বলবো না। নূতন ক'রে পিতা-মাতার মনে আর একটুও দুঃখ দিতে চাই না। আমি শুনেছি যে তাঁদের কাছে আমি এখন মৃতা। তবে এইটুকু বলতে পারি যে, আমি হাওড়া শহরবাসী কোনও হতভাগ্য পিতা-মাতার এক কুসন্তান। এখন আমাকে আপনারা একটু বিষ এনে দিন, বাঁচতে আমার আর একটুও ইচ্ছে নেই। আমি কারুর বিরুদ্ধেই অভিযোগ করব না। যা কিছু দোষ তা' আমি নিজেই করেছি। এর বেশি আর একটা কথাও আমাকে আপনারা বলাতে পারবেন না। আর যদি তা' আপনারা চেষ্টা করেন তা'হলে এইখানেই মাথা খুঁড়ে আমি মরে যাবো।'

'অ্যাঁ, আপনার নাম তা'হলে বলবেন না? আচ্ছা, হাওড়াতে কি আপনার বাড়ি?' প্রণববাবু জিজ্ঞেস করলেন, 'কার সঙ্গে, কেন

আপনি এখানে এসেছেন সত্যি করে বলুন, কোনও ভয় নেই আপনার।'

'মৃত্যুপথের যাত্রী যে, তার আর ভয় কি?' মেয়েটি উত্তর করলেন, 'কিন্তু সে কথা তুলে লাভ নেই। যে পথ দিয়ে একবার ঘর থেকে আমি বেরিয়ে এসেছি, বেরিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গেই সেই পথ চিরতরে আমার নিকট বন্ধ হয়ে গিয়েছে। সেইখানে ফিরে যাবার আর কোনও উপায় আমার নেই। এখন আমাকে শুধু সম্মুখে এগিয়ে যেতে হবে। এ'ছাড়া আর কি-ই বা আপনাদের আমি বলবো ইন্‌স্পেক্টারবাবু। আমার এখন যে আবার সম্মুখের পথও বন্ধ। আমাকে এমনি ক'রে বাঁচাবার কি দরকার ছিল আপনাদের? হ্যাঁ, তবু আপনাদের আমি আমার জীবনের কয়েকটা কথা মৃত্যুর পূর্বে জানিয়ে যাবো। আপনারা জিজ্ঞেস করছিলেন না যে কেন আমি বাড়ি ছেড়ে বার হয়েছিলাম? আমি পিতা-মাতা, ভাই-বোন, আমার যা কিছু প্রিয় তা' পিছনে ফেলে চলে এসেছিলাম শুধু জীবনের গীত গাইবার জন্যে। এ ছাড়া আমার এও মনে হয়েছিল যে আমি ভাল থাকবো, ভালো পরবো, প্রাণ ভরে ভালবাসবো, সুখী হবো ও সুখী করবো। এইরূপ আরো কতো প্রকার লোভ হয়তো আমার মনে এসে থাকবে।'

'আচ্ছা, কারুর নাম আপনার আমাদের নিকট করতে হবে না,' প্রণববাবু এইবার মেয়েটিকে বললেন, 'শুধু এইটুকু বলুন আমাদের যে, আপনি যার সঙ্গে এখানে এসেছেন, সেই আপনাকে ঐ অন্ধকূপে নিক্ষেপ করেছে কি না?'

'তাতেও কিন্তু আমার এখনও সন্দেহ আছে,' কাঁদতে কাঁদতে মেয়েটি উত্তর করলে, 'যাকে আমি নিঃশেষে নিজেকে বিলিয়ে দিয়েছি, সে আমাকে এমনি ক'রে তিলে তিলে হত্যা করবে কেন? এইরূপ এক চিন্তা বারে বারে আমাকে গত কয়দিন যাবৎ উত্ত্যক্ত করেছে। এইখানে এসেই অবশ্য আমি বুঝে ছিলাম যে, তার

স্বভাব-চরিত্র আদপেই ভালো নয়। আমি তাকে এই সম্বন্ধে সরাসরি প্রশ্ন করতেও কুণ্ঠাবোধ করি নি। প্রত্যুত্তরে সে নতমস্তকে আমাকে শুধু বলেছিল এই কথা—'আমি জীবনে বহু নারীর সংস্পর্শে এসেছি তাদের ভালো না বেসে, কিন্তু এই সর্বপ্রথম আমি তোমাকে কামনা করেছি ভালোবেসে, বধূরূপে। অন্য কোনও নিরাপদ স্থানের সন্ধান পেলে তোমাকে কখনও এইখানে নিয়ে আসতাম না। আচ্ছা, কুমু! আমাকে ক্ষমা ক'রে কি তুমি তোমার মনের মতো ক'রে আমাকে গড়ে নিতে পারো না?' এই পর্যন্ত মাত্র আমরা কথাবার্তা কয়েছি এমন সময় সহসা দুয়ারের নিকট এসে দাঁড়ালো এক দীর্ঘ ঋজুদেহ পুরুষ। ভালো করে তার মুখ আমি দেখতে পাই নি, পিছন হতে আমি তার মাথাটি শুধু দেখেছি। অতো ফর্সা ও পাতলা রঙের চুল কোন বাঙালীর মাথায় এর আগে আমি দেখি নি। এরপর গম্ভীর স্বরে সে তাকে উদ্দেশ ক'রে হুকুম করলে, 'এই শোনো, এখানে এসো।' ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে মন্ত্রমুগ্ধের মতো সে আমার কক্ষ পরিত্যাগ ক'রে বাইরে আসামাত্র আমি দুয়ার ভিতর হ'তে বন্ধ করে দিই। এরপর আমি দুয়ারের কপাটে কান পেতে রেখে উভয়ের কথাবার্তা শুনতে চেষ্টা করি, কিন্তু শত চেষ্টা ক'রেও তাদের কথাবার্তার বিন্দুবিসর্গও আমি শুনতে পাই নি। এর পর কয়েকটি পদক্ষেপের শব্দ ব্যতীত বার হ'তে আর কোনও শব্দই আমি শুনতে পেলাম না। এদের কথাবার্তা শুনে ভয়ে ঠকঠক ক'রে আমি কাঁপছিলাম। এমন সময় আমি লক্ষ্য করলাম যে উপরের ঘুলঘুলির মধ্য দিয়ে একপ্রকার ধোঁয়া ঢুকছে। চারিদিকে শুধু লালচে ও বেগুনে রঙের ধোঁয়া আর ধোঁয়া। ইতিমধ্যে কখন যে আমি জ্ঞানহারা হয়ে পড়েছিলাম তা আমার মনে নেই। আমার জ্ঞান পুনরায় ফিরে এলে আমি দেখলাম যে আমি নিম্নতলের কক্ষে একাকী একটি ছেঁড়া চাটাইএর উপর শুয়ে আছি। সম্মুখে দেখতে পেলাম, কিছু ভাত, তরকারি ও কিছু শুকনো ছোলা এবং এক

কলসী জল পড়ে রয়েছে। এই কদিন ঐ ছোলা ও জল খেয়েই আমি জীবনধারণ করেছি। তবে ঘরের সিলিঙে সর্বসময়ই একটি বিজলী আলো জ্বালানো ছিল এই যা। এখন আপনাদের আরও একটি প্রাণীকে এদের খপ্পর হতে উদ্ধার করতে হবে। আমার বিশ্বাস, আমার একজন বান্ধবীকেও এরা এখানে অন্য কোনও কক্ষে বন্দী ক'রে রেখেছে।'

'হুঁ, বুঝলাম সব! আপনার সেই বান্ধবী এখনও পর্যন্ত বেঁচে থাকলে তাকেও আমরা উদ্ধার করবো। এখন আর একটা কথা আপনাকে জিজ্ঞাসা করবো,' চিন্তিতভাবে প্রণববাবু মেয়েটিকে বললেন, 'আচ্ছা আপনার সঙ্গে কি আপনাদের দেশের অন্য কারুর বিবাহেরও কথা হচ্ছিল? এতো তাড়াতাড়ি আপনি বাড়ি থেকে এর সঙ্গে পালিয়ে এলেন কেন?'

'খবরটা যে আপনারা একেবারে ভুল পেয়েছেন তা নয়। আমাদের দেশের কোনও এক প্রভাবশালী ধনী ব্যক্তির সঙ্গে একটি মেয়ের বিয়ের কথাবার্তা পাকাপাকি হয়ে ওঠার পর কোন এক অনিবার্য কারণে তা স্থগিত রাখতে হয়। কিন্তু ধনী পাত্রের মা ঐ দুর্ঘটনার পরে তাদের বিবাহের দিন পিছিয়ে দিতে সম্মত হলেন না। অনন্যোপায় হয়ে তিনি আমার সঙ্গে তাঁর পুত্রের বিবাহ দেবার জন্য ধরে বসলেন। এদিকে এই সুসংবাদে আমার পিতাও যেন একেবারে হাতে চাঁদ পেলেন। এইরূপ অবস্থায় আচরে পলায়ন করা ছাড়া আমার আর কি উপায় ছিল বলুন? এ ছাড়া ঐ ধনী দুর্দান্ত জমিদার-পুত্রের খপ্পরে একবার পড়ে গেলে উদ্ধারের আর কোনও উপায়ই ছিল না।'

'হুঁ, বুঝেছি,' প্রণববাবু জিজ্ঞেস করলেন, 'আচ্ছা, আপনি কি বলতে পারেন, ঐ ফর্সাকেশ নবাগত ভদ্রলোক কে ছিলেন?'

'ও তা বলবে কি করে', প্রত্যুত্তরে রমা দেবী বললেন, 'কেবল আমি তা বলতে পারি। কিন্তু আমি তা কিছুতেই বলবো না। তবে

আমি এইটুকু বলতে পারি যে, উনি একজন গুণবান ব্যক্তি। আপনাদের সতর্ক দৃষ্টি সত্ত্বেও উনি আমাকে অপহরণ ক'রে এনেছেন। তবে তিনি আমাকে এখানে ছলে-বলে ও কৌশলে ধরে আনতে সক্ষম হ'লেও তাঁকে আমি আমার দেহ আর একটি বারও স্পর্শ করতে দিই নি। আপনার ও সুষমা দেবীর নিকট যে কথা আমি দিয়েছি তা' আমি অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছি। তা' যাই হোক, অনুকূলবাবু সম্বন্ধে আমি যা' বলেছি তা' বলেছি। কিন্তু আপনারা তাঁর সম্বন্ধে আমাকে আর কোনও প্রশ্ন দয়া ক'রে করবেন না। প্রকৃতপক্ষে তাঁর ক্ষতি হ'তে পারে, এমন আর একটি কথাও আপনারা আমার নিকট হ'তে বার করতে পারবেন না।'

'কিন্তু রমা দেবী, এও কি সম্ভব? যদি এ সত্য হয়, তা'হলে কিন্তু' প্রণববাবু বললেন, 'অনুকূলবাবুর মধ্যে কয়েকটি সৎ গুণও আছে।'

'শুধু কয়েকটি কেন? অনেক গুণই তাঁর আছে, তা' না হলে আমি মুগ্ধ হবো কেন? সবটুকুই যে তার আ-ভনয় তা' আমি স্বীকার করি না। তবে তাঁর অন্তর্নিহিত একটি গুণেরও সম্পূর্ণ রূপ বিকাশ হয় নি। আমি ধীরে ধীরে তাঁকে সুপথে ফিরিয়ে আনছিলাম। এমন সময় আপনারা আমার কাছ হ'তে তাঁকে কেড়ে নিলেন। তাঁকে স্বেচ্ছায় আমি সুষমা দেবীর হাতে পুনরায় তুলে দিয়েছিলাম, কিন্তু তাঁকে আপন গুণে নিজের নিকটে তিনি ধরে রাখতে পারলেন কৈ? আপনারা আমার বাড়িতে এসে হানা দেবার মাত্র চার দিন পূর্বে তিনি আমাকে দিব্যি দিয়ে বলেছিলেন, 'আচ্ছা, রমা! তোমার কথা মতোই কাজ হবে। উৎকট বিষকেও নিয়ন্ত্রিত ক'রে ভিন্ন পথে পরিচালিত করলে তা' অমৃতের কাজ করে। আমিও আমাদের এই পাপ ব্যবসায়কেই এখন হ'তে সুপথে পরিচালিত করে জনসাধারণের প্রভূত উপকার করবো। ঐ বিষয়ে আমি যা করবো তা দেশের সান্ত্রীদলের সাধ্যাতীত। অবশ্য যদি ইতিমধ্যে পুলিসের হাতে

আমি ধরা না পড়ে যাই, কিংবা নিজের দলের লোকদের দ্বারাই নিজে নিহত না হই। এই লোভী জ্ঞানশূন্য কামুক মানুষগুলোকে সুপথে পরিচালিত করা কি সহজ কাজ?' এই সকল কথা সেই দিন তিনি আমাদের বলেছিলেন। কিন্তু আপনারা তাঁর আরব্ধ কাজ শেষ হবার পূর্বেই তাঁকে পুনর্বার ঠেলে দিয়েছেন এমন এক স্থানে, যেখান হতে তাঁর পক্ষে সভ্য সমাজে পুনরায় ফিরে আসা এখন সত্য সত্যই কঠিন কাজ হবে।'

'কিন্তু এর প্রকৃত কারণ কি তা' বলতে পারেন রমা দেবী? কেন এই রকম হয়?' প্রণববাবু বললেন, 'অন্তত সুষমার মুখ চেয়ে কি তাঁকে আপনি পুনরায় সভ্য সমাজে ফিরিয়ে আনতে পারেন না? এমনও তো হ'তে পারে যে, তিনি নিজে দস্যু নন। দস্যুদলে তিনি যোগ দিয়েছিলেন কেবলমাত্র আপনাকে উদ্ধার করার জন্যে।'

'আজ্ঞে তা' আর হয় না, প্রণববাবু। যে তীর হাত থেকে ছুটে গিয়েছে, তা' আর এখন ইচ্ছে করলেও ফিরবে না,' প্রত্যুত্তরে রমা দেবী বললেন, 'আমি আমার কর্তব্য ঠিক ক'রে নিয়েছি। ঐ অসহায়া মেয়েটির অবসাদগ্রস্ত দেহ-মনের দিকে চেয়ে দেখুন। ওর হয়তো নিজ গৃহের দুয়ার আজ চিরতরে বন্ধ। কিন্তু ওর জন্য আমার গৃহের দুয়ার চিরমুক্ত। আমার অবশিষ্ট ধন-দৌলত দিয়ে এখন আমি গড়ে তুলবো এমন একটি প্রতিষ্ঠান, যেখানে ঐ বিপদগ্রস্তা মেয়েটি ও আমার মতো হতভাগ্য নারীরা প্রয়োজন বোধে সসম্মানে আশ্রয় পেতে পারবে। তবে আপনাকেও প্রণববাবু একটা কথা ব'লে রাখছি। সুষমার সুখের চিন্তা আর আপনার পক্ষে না করাই ভালো। কারণ অবস্থা এখন এতোদূর পর্যন্ত গড়িয়েছে যে, এখন সুষমার চিন্তা করলে আপনাকে কর্তব্যচ্যুত হ'তে হবে। আপনার এরূপ কোনও অধঃপতন কোনও ক্রমেই আমি কাম্য মনে করি না। এই মেয়েটিকে আর কোনও প্রশ্ন ক'রে লাভ নেই। তাকে এ সম্বন্ধে অধিক প্রশ্ন করা মানে তাকে অপমান করা। ও যা'

আপনাদের বলেছে এবং যা' এখনও কাউকে বলে নি, তা' কিন্তু কোনও এক নূতন কাহিনী নয়। ও কথা আমিও জীবনে বহুবার বহু ব্যক্তির মুখে শুনেছি। ওর মুখ হ'তে ঐ সব কথা না শুনেও তা' আমি আপনাদের জানাতে পারবো। কিন্তু থাকুক এখন হতভাগিনীদের ঐসব কাহিনী। এখন চেয়ে দেখুন একটিবার ঐ দিকে। মেয়েটির দেহটা ধীরে নেতিয়ে পড়ছে। ওকে এখুনি কোনও একটা হাসপাতালে পাঠানো প্রয়োজন। এই বাড়ির পিছনে একটা দরজা আছে। সেখান হতে বার হ'লে অপর আর একটা রাস্তায় পড়া যাবে। ঐ দরজার পাহারাদারকে তো আমরা চিরকালের জন্যই ঘুম পাড়িয়ে এলুম। এখন আর দেরি না করে চলে আসুন। ঐ দরজাটা দিয়ে আমরা এই মেয়েটিকে নিয়ে সরে পড়ি।'

রমা দেবীর কথামত মেয়েটির দেহের প্রতি প্রণববাবু চেয়ে দেখে বুঝলেন যে, সে পুনরায় অচৈতন্য হয়ে পড়েছে। সকলে মিলে তাকে ধরাধরি ক'রে সাবধানে বাড়ির পিছনের একটা গোল সিঁড়ি দিয়ে নেমে খিড়কি দুয়ারে এসে পৌছলেন। খিড়কি দুয়ার হ'তে বার হয়ে তাঁরা দেখলেন যে তাঁরা সম্পূর্ণরূপে ভিন্ন এক পল্লীর এক গলির পথে এসে উপস্থিত হয়েছেন। এর পর অতি দ্রুত ঐ গলির পথ হ'তে বার হয়ে তাঁরা বড় রাস্তায় এসে দেখলেন যে সেখানে একটি ট্যাক্সির আড্ডা দেখা যায়। একটি ট্যাক্সিতে সেই মেয়েটি ও রমা দেবী এবং তৎসহ কনকবাবুকে তুলে দিয়ে প্রণববাবু বললেন, 'তোমরা এঁকে এখুনি হাসপাতালে নিয়ে যাও। ওখানে এই মেয়েটিকে ভর্তি ক'রে দিয়েই তোমরা দু'জনায় থানায় চলে এসো। আমি ততক্ষণে চৌমাথা ঘুরে এই বাড়ির সম্মুখ ভাগে গিয়ে দেখে আসি, সেখানে এখন কি ব্যাপার আরম্ভ হয়ে গিয়েছে।'

রমা দেবী ও কনকবাবু ঐ মেয়েটিকে নিয়ে চলে গেলে প্রণববাবু ঐ দ্বিতল বাড়িটির সম্মুখভাগে উপস্থিত হয়ে দেখলেন যে, সেখানে লোকে লোকারণ্য হয়ে গিয়েছে। এতদ্ব্যতীত খোদ বড়ো সাহেব

মহীন্দ্রবাবুর নেতৃত্বে প্রায় একশো জন সান্ত্রী বাড়িটির সম্মুখ ভাগ ঘেরাও করে ফেলেছে। এ ছাড়া অন্যান্য অফিসারদের নেতৃত্বে বহু সশস্ত্র সান্ত্রী বাড়ির ভেতর প্রবেশ ক'রে প্রতিটি কক্ষ তন্ন তন্ন করে খুঁজে বেড়াচ্ছে। কিন্তু তখন পর্যন্ত তারা ভূগর্ভের এবং বাড়ির পশ্চাদ্‌ভাগের কক্ষগুলি খুঁজে বার করতে পারে নি।

প্রণববাবুকে সহসা সেখানে উপস্থিত হ'তে দেখে সোল্লাসে মহীন্দ্রবাবু ব'লে উঠলেন, 'আরে কোথায় ছিলে এতক্ষণ তোমরা? বেতার-বার্তা পাওয়া মাত্র কেন্দ্রীয় অফিস হ'তে প্রায় দু'শো সশস্ত্র পুলিস নিয়ে এই বাড়িতে আমরা হানা দিয়েছি। কিন্তু কোথাও তো তোমাদের খুঁজে পেলাম না। কিন্তু তুমি একা প্রণব, এঁ্যা, কনককে দেখছি না কেন?'

সকল সমাচার প্রণববাবুর নিকট অবগত হয়ে মহীন্দ্রবাবু হতভম্ব হয়ে কিছুক্ষণ ফ্যাল্‌ফ্যাল্ করে তাকিয়ে রইলেন এবং তারপর প্রকৃতিস্থ হ'য়ে বলে উঠলেন, 'এঁ্যা, বলো কি হে? এতো বড়ো একটা দস্যুদল আমার এলাকাতে—অথচ এতোদিন এর বিন্দু বিসর্গও আমরা জানতে পারি নি! এ কিন্তু বড়ো লজ্জার কথা। অফিসাররা দেখছি আজকাল আর শহরের কোন খবরই রাখে না। আমরা সারা বাড়িটা 'কুপ' করে এর প্রতিটি ইট পর্যন্ত খুলে তল্লাস করবো। আমার নাম বলে কিনা মহীন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। বাঘে-গরুতে আমি একত্র জল খাওয়াই, এঁ্যা? এসো।'

উভয়ে এবার মূল বাড়ির ভিতরে প্রবেশ করলেন, কিন্তু কুত্রাপি নাচওয়ালী ও বাদক-তবলচীদের কাউকেও খুঁজে পেলেন না। বেশ বোঝা গেল কোনও গুপ্ত পথে তারা ইতিপূর্বেই ঐ বাড়ি হ'তে অন্যত্র সরে পড়েছে। চতুর্দিকের কক্ষগুলি কিন্তু উন্মুক্ত অবস্থাতেই দেখা যায়। স্তম্ভিত হয়ে তারা লক্ষ্য করলেন, কক্ষসমূহের উপরে লেখা রয়েছে, মার্ডার বিভাগ, কিডন্যাপিং বিভাগ, ডাকাতি বিভাগ, সিঁদেল চুরি ও তালা তোড় বিভাগ, সাধারণ চুরি ও পিকপকেট

বিভাগ, রাহাজানি ও প্রবঞ্চনা বিভাগ, নোট ও মুদ্রা ফোর্জারী বিভাগ ইত্যাদি।

'আরে বাপ্‌স, হায় হায় হায়', দুই চক্ষু বিস্ফারিত ক'রে মহীন্দ্রবাবু বললেন, 'এ তো দেখছি—এঁ্যা—এখানে রীতিমতো আপিস খুলে কাজ শুরু করে দিয়েছে। খুব সম্ভবত ধনী লোকদের ফরমাস মতো অর্থের বিনিময়ে এরা প্রায় দুই-একটা ক'রে হত্যাকাণ্ড সমাধা করে থাকে। খুব বেঁচে গেছো কিন্তু বাবা প্রণব। আমি একজন ব্রাহ্মণ রাজপুরুষ তো বটে। তোমাদের উপর আমার আশীর্বাদ যাবে কোথা? আরে বাপ রে, বাপ রে, বাপ রে! এখন এসো, ঘরগুলি তল্লাস ক'রে ফেলি।'

প্রধান অফিস-ঘরের কাগজ ও খাতাপত্র পর্যবেক্ষণ করতে করতে প্রণববাবু বললেন, খাতাপত্র হ'তে কিন্তু বোঝা যায় যে এরা এখানে একটা প্রাইভেট ডিটেকটিভ অফিস খুলেছে। কিন্তু তা যে একটা ভাঁওতা মাত্র তা' তো বুঝতেই পারছেন। আদালত ও রক্ষা মহলের চক্ষুতে ধুলো দেবার এ একটা অপূর্ব কৌশল। তবে এও হতে পারে যে, প্রথমে এইরূপ একটা সাধু পরিকল্পনা নিয়ে কাজ শুরু করে পরবর্তীকালে তারা এই পাপ ব্যবসায়ে পা বাড়িয়েছে।'

'দেখি দেখি' ব'লে মহীন্দ্রবাবু নিবিষ্ট মনে খাতাপত্রগুলি স্বয়ং পরীক্ষা ক'রে উত্তর করলেন, 'উঁহু, তা' নয় প্রণব। তাদের পাপ ব্যবসায়কে সম্প্রতি রূপান্তরিত ক'রে এরা প্রাইভেট ডিটেকটিভ ব্যুরোতে পরিণত করতে চেষ্টা করছিল। এদের এই পরিকল্পনা অবশ্য ভালোই ছিল। অপরাধীরা নিজেরাই যদি অপরাধ নির্ণয়ের ভার নেয় তা'হলে তার চেয়ে সুখের কথা কি? তবে বিষয়টি আগাগোড়া একটি ভাঁওতা এই যা'। আরে এই দেখ একটা অদ্ভুত রচনা। এদের দলপতি দেখছি একজন কবিও বটে।'

প্রণববাবু রচনাটি নিয়ে পাঠ করতে শুরু করলেন। পাঠ করতে করতে তাঁর মনে পড়ে গেল, রমা বেদীর গৃহ হ'তে পাওয়া রমার

লেখা অপর একটি রচনার কথা। বর্তমান লিপিকাটি রমা দেবীর রচনায় পরিদৃষ্ট খেদোক্তির একটি প্রত্যুত্তর মাত্র। এই লিপিকাটি খুব সম্ভবত অনুকূলবাবুর রচনা হবে। প্রণববাবু দেখলেন ওতে লেখা রয়েছে, 'নারী জাতির ভালবাসা এবং ইজ্জৎজ্ঞানে যারা আস্থাবান, সেই সব বেচারা হতভাগ্য পুরুষদের মূর্খ ছাড়া আর কি-ই বা বলা যেতে পারে?'

'আরে, রেখে দাও তোমার কবিতা', মহীন্দ্রবাবু বললেন, 'এখন এই সব কাগজপত্র সাবধানে গ্রহণ ক'রে তালিকাভুক্ত ক'রে নাও। এখুনি এগুলো আমাদের ফোরেন্সিক এক্সপার্ট ডাঃ এ কে রে'র নিকট তাঁর অভিমতের জন্য প্রেরণ করতে হবে। কালে কালে দেখছি সারা দেশটাই একেবারে আমেরিকা হয়ে উঠল। অন্যান্য অফিসাররা এই সব কাজগুলো সেরে নিক। আমরা বরং ডাঃ রে'র বাড়ি থেকে ঘুরে আসি। এ সম্বন্ধে তাঁর সঙ্গে একটা পরামর্শ করা দরকার।'

উভয়ে ঐ বাড়ি হ'তে বার হয়ে আসা মাত্র তাঁরা গেটের নিকট একটি সুবেশ বাঙালী যুবককে দেখতে পেলেন। যুবকটি সন্দেহ-জনকভাবে ইতস্তত ঘুরে বেড়াচ্ছিল। মহীন্দ্র এবং প্রণববাবুকে সহসা সেইখানে উপস্থিত হ'তে দেখে যুবকটি জিজ্ঞেস করল, 'আচ্ছা, এখানে অনুকূলবাবুর সহকারী অমল রাহা কি থাকেন?'

প্রণববাবু শ্যেন দৃষ্টিতে যুবকটির আপাদমস্তক পরিলক্ষ্য ক'রে উত্তর করলেন, 'কিন্তু তার আগে বলুন তো আপনার নাম কি?'

'আজ্ঞে, আমার নাম নবীনচন্দ্র সরকার,' যুবকটি প্রত্যুত্তরে বললেন, 'হাওড়ায় আমার নিবাস। ডাঃ রাহা আমার একজন প্রতিবেশী। তাঁর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ করার বিশেষ প্রয়োজন।'

'ওঃ তাই নাকি', প্রণববাবু জিজ্ঞেস করলেন, 'তা'হলে নীহাররঞ্জনকেও আপনি চেনেন? এ ছাড়া আরও দু'টি প্রাণীকে নিশ্চয়ই আপনি চেনেন। এদের একটির নাম কমলা ও অপরটির নাম কামিনী। কি মশাই, চুপ করে রইলেন যে!'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, নিশ্চয়ই, চিনি বৈ কি তাঁদের', নবীনবাবু উত্তর করলেন, 'প্রকৃতপক্ষে তাঁদের সংবাদ নিতেই আমি এখানে এসেছি। ডাঃ অমল রাহা খুব সম্ভবত তারা কোথায় আছেন তা বলতে পারবেন। তাই এখানে আমি তাঁর সন্ধানে এসেছি।'

'ওঃ তাহ'লে এই ব্যাপার', প্রণববাবু উত্তর করলেন, 'তাই বলি এদের ফাইনেন্স তা'হলে কে করে? পিছনে একজন ধনী জমিদার না থাকলে চলবে কেন? আপনাকে এখন আমাদের সঙ্গে থানায় যেতে হবে।'

'হুঁ হুঁ, ওঁকে থানাতেই নিয়ে যাওয়া দরকার। ওর উপর সন্দেহ হবার মতো যথেষ্ট কারণ আছে। আচ্ছা, তাহলে প্রণব—', মহীন্দ্র-বাবু বললেন, 'তুমি একে থানায় নিয়ে যাও। আমি ডাঃ এ কে রে'র সঙ্গে এই মামলা সম্পর্কে একটু পরামর্শ করে আসি। ভদ্রলোক ওঁর বাড়িতে সন্ধ্যায় ককটেল পার্টিতে নিমন্ত্রণও করেছেন। সেখানে না গেলে তিনি আবার বিশেষ দুঃখিত হবেন। তা, দুই কাজই একত্রে সারা যাবে, এই যা'। উপ-নগরপাল স্বয়ং এবং আরও জনকয় বিশিষ্ট নাগরিকও ওঁর ওখানে আজ উপস্থিত থাকবেন। শুনেছি একটা ট্যাপ ডান্সেরও সেখানে বন্দোবস্ত হয়েছে। আরে ট্যাপ ডান্স আবার কি? হেঃ যতো সব—। যাই হোক— আজকালকার ব্যাপার।'

শ্রীযুক্ত নবীন সরকারকে সঙ্গে ক'রে থানায় ফিরে প্রণববাবু শুনলেন যে কনকবাবু রমা দেবীকে নিয়ে তখনও পর্যন্ত সেখানে ফেরেন নি। সন্দেহভাজন ব্যক্তি নবীনবাবুকে থানার অফিস-ঘরে বসিয়ে দ্রুতপদে উপরে উঠতেই তাঁর স্ত্রী আবেগভরে তাঁকে জড়িয়ে ধরে বললেন, 'আজও তোমার এত দেরি? দুপুর হতে আমার বাঁ চোখ নাচছে, বুকটাও বড়ো ধড়ফড় করছিল, মনে হচ্ছিল হয়তো তোমাদের কোনও বিপদ হয়েছে। কনকবাবুর বৌও দু'বার ফিরে গিয়ে আবার আসছে তার স্বামীর খবর নিতে। তুমি এখন একটু

ও-ঘরে চলো। এ ঘরে কনকবাবুর স্ত্রী বসে রয়েছে। আমার মতো তাঁরও মনটা দুপুর হতে অস্থির। তোমরা ভেবেছো কি বলো তো?'

এতক্ষণে সকল কথা শুনে আশ্বস্ত হয়ে কনকবাবুর স্ত্রী বড়োবাবুর কোয়ার্টার হ'তে ফিরে এসে তাড়াতাড়ি কিছু খাবার তৈরি করে ফেলছিলেন, যাতে অভুক্ত স্বামী ফিরে আসা মাত্র তাঁকে গরম-গরম কিছু খেতে দিতে পারেন। সহসা তাঁর কানে এল দরজার উপর ঠক্‌ঠক্‌ শব্দ। দ্রুতপদে বেরিয়ে এসে দরজা খুলে তিনি দেখলেন যে কনকবাবু ও রমা দেবী সেইখানে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। সাহস ক'রে রমা দেবী এগিয়ে আসতে পারছিলেন না। কিসের যেন একটা সঙ্কোচ বারে বারে তাঁর চলনের গতি থামিয়ে দেয়। কনক-বাবুর একান্ত আগ্রহাতিশয্যে থানার আপিসে প্রবেশ না ক'রে তিনি তাঁর থানার কোয়ার্টারে আসতে রাজি হয়েছিলেন।

'দেখো কাকে এনেছি, অলকা,' একটু হেসে কনকবাবু বললেন, 'এঁকে তোমার কাছে জমা দিলাম, এখন এঁর জন্যে একটা রসিদ কেটে দাও আমাকে। ইনি না থাকলে আজ আর আমাকে ফিরতে হতো না।'

'শুনেছি সব আমি, ওপরের দিদির কাছে।' অলকা দেবী প্রত্যুত্তর করলেন, 'আয় রমা, ভেতরে আয়। নূতন করে আমার আর শুনবার কিছু নেই। কিছুক্ষণ বোসো তোমরা এই ঘরে, আমি ততক্ষণ চা-খাবার নিয়ে আসি।'

অলকা দেবীকে দুইজনের মতো জলখাবার একই টেবিলে সাজিয়ে রাখতে দেখে রমা দেবী বললেন, 'এ কি করছিস তুই অলকা, আমাকে বরং আলাদা জায়গায় দে, আমার ছোঁয়া খাবার তোরা কি খাবি?'

'খুব বক্তৃতা দিচ্ছিস যে,' অলকা দেবী প্রত্যুত্তর করলেন,

'আমরা যদি সোনা হই তুই তাহলে আগুনে-পোড়া সোনা। ওঁর সঙ্গে খেতে না চাস তো পরে তুই আমার সঙ্গে খেতে বসিস। কিন্তু এখন তো বোস তুই ঐ ইজেলের সামনের ঐ গোল টুলটায়, আমি এখুনি তোর একটি সুন্দর করে ছবি এঁকে নেবো।'

'তাহ'লে ছবি আঁকার ঝোঁকটা তুই এখনও বজায় রেখেছিস?' ইজেলের উপরকার একটা অর্ধসমাপ্ত পেন্টিং-এর প্রতি চেয়ে রমা দেবী জিজ্ঞেস করলেন। অলকা দেবী অনুযোগের স্বরে উত্তর করলেন, 'তুইও তো ছেলেবেলার অভিনয়ের অভ্যাস এখনও বজায় রেখেছিস; ওরে হতভাগী, ওসব ছেড়ে দিয়ে এখন আয় আমরা দু'জনে মিলে ঘরে বসে শুধু পটের ওপর ছবি আঁকি। মনে কর দেখি আমাদের সেই ছেলেবেলার কথা, দু'জনে মিলে যখন আমরা খেলা করতাম, তখন কি কেউ আমরা ভেবেছিলাম যে তুই বয়স-কালে এমনি করে ব'য়ে যাবি? তোকে কিন্তু আমি আর তোর ঐ বাড়িতে ফিরে যেতে দেবো না। তোকে কয়েকদিন এখানে রেখে আমি তোকে মাসীমার কাছে পাঠিয়ে দেবো।'

'তুই কি সত্যিই পাগল হলি অলকা, মার কাছে আমি ফের এ'মুখ দেখাবো,' সজল চোখে রমা দেবী প্রত্যুত্তর করলেন, 'আর তা কিছুতেই হয় না, ভাই। তা'ছাড়া হাসপাতালে আমি একটি মেয়েকে কথা দিয়ে এসেছি যে আমি তাকে আশ্রয় দেবো। এ' ছাড়া সুষমা দেবী ও তাঁর পুত্র-কন্যার ভারও বোধহয় আজ হ'তে আমার উপর পড়ল। আমাকে বোধ হয় বাধ্য হয়ে আবার সিনেমা লাইনে ফিরে যেতে হবে। তুই না হয় ব্যক্তিগত কারণে মাত্র একলা আমাকে আশ্রয় দিবি। কিন্তু আমাকে আশ্রয় দিতে হবে আমার মতো এমনি বহু অসহায়া নারীকে।'

দুই বান্ধবীর মধ্যে পূর্বতন সদ্ভাব ফিরে এসেছে বুঝে কনকবাবু খুশি হয়ে তরকারি সহ একটি পুরো লুচি মুখবিবরে পুরে দিচ্ছিলেন। এমন সময় তাঁর কানে এল প্রণববাবুর গলার স্বর। প্রণববাবু

তাঁর কোয়ার্টারের দুয়ারে স্বয়ং উপস্থিত হয়েছেন বুঝে কনকবাবু তাড়াতাড়ি বেবিয়ে এসে বললেন, 'আস্থন, ভিতরে আস্থন স্থার।'

'না কনক, ভিতরে আমি যাবো না,' প্রণববাবু প্রত্যুত্তর করলেন, 'অফিস-ঘরে হাওড়ার জমিদার-পুত্রটিকে বসিয়ে রেখে উপরে চলে এসেছি। এখন আবার তাঁকে নিয়ে কিছু সময় কাটাতে হবে। খাওয়া হয়ে গিয়ে থাকে তো নিচে এসো না, ছ'জনায় যদি তাঁর কাছ হ'তে কিছু কথা বার করতে পারি।'

'হ্যাঁ স্থার, খাওয়া-দাওয়া আমি শেষ করেছি, কনকবাবু উত্তর করলেন, 'চলুন তা'হলে নিচেই যাই। রমা দেবী এখন আমার কোয়ার্টারেই থাকুন। তাঁকে থানার অফিস-ঘরে না বসানোই ভালো। জমিদার নবীন সরকারকে কি এই মামলা সম্পর্কে গ্রেপ্তার করবেন?'

'আমার মতে কনক,' সিঁড়ি বয়ে নামতে নামতে প্রণববাবু উত্তর করলেন, 'ওঁকে এখুনি গ্রেপ্তার না করাই ভালো। ওঁর পিছন-পিছন আমাদের লোক অনুসরণ করুক। এ ছাড়া ওঁর হাওড়ার বাড়িতেও আমরা ছদ্মবেশী ওয়াচ মোতায়েন রাখবো। ওঁকে ফলো ক'রে আমাদের গুপ্তচরেরা কোথায় কোথায় ওঁর যাতায়াত তা দেখে আসবে। এরকম করে কিছুদিন ওর গতিবিধি লক্ষ্য করলে দলের অন্যান্যদেরও আমরা হদিস পাবো। এ দেশে গ্রেপ্তার ক'রে তবে আসামীদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য-প্রমাণ সংগ্রহ করার রীতি, কিন্তু আমি মনে করি যে সাক্ষ্য-প্রমাণ সংগৃহীত করার পর গ্রেপ্তার করাই সমীচীন। এসো—'

উভয়ে থানায় অফিসে এসে দেখলেন যে জমিদার-পুত্র নবীন সরকার গুম হয়ে একটা চেয়ারে বসে আছেন। একজন সিপাহী তাঁর ওপর নজর রাখবার জন্যে দরজার নিকট মোতায়েন ছিল। আপন আপন আসনে উপবেশন ক'রে ইশারায় পাহারাদার সিপাহীকে অন্যত্র যেতে ব'লে প্রণববাবু নবীনবাবুকে বললেন,

'এদের দলে আপনিও আছেন বলে আমাদের সন্দেহ হয়। এখানে ওখানে এই যে সব খুন, ডাকাতি ইত্যাদি হচ্ছে, ওই সম্বন্ধে আপনি কি মশাই কিছু জানেন?'

'আজ্ঞে, বলছেন কি? খুন-ডাকাতিতে আমি।' নবীনবাবু উত্তর করলেন, 'শুনেছি যে আমাদের পূর্বপুরুষরা জমিদারী রক্ষা করার জন্যে দুই-একটা খুন-খারাপি করেছিলেন। কিন্তু বর্তমান কালে এরূপ কোনও কাজের আমাদের প্রয়োজন হয় নি। তবে জমিদারী রাখতে হ'লে দুই একটা মামলা যেমন আমাকে রুজু করতে হবে, তেমনি আমারও নামে দুই একটা মামলা দায়ের হবে এতে আর বিচিত্র কি আছে? ব্যবসাদার ও জমিদারের পক্ষে বারেক আসামী এবং বারেক ফরিয়াদী হওয়া তো নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপার। আপনারা আমাকে মিথ্যা মামলায় সোপর্দ করলে আত্মপক্ষ সমর্থনে অবশ্যই আমি পেছপাও হবো না।'

'থাক এখন ওসব কথা', প্রণববাবু জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনি ঐ গুণ্ডাদের আড্ডায় তা'হলে কেন এসেছিলেন?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ! একথা আপনি জিজ্ঞেস করতে পারেন,' নবীনবাবু উত্তর দিলেন, 'আমি ঐখানে এসেছিলাম আমাদের গ্রামবাসী ডাঃ অমল রাহার খোঁজে। কামিনীর পিতার নিকট হ'তে ওর এই ঠিকানাটা আমি পাই। আমার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল কমলা এবং কামিনীকে খুঁজে বার করা। আমি আরো চেয়েছিলাম যে আমি নীহার ও কমলাকে খুঁজে বার করে উভয়ের শাস্ত্রসম্মত বিবাহ দিয়ে দেবো। একমাত্র এই উদ্দেশ্যে আমি আমার ম্যানেজার নিশীথরমণ প্রামাণিককে প্রয়োজনীয় উপদেশসহ এই ঠিকানায় ছয় দিন পূর্বে পাঠিয়েছিলাম, কিন্তু এখনও পর্যন্ত সেও কলকাতা হ'তে ফিরে এল না। অবশ্য তাকে আমি এও বলেছিলাম যে, প্রয়োজন হলে সে যেন তাঁদের খোঁজে ওখান হতেই কাশীতে রওনা হয়ে যায়। কয়দিন হ'লো কমলার পিতা এই পত্রখানি কমলার নিকট হতে

পেয়েছেন। তাই আমি আজ এদের খোঁজে এখানে এসেছি। দেখতে পারেন এই পত্রখানা আপনারা।'

পত্রটির খাম পরীক্ষা ক'রে প্রণববাবু দেখলেন যে, তার ওপর 'চিড়িয়া মোড়' পোস্ট অফিসের স্ট্যাম্প অঙ্কিত রয়েছে। পত্রটিতে কোনও ঠিকানা দেওয়া নেই। পত্রটিতে শুধু কয়টি কথা লেখা আছে—

'বাবা ও মা, তোমরা আমাদের ক্ষমা করো। এখনও পর্যন্ত কলকাতাতেই আছি, কাল আমরা কাশীধামে রওনা হবো। আমাদের জন্য আর বৃথা খোঁজাখুঁজি করো না, ইত্যাদি।'

পত্রটি উত্তমরূপে পরীক্ষা ক'রে প্রণববাবু বললেন, 'হুঁ, কিন্তু এতে তো প্রমাণ হচ্ছে না যে, নীহাররঞ্জনই কমলাকে নিয়ে কোথাও চলে গেছে। এমনও তো হতে পারে যে, আপনার দোস্ত ডাঃ রাহাই কমলা ও কামিনী দুটি মেয়েকে ফুসলে বার ক'রে নিয়ে গিয়েছে। কমলা তো শুনেছি যে প্রায়ই কামিনীদের বাড়ি যাতায়াত করত। আর ডাঃ রাহারও তো দিন রাতের আড্ডা ঐখানেই ছিল। এমন কি উভয়ের অগোচরে উভয়কে পৃথক পৃথক সময়ে অপহরণ করাও তাঁর পক্ষে অসম্ভব নয়। এই ইংরাজীতে যাকে বলে আর কি 'ক্রস লভ' —তা' এ সব জানেন তো, এঁ্যা কি বলেন ?'

'হুঁ, তা আপনারা একথা বলতে পারেন। সাধারণ মানুষের মনে এই প্রশ্ন উঠা খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু এর মধ্যেও একটি কথা আছে।' কিছুক্ষণ চুপ ক'রে চিন্তা ক'রে নবীনবাবু উত্তর করলেন, 'দেখুন, সম্পত্তির ব্যাপারে মামলা-মোকদ্দমা করা আমাদের একটা পেশা। মুক্ত হস্তে সহস্র মুদ্রা আমি শুধু নীহাররঞ্জন কেন, যে কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে দান করতে পারি। কিন্তু একজন প্রজার কাছ থেকে কুড়ি টাকা আদায় করার জন্য হাইকোর্ট পর্যন্ত মামলা লড়তে আমরা একটুও কুণ্ঠিত হবো না। এরূপ অভ্যাস

এবং স্পৃহা বংশানুক্রমে ধমনীতে ধমনীতে আমাদের প্রবাহিত হচ্ছে যে! কারণ এ হচ্ছে আমাদের একমাত্র ভাতভিত্ত ও উপার্জনের উপায় এবং পারিবারিক পেশা। মাত্র ১০০৲ টাকা আদায়ের জন্য দশ সহস্র মুদ্রাও আমরা অকুণ্ঠ চিত্তে অপচয় করে থাকি। নীহার যদি আমাকে এসে বলতো, 'দাদা, কলকাতার বাড়ির তোমার প্রাপ্য অংশ আমাকে দান করো, তা'হলে তখুনি খুশি হয়ে আমি 'না দাবিপত্র' লিখে দিতাম। কিন্তু তা সে না করে সে যে জিদ করলো যে সে মামলা করবে। তবে মামলায় তার জিত হওয়ায় অখুশি না হয়ে বরং আমি খুশিই হয়েছি। কিন্তু সে যাই হোক, এখন যা আমি আপনাদের নিকট শুনলাম তাতে ভয় হয় যে, আমার ম্যানেজার নিশীথরমণ প্রামাণিককেই বাগে পেয়ে ঐ বাড়ির দস্যুরা হয়তো খুন করেছে। এইরূপ সম্ভবনা সম্বন্ধেও দয়া ক'রে একটু চিন্তা ক'রে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা আপনারা অবলম্বন করবেন।'

এইরূপ একটি নূতন সম্ভাবনার আশঙ্কা প্রণব ও কনকবাবুর মনে ইতিমধ্যেই দানা বেঁধেছিল। উভয়ে উভয়ের মুখের দিকে চেয়ে পরস্পরের মনের কথা বুঝবার জন্যে কিছুক্ষণ নীরব হয়ে বসে ছিলেন। এমন সময় দরজার সিপাহী একটি লেফাফাসহ ডাকের একটি চিঠি নীরবে তার টেবিলে রেখে চলে গেল। পত্রটি উল্টে-পাল্টে ক্ষণেকমাত্র দেখে ক্রুদ্ধ হয়ে প্রণববাবু টুকরো টুকরো ক'রে সেটা ছিঁড়ে টেবিলের নিম্নে নিক্ষেপ ক'রে বললেন, 'প্রত্যহ দেখছি সুষমার একটা ক'রে পত্র পাঠানো চাই। আবার ওর সঙ্গে একটা করে অতিরিক্ত ডাকটিকিটও পাঠাবে, যাতে আমি তাড়াতাড়ি তার পত্রের উত্তর দিতে বাধ্য হই। আরে, তোর স্বামী চুরি-ডাকাতি করে বেড়াবে। আর দুর্ভোগ ভোগ করবো কিনা আমি? কেন তোর স্বামীকে আমি বাঁচাতে যাবো? বিয়ে করেছিলে কেন অমন স্বামীকে? তখন মনে ছিল না যে একজন অজানা-অচেনা মানুষকে গলায় মালা দিলে এমন একটা দুর্ঘটনা ঘটে গেলেও যেতে পারে?

নিমকহারাম অকৃতজ্ঞ কোথাকার। আমার জীবনের দশটি বৎসর বাপ-মেয়েতে বৃথা নষ্ট ক'রে এখন আবার কাঁদুনি গাওয়া হচ্ছে। কৈ এতোদিন তো কখনও আমাকে একদিনের জন্যেও মনে পড়ে নি? এখন আমি একটু গুছিয়ে নিয়েছি, আর উনি এসেছেন আমার নতুন ঘর ভেঙে দিতে। দেখ দিকি ভাই কনক, কি সব এই বেল্লী কা কাণ্ড। এই সব পত্রের একটি যদি তোমার বৌদির হাতে গিয়ে পড়ে তাহলে? দেবো ওদের সব কয়টাকে ধরে ফাঁসিতে লটকে। এইরূপ হত্যা মামলার তদন্ত আমি এই নতুন করছি না!'

কাউকে ভোলা লোকে যত সহজ মনে করে, কাজটা কিন্তু তত সহজে সম্ভব হয় না। কোনও ভালোবাসার বস্তুকে মানুষ যতই ভুলতে চেষ্টা করে, ভোলা তার পক্ষে ততই শক্ত হয়ে ওঠে। তাই বৈজ্ঞানিকরা বলে থাকেন যে যাকে ভুলতে চেষ্টা করবে তাকে বেশি ক'রে মনে করবে। বৈষ্ণব কবিরা এই সম্পর্কে ব'লে গিয়েছেন যে তাকে না ভুলে বরং দূর হতে তার স্মৃতির পূজা করবে। তাই প্রণববাবুও প্রকৃতপক্ষে সুষমা দেবীকে ভুলতে পারেন নি। তিনি কর্তব্যের তাড়নায় আত্মপ্রবঞ্চনা করছিলেন মাত্র। নির্বাক সহকারী কনকবাবুর প্রতি একটা সলজ্জ দৃষ্টি নিক্ষেপ ক'রে প্রণববাবু বললেন, 'হেঃ, চিঠিটা তো ছিঁড়ে ফেললাম। কিন্তু ওতে সে লিখলো কি? তা' তো দেখা হ'লো না। তারপর হেঁট হয়ে পত্রটির ছিন্নভিন্ন অংশগুলি একটি একটি ক'রে কুড়িয়ে নিয়ে টেবিলের উপর একত্র ক'রে সাজিয়ে রেখে তিনি দেখলেন যে তার দুটো টুকরো কোথায় হারিয়ে গিয়েছে। প্রণববাবু হেঁট হয়ে হারানো টুকরো দুটো টেবিলের তলদেশে খুঁজতে সচেষ্ট হলেন, কিন্তু কিছুতেই ওদের পুনরুদ্ধার করতে সক্ষম হলেন না। কনকবাবু প্রণববাবুর মনের ইচ্ছা বুঝতে পেরে হাওয়ায় উড়ে-যাওয়া টুকরো দুটো কুড়িয়ে এনে তাঁর হাতে দিয়ে বললেন, 'এই নিন স্যার, দুটোই পেয়েছি।' বহু কষ্টে পত্রখানির পাঠোদ্ধার সমাপ্ত ক'রে সযত্নে টুকরো ক'টি টেবিলের

একটা ড্রয়ারে গুছিয়ে তুলে রেখে প্রণববাবু বললেন, 'সেই কবে ছোটবেলায় গাঁয়ে ঘরে একত্রে কয়দিন খেলাধুলা করেছিলাম, তার জন্যে কিনা আমার উপর তার এতো দাবি! কি কাণ্ড বলো তো কনক, এ সব নিছক পাগলামি না হে! কিন্তু আমিও কনক, বড়ো শক্ত ছেলে হে। আইনে পেলে আমি বাপ-ভাইকেও ছাড়বো না! পুলিসের কাজে সব্বার আগে হচ্ছে কর্তব্য, তারপর হচ্ছে লোক-লৌকিকতা যা কিছু, হুঁ।'

প্রণব ও কনকবাবুর কার্যকলাপ ও কথোপকথন এতক্ষণ জমিদার-পুত্র নবীনবাবু নিবিষ্ট মনে শুনছিলেন। সহসা তাঁর দিকে লক্ষ্য পড়ায় আত্মস্থ হয়ে প্রণববাবু বললেন, 'আচ্ছা, তা হলে নবীনবাবু আজকের মতন আপনাকে রেহাই দিলাম। এর মধ্যে আপনি ভেবে দেখুন যে সত্য কথা প্রকাশ করবেন কিনা? তা' আপনি সত্য কথা না বললেও কোন ক্ষতি নেই। প্রকৃত তথ্য আমরা অন্য সূত্রে জানতে পারবোই। তখন কিন্তু আর আপনাকে বাঁচানো যাবে না।'

'আজ্ঞে তা তো বুঝলাম,' নবীনবাবু উঠে পড়ে বললেন, 'কিন্তু আমার ম্যানেজার প্রামাণিককে খুঁজে বার করুন। আমার তো মনে হয় যে ঐ 'N R P' আদ্যক্ষর লেখা রুমালটি আমার ঐ ম্যানেজারের। সকল সময় তার কাছে একটা রুমাল সে রাখবেই। তাই বলছিলাম যে এদিকটাও একটু দেখবেন। আমার আদেশ মতো কমলাকে উদ্ধার করতে গিয়ে হয়তো সে-ই বেঘোরে ডাকাতের হাতে প্রাণটা হারালো।

জমিদার-পুত্র নবীনবাবু থানা পরিত্যাগ করে চলে যাওয়ার পর প্রণব ও কনকবাবু তাঁদের পরবর্তী কর্তব্যের কথা ভাবছিলেন। এমন সময় থানার মুন্সীবাবু এসে তাঁদের খবর দিলেন, 'স্যার, পার্শ্ববর্তী থানার ইন্‌চার্জবাবু টেলিফোন করছেন। আমাদের পুলিসমর্গের চেরাইখানা তো তাঁদের এলাকায়। সেখানকার কি

জরুরী খবর তাঁর আপনাদের দেবার আছে। কনকবাবু বা আপনি, যাঁকে হোক একজনকে তিনি এখুনি চাইছেন। সংবাদটি শোনা মাত্র প্রণববাবু চিন্তিত হয়ে কনকবাবুকে বললেন, 'আরে দেখ দেখ কনক, ওখানে আবার কি হ'লো। মৃতদেহ তো ওইখানেই রাখা আছে।'

কনকবাবু প্রণববাবুকে চিন্তারত দেখে তৎক্ষণাৎ পাশের ঘরে চলে গেলেন এবং তার কিছুক্ষণ পর ব্যস্তভাবে ফিরে এসে বলে উঠলেন, 'স্যার, এদিকে আর এক আজব কাণ্ড হয়ে গেল। এই মামলায় মৃতদেহ শনাক্তকরণের আশা এখন দফারফা। ডাক্তারী মর্গ হতে মুণ্ডহীন দেহ কে বা কারা কাল রাত্রে চুরি করে নিয়ে গিয়েছে। ওদের থানার দু'জন সিপাহী মর্গের বাড়ির গেটে রাত্রে পাহারারত ছিল। কিন্তু তারা কেউ এই লাশ চুরির বিন্দুবিসর্গও জানতে পারে নি। তবে মর্গ-ঘরের পিছনের বাড়ির এক ভদ্রলোক প্রাতঃকৃত্যের জন্য অভ্যাসমতো রাত্রি চারটায় তাঁর দ্বিতলের বারাণ্ডায় এসে দাঁতন করছিলেন। ব্যাপার যা কিছু তা একমাত্র তিনিই দেখেছেন। তাঁর ধারণা হয়েছিল যে মর্গ ঘরে সংযুক্ত বরফ কলটি কোনও এক মিস্ত্রি সারাতে এসেছে। তা না হলে ছাদের উপরকার চিমনির মধ্য দিয়ে এই ব্যক্তি তার ভিতরে প্রবেশ করবে কেন? ভদ্র-লোকের বিবৃতি অনুসারে লোকটি ছিল গুম্ফ-শ্মশ্রুবিহীন মুণ্ডিত মস্তক ঋজুদেহ এক ব্যক্তি। পরনে ছিল তার কুচকুচে কালো প্যান্ট ও কোর্তা। চিমনির ভিতর সে রাত্রি চারটায় ঢুকে পড়লো এবং তার কয়েক মিনিট পরই বোরায় পুরে একটা কি কাঁধে করে বেরিয়ে এল। এরপর ঐ তস্কর ব্যক্তি মর্গের ঘরের ছাদের উপর দিয়ে হেঁটে এসে কাঁটাতার দিয়ে ঘেরা দেওয়াল টপকে তার খড়া বেয়ে নিচের রাস্তায় নেমে এল। ঠিক সেই সময় একটি ট্যাক্সি সহসা সেইখানে উপস্থিত হল এবং তাকে ঐ দ্রব্যসহ উঠিয়ে নিয়ে হু-হু করে ছুটে অন্তর্ধান হয়ে গেল। এই ট্যাক্সিটির নাম্বার ছিল BLT 4444। এই সময় মাত্র ভদ্রলোক সন্দেহবশত চেঁচামেচি

শুরু করে দিয়েছিলেন। কিন্তু পাড়াপড়শিগণ ও মর্গ বাড়ির পাহারাদাররা ঘটনাস্থলে উপস্থিত হবার পূর্বেই মৃতদেহ সহ আগন্তুকরা সরে পড়তে পেরেছিল। স্থানীয় পুলিস ঘটনাস্থলে রাস্তার উপর একটা পায়ের ছাপমাত্র পেয়েছেন, এই সম্পর্কে আর কোনও হদিশ তাঁরা পান নি। তবে দেওয়ালের উপরকার কাঁটা-তারের উপর চর্ম মাংস রক্ত ও কাপড়ের একটি কোণ পাওয়া গিয়েছে। বোধ হয় ঐ তস্কর কাঁটাতার ডিঙোবার সময়ে সামান্যরূপ আহত হয়ে থাকবে। ঐ সব রক্তাদির চিহ্ন ঐ থানার পুলিস পরীক্ষার জন্য সংগ্রহ করে রেখেছেন। এখন তদন্তের জন্য সেখানে আমাদেরও ডাকছেন। মোটামুটি তদন্তলব্ধ তথ্যাদি যা কিছু পাওয়া গিয়েছে তা এই পর্যন্ত। তা স্যার, যারা জীবন্ত মানুষ চুরি করে, তারা মৃত মানুষ চুরি করবে তার আর বিচিত্র কি? পার্শ্ববর্তী থানার বড়োবাবুর সঙ্গে কথাবার্তা শেষ করে বড়ো সাহেবকেও এই সম্পর্কে ফোনে সংবাদ দিতে চেষ্টা করেছিলাম। তিনি শুনলাম আমাদের এবং অন্যান্য বিভাগের উপনগরপালদের সঙ্গে হেড কোয়ার্টারে অপরাধ সম্পর্কীয় এক কনফারেন্সে যোগ দিতে গিয়েছেন। এও শুনলাম যে, ঐ ক্রাইম কনফারেন্সে আমাদের সুপরিচিত অপরাধ বিজ্ঞানবিদ ও ফোরেন্সিক সায়েন্স এক্সপার্ট ডাঃ এ কে রে-ও মিলিত হবেন এবং উপস্থিত রক্ষীপুঙ্গবগণ আমাদের শহর ও শহরতলীতে যে অপরাধের এপিডেমিক বা মরশুম শুরু হয়েছে তার বিহিতের জন্য তাঁর নিকট পরামর্শ গ্রহণ করবেন। আমার স্ত্রী অলকা ডাঃ এ কে রে-কে গাড়িতে ওঠবার সময় উপরের জানালা হতে বার দুই দেখেছে। আসলে ডাঃ এ কে রে লোকটি কে, তা না জেনেই সে বলে দিয়েছে যে, ভদ্রলোক একেবারে সুবিধের নয়। আমারও কিন্তু স্যার এই বিষয়ে সেই একই মত। উনিই ষড়যন্ত্র করে আমাদের সেইদিন মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিয়েছিলেন। তাঁর কথামতোই তো আমরা মাত্র দুইজনে ঐ স্থানে গিয়েছিলাম।

তা'ছাড়া দেখলেন না নেমকার্ডটি ঐ কেসের গুপ্ত স্থান হতে সেইদিন কিরূপ সহজে বার করলেন তিনি। আমাদের বড়ো সাহেব বা উপনগরপালকে ধাপ্পাবাজীতে ভুলাতে পারলেও আমাদের তিনি তা পারবেন না। এখন আবার তিনি কর্তৃপক্ষীয় ব্যক্তিদের সঙ্গে কনফারেন্স বসাচ্ছেন। যে সর্ষের মধ্যে ভূত ঢুকেছে, যেই সর্ষে নিয়েই মাতামাতি। আমাদের এখন উচিত হবে স্যার, পৃথকভাবে ডাঃ এ কে রে-র বর্তমান বাসস্থানের উপর নজর রাখা। এ জন্য তাঁর বাড়িটা আশেপাশে ওয়াচার মোতায়েন করা দরকার। দস্যুদলের কেউ না কেউ নিশ্চয়ই সেখানে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আসবে।'

'কনফারেন্স, কনফারেন্স, আর কনফারেন্স,' খিঁচিয়ে উঠে প্রণববাবু উত্তর দিলেন, 'কনফারেন্স করে তো সব হবে। তুমি ঠিক বলেছো কনক, আমারও সন্দেহ তাই, কিন্তু এদিকে ভদ্রলোক খোদ বড়ো কর্তাদের যে মোহিত করে ফেলেছে। রীতিমতো সাক্ষ্য প্রমাণ সংগ্রহ না করে তাঁর বিরুদ্ধে কাউকে কিছু বলাও তো এখন সম্ভব নয়। আজই রাত্রে আমরা গোপনে ওঁর গ্যাফিফ স্ট্রীটের বাড়ির আশেপাশে একটু ঘুরে আসবো। আমাদের পিস্তল দুটো কোয়ার্টার হতে দিবাভাগে নামিয়ে এনে অফিস ঘরে রাখতে হবে। রাত দুটোয় উঠে গুলি ভরে পিস্তল পকেটে রাখবামাত্র গিন্নী আমার ধরে নেবেন যে আমি একটা সংঘাতিক ব্যাপারে জীবনপণ করতে চলেছি। এর ফলে তিনি সারারাত্রি জেগে ঠাকুরের ছবিতে মাথা খুঁড়বেন। আমায় যেন চারিদিক হতে সকলে মিলে টানা-হেঁচড়া শুরু করে দিয়েছে। বাপরে বাপরে বাপ। একদিকে খোদ গিন্নী আর একদিকে সুষমা। এ ছাড়া বড়ো সাহেব তো আছেনই। এখন আবার এই নূতন এক উপসর্গ ডাঃ এ কে রে এসে জুটে গেলেন। এদিকে গত এক সপ্তাহ যাবৎ আমরা শুধু বৃথা অন্ধকারে হাতড়ে হাতড়ে বেড়াচ্ছি। আমরা শুধু আশেপাশে ও এখানে

ওখানে একটু-আধটু ঠুকরে যাচ্ছি। এখনো পর্যন্ত আমরা গুণ্ডাদের অতো বড়ো দলের একটা লোকেরও সন্ধান করতে পারলাম না। এখানে ওখানে তাদের এই রকম আরও যে কতগুলো গুপ্ত আড্ডা আছে তাই বা কে জানে? ভেবে ভেবে শেষে আমি পাগল হয়ে যাবো নাকি? এখন চলো একবার মর্গবাড়ির শবব্যবচ্ছেদাগারটি দেখে আসি। তদন্তটা স্থানীয় পুলিসের হাতে পুরোপুরি ছেড়ে না দিয়ে নিজেদেরও এই লাশ চুরি সম্পর্কে কিছু খোঁজখবর করা দরকার।'

প্রণববাবু বহির্গত হবার উদ্দেশ্যে টেবিলের উপরকার কাগজপত্র গুছিয়ে নিচ্ছিলেন, এমন সময় দরজার সিপাহী এসে ওঁকে একটা কার্ড দিলে। সাদা ধবধবে আইভরি কার্ডটিতে লেখা ছিল, সার মহাতাপ বাহাদুর কে-টি-সি-আই-ই। কার্ডটির উপর একবার মাত্র চোখ বুলিয়ে শশব্যস্তে প্রণববাবু বললেন, 'আরে কাঁহা ও সাব, গাড়িমে? জলদি ভিতরে লে আও।'

'নমস্তে বাবু সাহেব', আসন পরিগ্রহ করে সার মহাতাপ বললেন, 'বড়ো বিপদে পড়েই নিজেই এসে পড়লাম মশাই। আপনাদের স্যার হ্যামিল্টন সাহেবের কাছে সে পেরথমেই গিয়েছিলাম। লেকেন উনি তো বলিয়ে দিলেন আপনার সঙ্গে দেখা করতে। এখন বাত হচ্ছে এই যে হামার লেড়কা মহাবুবকে দু'রোজ পহেলী হামার কাশীর ম্যানেজারবাবু কলকাত্তা মেলে উঠিয়ে দিয়েছে। লেকেন সে তো আজও পর্যন্ত এই শহরে পৌঁছুলো না। কাশীর ম্যানেজার বাবুসে এইসেন এক খত ভী হামি আজকে পেয়ে গেলাম। আউর এক বাত হামি এখানে শুনলাম। লেড়কা কাশী ছোড়নেকো থোড়া বাদ এক বাঙালী উনকো ঢুঁড়নে ভী গিয়া থা। এতো বড়ো চিন্তার কথা আছে মশায়। লেড়কা হামার তা' হলে গেলো কোথায়? শেষে কেউ তাকে খুনটুন কিংবা রূপেয়াকো বাস্তে গুম তো করিয়ে দিলে না?'

'না না না,' প্রণববাবু বললেন, 'তা কি করে হবে? খুন তো হয়েছে এক সপ্তাহ পূর্বে। আপনার লেড়কা তো কাশী শহর হ'তে দুই দিন পূর্বে যাত্রা করেছে। তবে সে নিজে খুনী হলেও হতে পারে। কিন্তু সে যে খুন হয় নি তা নিশ্চয়ই।'

'তা' হলে বাবুসাহেব', সার মহাতাপ প্রত্যুত্তর করলেন, 'যো কুছ একটা করিয়ে দিন। ভিতরের ব্যাপার তো হামি থোড়াই জানে। ফেরার হয়ে সে কতো দিন থাকবে, আর সে তা থাকবেই বা কেন? লাখ লাখ রূপেয়া কো মালিক ভী সে আছে। জামিন-টামিন যো কুছ বন্দোবস্ত করিয়ে দিন। সব কুছ তো হাপনাদের সুবা আছে, প্রমাণ তো সে কুছ লেই। হামার লেড়কা চোর ডাকু তো থোড়াই হবে। হাপনাদের ভয়ে সে হয়তো গা' ঢাকা দিয়ে থাকবে। সে শুনিয়ে থাকবে হাপনারা তাকে খোঁজাখুঁজি করতে লেগেছেন, তাই।'

আচ্ছা, সার মহাতাপ,' প্রণববাবু জিজ্ঞেস করলেন, 'কাশী হতে প্রেরিত যে বস্ত্র দ্বারা মহাবুববাবু সুট বানিয়েছিলেন, তা কি সত্য সত্যই তাঁর গায়ে ছোট হয়েছিল? আর যদি তা একটু ছোট হয়ে গিয়েই থাকে তা'হলে তিনি সেটা প'রে বিদেশ রওনা হলেন কেন?'

'আজ্ঞে, এই তো আপনি মুশকিলে ফেললেন,' সার মহাতাপ প্রত্যুত্তর করলেন, 'হামি সে কি করে তা জানবে বলেন। কাশীর ম্যানেজারবাবু এই বলে খত পাঠিয়েছিলেন। তাই সেই কথা আপনাকে ঐদিন হামি বলিয়েছিলাম। জলেতে কাছবার সময় ঐ সব কাপড় তো একটু-আধটু শ্রিঙ্ক করেই থাকে। লেকেন হামাকে লেড়কার খবর না দিয়ে তার পোশাক-পরিচ্ছদের বাত কেন জিজ্ঞেস করলেন। উতো ওপেন মার্কেটকো মামুলী কাপড়া আছে। ইসমে তো ব্ল্যাক মার্কেটকো কুছ বাতভী নেহি। আপতো জানতা হ্যায় যে হাম মাড়বারী হ্যায়। হামলোক ব্ল্যাক মার্কেট কভী নেহি করতা।'

'হুঁ, বুঝেছি, ও বাত তো ঠিক হ্যায়। আচ্ছা, সার মহাতাপ—,'

একটু গম্ভীর হয়ে প্রণববাবু বললেন, 'আপনার লেড়কাকে আমরা নিশ্চয়ই খুঁজে বার করব। এর মধ্যে যদি তিনি এসে যান তা'হলে তাও আমাদের জানাবেন। এখনি অবশ্য আমরা কাউকেই গ্রেপ্তার করছি না। আপনাকে আমরা আরও একটা অনুরোধ করবো। মহাবুব কাশী হতে প্রেরিত কাপড় হতে তো দু'টা সুট বানিয়েছিলেন। একটা সুট তো এখন আপনার বাড়িতে আছে। সেই সুটটা আমাদের দয়া করে একবার পাঠিয়ে দেবেন।'

স্যার মহাতাপ থানাবাড়ি পরিত্যাগ করে কিছুক্ষণ হ'লো চলে গিয়েছেন। প্রণব এবং কনকবাবু পুনরায় উঠি উঠি করছেন, এমন সময় দরজার সিপাহী চেঁচিয়ে উঠল --'হুজুর, বড়োসাহেব। ক্রাইম কনফারেন্স হতে বিভাগীয় বড়োসাহেব মহীন্দ্রবাবু ডাঃ এ কে রে সমভিব্যাহারে সোজা থানায় চলে এসেছিলেন। অফিস ঘরে ঢুকে ডাঃ এ কে রে-কে খাতির করে চেয়ারে বসিয়ে মহীন্দ্রবাবু বললেন, 'কি হে, নিশ্চিন্ত হয়ে সব বসে রয়েছো তো! তোমরা নিহত ব্যক্তির লাশের খবর জানো? কিচ্ছু খবর রাখো না তোমরা। অথচ অফিসে বসে সব খবর আমি পাই। কবে দেখছি তোমাদেরও কেটে রেখে যাবে। এই তো সেইদিন তোমাদের শেষ করে দিয়েছিল আর কি!'

'আজ্ঞে,' প্রণববাবু বললেন, 'খবর আমরা পেয়েছি বৈ কি? আপনি এসে না পড়লে এখুনি বেরিয়ে যেতাম। তা স্যার, ডাঃ রে এখানে এসে পড়েছেন, তা ভালই হয়েছে। রমা দেবী এখনও পর্যন্ত এখানে আছেন। ওঁকে যদি উনি কয়েকটা কথা জিজ্ঞেস করেন। কনকবাবুর কোয়ার্টারে উনি অপেক্ষা করছেন।'

'এ্যাঁ, সে আবার কি?' মহীন্দ্রবাবু বললেন, 'ওসব স্ত্রীলোক আবার ফ্যামিলি কোয়ার্টারে কেন? এসব কিন্তু আমি আদপেই পছন্দ করি না।'

'আজ্ঞে তা নয়,' প্রণববাবু উত্তর করলেন, 'ওকে সিগরিগেট করে রাখা প্রয়োজন, তাই। থানায় মেয়েদের রাখবার উপযুক্ত স্থানই বা কোথায়? তা'হলে তাঁকে এখানে ডাঃ রে'র নিকট আমি ডেকে আনি?'

'কে কে কে? এ্যাঁ, রমা দেবী?' বিব্রত বোধ করে ডাঃ রে আসন ছেড়ে দাঁড়িয়ে উঠে বললেন, 'তিনি আবার কে? না না না। আমি একজন মশাই সাত্ত্বিক ব্যাচিলার মানুষ। স্ত্রীলোক ব্যক্তিদের কাউকে আর আমার সম্মুখে আনবেন না। ওদের সঙ্গে কথাবার্তা কওয়া আমাদের একেবারেই ধাতে সয় না। আমি এখন তা'হলে চললাম মশাই। তদন্ত-টদন্ত আমার কর্তব্যবহির্ভূত কার্য। ও সব যা কিছু কাজ তা আপনারা করবেন। আমি ফোরেন্সিক সায়েন্টিস্ট। বিজ্ঞান সম্পর্কীয় কিছু জিজ্ঞাস্য থাকলে, আমাকে বিবরণ সহ লিখে পাঠালে আমি যথাসত্বর তার যথাযথ উত্তর লিখে আপনাদের পাঠিয়ে দেবো। আমাকে আবার আজকে সন্ধ্যায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের নিকট সিনেট হলে অপরাধ-তত্ত্ব সম্বন্ধে একটা ভাল বক্তৃতাও দিতে হবে। আমি আর এখানে একটুও দেরি করতে পারবো না। তা'হলে আসুন মহীন্দ্রবাবু। আমার ওখানে একটু চা পান করে রাউণ্ডে বেরুবেন, আসুন।'

'সে কি স্যার? এখুনি যাবেন কোথায়?' পথ আগলে প্রণববাবু বললেন, 'দু'কাপ ভালো চা আনিয়ে দেবো। এই ওগুলো এসে পড়লো বলে। চা খেয়ে তবে আপনারা যাবেন। অনেকক্ষণ কন-ফারেন্সে ছিলেন। একটু চা পান করা আপনাদের দরকার।'

কিছুক্ষণের মধ্যে দুইটি মসৃণ সাধারণ কাচনির্মিত গ্লাসে ভালো চা কোথা হতে এনে প্রণববাবু সাবধানে টেবিলের উপর রেখে দিলেন এবং সেই সঙ্গে নজর রাখলেন, কোন গেলাস ডাঃ এ কে রে পানার্থে গ্রহণ ক'রলেন। চা পানান্তে ডাঃ এ কে রে অধিকক্ষণ আর অপেক্ষা না করে মহীন্দ্রবাবুর সঙ্গে দ্রুতপদে বাহিরে অপেক্ষামান মোটর

গাড়িতে উঠে থানাবাড়ির উল্টোদিকে মুখ করে বসে রইলেন। মহীন্দ্রবাবুর নির্দেশমতো গাড়িটা ছেড়ে দিলে। কিন্তু ডাঃ কে আর একটিবারও থানাবাড়ির দিকে তাকিয়ে দেখলেন না। কিন্তু শত সাবধানতা সত্ত্বেও তাঁর মনের এই উতলা ভাব প্রণববাবুর শ্যেনদৃষ্টি এড়াতে পারল না। অলক্ষ্যে তাঁর মুখ দিয়ে বার হয়ে এল মাত্র একটি কথা, 'হুঁ'। তারপর কনকবাবুকে উদ্দেশ করে তিনি বললেন 'ঠিক আছে কনক। এতক্ষণে ওঁকে বাগেও পেয়েও গিয়েছি। চেয়ে দেখো চায়ের গেলাস দুটোর দিকে। ডাঃ রে'র স্পর্শলাঞ্ছিত এই মসৃণ গেলাসটি হবে আমাদের প্রধান অস্ত্র। এইবার ওঁকে আমরা এক্সপোজড করবোই। আজই রাত্রে যা হোক একটা করা যাবে। কিন্তু খুবই সাবধানে ও গোপনে অগ্রসর হতে হবে। আপাতত ঐ সব কথা বড়োসাহেবরা কেউ যেন না জানতে পারেন, বুঝলে ?'

কনকবাবু এইবার অতর্কিতে পানাবশিষ্ট চা সহ মসৃণ কাচের গেলাস দুটো সরিয়ে রাখবার জন্যে হাত বাড়াচ্ছিলেন। প্রণববাবু হাঁ হাঁ করে ছুটে এসে তাকে বাধা দিয়ে বললেন, 'করো কি তুমি! ওগুলো ছুঁয়ো না। ওঁদের খাতির করে চা পান করানোর উদ্দেশ্য বুঝলে না ?'

'হ্যাঁ স্যার বুঝেছি,' কনকবাবু উত্তর করলেন, 'এই সুযোগে ওর ওপর ডাক্তারের পাঁচ অঙ্গুলীর টিপ সংগ্রহ করে নিলেন। ঐ মসৃণ কাচের গেলাসের গায়ে নিশ্চয়ই ওঁর পাঁচটা অঙ্গুলীরই ছাপ অলক্ষ্যে অঙ্কিত হয়ে গিয়েছে। এই মামলার বিষয়ীভূত বিভিন্ন স্থান হতে সংগৃহীত অঙ্গুলীর ছাপের সহিত ওঁর এই অঙ্গুলীর ছাপ তুলনা করলেই বোঝা যাবে যে ভদ্রলোকের প্রকৃত স্বরূপ কি এবং প্রকৃত-পক্ষে তিনি কে ? সাবাস স্যার, সাবাস। বেশ কিন্তু একটা চাল চেলেছেন। এইভাবে আরও কয়দিন চালাতে পারলে ভদ্রলোক গোটা রাষ্ট্রটাই ডুবিয়ে দিতো। হায়ার লেভেল হতে খবরাখবর

সংগ্রহ করে তা দস্যুদলকে প্রদান করার জন্য ওঁর এই ছদ্মবেশ। উনি যে এই বিরাট দস্যুদলের সহিত সাক্ষাৎভাবে সংশ্লিষ্ট তা সুনিশ্চিত এবং এইজন্যেই ঐ অপদলের একজনেরও প্রকৃত অবস্থান আমরা বহু চেষ্টা সত্ত্বেও এখনও পর্যন্ত জানতে পারছি না। অথচ শহরে ও পল্লীতে একইরূপ ধরনের কার্যপদ্ধতি সহ অপরাধসমূহ দিনের পর দিন অবিরামভাবে সঙ্ঘটিত হয়ে চলেছে। কর্তা-ব্যক্তিদের সহিত কথাবার্তায় পুলিসের গতিবিধি সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল হয়ে উনি যথাসময়ে তাদের নিরাপদ স্থানে সরিয়ে দিয়ে থাকেন। এইজন্যেই তো এই সম্পর্কে পুলিসের যা কিছু নিষ্ফলতা। অপরাধ-তত্ত্ব সম্বন্ধে বক্তৃতা যা উনি শহরের বিভিন্ন স্থান দিয়ে বেড়াচ্ছেন, নিজ হস্তে অপরাধ না করলে তা কারুর পক্ষে এত সুন্দরভাবে অবগত হওয়া সম্ভব নয়। এদিকে আবার দেশের হুজুগে সংবাদপত্রগুলোও দেখছি তাঁর বক্তৃতা নিয়ে হৈ-চৈ শুরু করে দিয়েছে। অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে যেন তিনিই এই দেশের একমাত্র ত্রাণকর্তা। কাল নাকি আবার শহরের পৌর-প্রতিষ্ঠানও ওঁকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করার জন্যে প্রস্তাব আনবে।'

প্রণব ও কনকবাবু, জমাদার হরি সিং এবং তাঁদের বিশ্বাসী ইনফরমার রামদিনসহ ডাঃ এ. কে. রে'র গ্যালিফ স্ট্রিটের বাঙলো প্যাটার্ন বাড়ির সম্মুখে এসে উপস্থিত হয়ে দেখলেন যে তাঁদের ঘড়িতে তখন রাত্রি প্রায় দেড়টা বেজে গিয়েছে। এঁরা সেখানে সাধারণ নাগরিকের পোশাকে আগমন করলেও জমাদার সিং-এর হাতে স্বয়ংক্রিয় রেকর্ডিং যন্ত্রসহ একটা চামড়ার বাক্স ছিল। এই বাক্সটিতে এই গোপন যন্ত্র ব্যতীত একটি ক্ষুদ্রায়তন স্টোভ, কিছু প্লাসটার অব প্যারিস পাউডার, দুটি ছোট ছোট বৈদ্যুতিক চোরা-বাতিও রক্ষিত আছে।

'হুজুর এই সেই বাড়ি', চুপে চুপে ইনফরমার রামদিন বললে, 'এই গেট দিয়ে প্রতি রাত্রে দুটোর সময় ওরা বার হয়ে আসে। আমি ছেঁড়া কাঁথা গায়ে ভিখারীর বেশে ঐ রোয়াকটাতে শুয়ে শুয়ে তা দেখি। একবার এদিক-ওদিক দেখে লোকটা শুধু পায়ে হন্-হন্ করে পাইকপাড়ার দিকে চলে যায়। আমি ভালো করে দেখেছি যে লোকটা মস্তকমুণ্ডিত এবং গুম্ফশ্মশ্রুবিহীন ঋজুদেহী। তার পরনে আছে কালো প্যান্ট ও একটা হাতওয়ালা কালো গেঞ্জি। প্যান্টটার প্যাটার্ন পর্যন্ত আমি সাবধানে লক্ষ্য করেছি। তেকাটা বুনোনের পুরু একটা প্যান্ট। কোনও কোনও ইংরেজকে তা আমি পরতে দেখেছি। প্রতি রাত্রে দুটায় বার হয়ে সে ভোর সাড়ে চারটা নাগাদ এই বাড়িতে ফিরে আসে। তবে দিনের বেলা হুজুর একে এখানে কখনও দেখি নি। দিনের বেলা কেবল ঐ আধ-বুড়া পক্ককেশ ও শ্মশ্রুগুম্ফযুক্ত বাবুটিকেই মাত্র আমি এই বাড়িতে ঘোরা-ফেরা করতে দেখেছি।'

'এঁ্যা, বলো কি হে?' কনকবাবু বললেন, 'কালো প্যান্ট পরা এইরূপ এক ব্যক্তিই তো মর্গ-বাড়ি হতে নিহত ব্যক্তির লাশ চুরি করে ফেরার হয়েছে। তা'হলে কি এই লোকটি একবার করে রাত্রে ডা. এ কে রে-র সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আসে? খুব সম্ভবত প্রয়োজন মতো ছুটবার বা দেওয়ালে বা গাছে উঠবার সুবিধার জন্য সে পায়ে জুতা পরে নি। এদিকে শুনতে পাই যে ডাঃ রে স্টোভ জ্বেলে স্বপাক আহার করে থাকেন। বাড়িতে একটা মূক নেপালী ভৃত্য ছাড়া আর কেউই থাকে না। কিন্তু তাই বা কি করে সত্য হয়? এতো দেখছি এক তাজ্জব ব্যাপার।'

'আচ্ছা, ঠিক আছে', প্রত্যুত্তরে প্রণববাবু বললেন, 'এক কাজ করো তো রামদিন। এক বালতি জল ঐ বাড়ির গেটের বাহিরে রাস্তায় ঢেলে দাও শীঘ্রি। আউর তুম জমাদার হরি সিং বাকোস সে বাটী নিকালকে এক পাউণ্ড সাদা পাউডার পাতলা কর্ লেও জলদি।'

হুকুম পাওয়া মাত্র রামদিন নিকটে একটা চায়ের দোকান হ'তে এত বালতি জল এনে তা গেটের সামনে ঢেলে সেখানকার মাটি নরম ক'রে দিলে। এদিকে জমাদার হরি সিংও একটু দূরে সরে গিয়ে 'প্লাসটার অব প্যারিসের' একটা ঢেলা গুঁড়িয়ে তা গুলে গুলে একটা ছোট কৌটায় ঢেলে প্রস্তুত হয়ে দাঁড়ালো। করণীয় কার্য-সমূহ সমাধা ক'রে সকলে দূরে সরে দাঁড়িয়েছে, এমন সময়ে দেখা গেল যে, পূর্বকথিত মুণ্ডিতমস্তক মানুষটি গেটের ভিতর হ'তে বেরিয়ে রাস্তায় আসছে। রাস্তার উপর দাঁড়িয়ে লোকটি তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে চতুর্দিক একবার ভালো ক'রে দেখে নিলে। ইতিমধ্যে সদলবলে প্রণববাবু একটা গলির মুখে ঢুকে আত্মগোপন করায় তাঁরা আর তার দৃষ্টিগোচর হ'লেন না। লম্বা লম্বা পা ফেলে কালো প্যান্ট পরা ঋজু দেহ মানুষটা কিছুদূর এগিয়ে যাওয়া মাত্র, প্রণববাবুর পরিকল্পনা মতো জমাদার হরি সিংকে ইশারা করে রামদিন ও কনকবাবুকে নিয়ে এগুতে শুরু করলেন। মুণ্ডিতমস্তক ব্যক্তিটি ঐ বাটীর গেটের মধ্যকার ভিজা মাটির উপর দিয়ে হেঁটে চলে আসায় সেখানে তার পায়ের কয়েকটি ছাপ স্পষ্টরূপে ফুটে উঠেছিল। ইশারা পাওয়া মাত্র জমাদার হরি সিং তরলাকৃত শ্বেত পাউডার পদচিহ্নের উপর ঢেলে দিয়ে হুবহু অনুরূপ তাদের কয়েকটি ছাচ প্রস্তুত ক'রে ফেললে। তারপর ত্বরিতগতিতে সেইগুলি উঠিয়ে নিয়ে সে প্রণব ও কনকবাবু এবং ইনফর্মার রামদিনের পিছন পিছন চলতে শুরু ক'রে দিলে। দ্রুতপদে কখনও এ-ফুটপাথ কখনও ও-ফুটপাথ ধরে তাঁরা ঐ রহস্যময় লোকটিকে অনুসরণ ক'রে চলছিলেন। কিন্তু আরও কিছুদূর অগ্রসর হওয়ার পর সহসা একটি ট্যাক্সি কোথা হ'তে এসে তাকে তাতে উঠিয়ে নিয়ে দ্রুতগতিতে উত্তর দিকে অন্তর্হিত হয়ে গেল। চমৎকৃত হয়ে গ্যাসের আলোকে তাঁরা সুস্পষ্টরূপে দেখতে পেলেন যে, এই ট্যাক্সিটারও সেই একই নম্বর, BLT 4444। অজ্ঞাতে তাঁদের মুখ হ'তে বার হয়ে এল, ওরে বাপ্‌স।

প্রণব ও কনকবাবু এইবার বিপাকে পড়ে ভাবলেন, এই যাঃ, এখন উপায় ? পায়ে হেঁটে ঐ ট্যাক্সির পিছনে ধাওয়া করা অসম্ভব। অথচ লোকটির গন্তব্য স্থানের ঠিকানাও কারো জানা নেই। কিন্তু তাদের এই চিন্তা থেকে উদ্ধার করলো ইনফরমার রামদিন।

'দেখুন দিকি হুজুর, এটা কি ?' ইনফরমার রামদিন বললে, 'সেইদিন ভিখিরির বেশে ঐ বাড়ির সেই বৃদ্ধ লোকটির কাছে ভিক্ষে চাইতে গিয়ে দেখি যে তিনি বাড়ি হ'তে বেরুতে বেরুতে একটা শ্লিপ-কাগজ টুকরো টুকরো ক'রে ছিঁড়ে মাটির উপর ফেলে দিলেন। বৃদ্ধ ভদ্রলোক বহুদূর চলে গেলে আমি মাত্র তার তিনটে টুকরো কুড়িয়ে নিতে পেরেছিলাম। বাকি টুকরো কয়টা হাওয়ায় এদিক-ওদিক উড়ে গিছলো। তাই সেগুলো আর সংগ্রহ ক'রে নিতে পারি নি। পাছে তাঁর ঐ বোবা নেপালীটি এসে পড়ে, এই ভয়ে তাড়াতাড়ি আমি সরে পড়েছিলাম।'

জলমগ্ন ব্যক্তি ভাসমান তৃণখণ্ডটিকেও আঁকড়ে ধরে। অনুরূপ-ভাবে প্রণববাবু রামদিনের কথায় যেন আশার একটি ক্ষীণ রেখা দেখতে পেলেন। ধীরভাবে কাগজের টুকরো তিনটি রামদিনের হাত হতে নিয়ে প্রণববাবু দেখলেন যে তাদের একটি টুকরোয় 'একশো এগার,' দ্বিতীয় টুকরোয় 'ব্যারা' এবং তৃতীয় টুকরায় 'ড' লেখা রয়েছে।

'এতো দেখছি একটা বাড়ির ঠিকানা', উৎসাহিত হয়ে প্রণববাবু বললেন, 'সম্ভবত এতে লেখা ছিল, ১১১ নং ব্যারাকপুর রোড। আমাদের রহস্যময় লোকটাও তো ঐদিকেই চলে গিয়েছে। তাহলে সব ঠিক আছে। চলো আমরাও ঐদিকে যাবো। একটা ট্যাক্সি ক'রে বাড়িটার কাছাকাছি গিয়ে ওটা ছেড়ে দিলেই হবে'খন। আচ্ছা, জমাদার হরি সিং যন্ত্রমন্ত্র কো বাকোস হামকো দেকে তুম যাও।'

জমাদার হরি সিংকে পদচিহ্নের ছাঁচ কয়টি সহ বিদেয় দিয়ে

প্রণব ও কনকবাবু রামদিন ইনফরমারকে নিয়ে একটি ট্যাক্সি ভাড়া ক'রে ব্যারাকপুর রোডে ঐ ঠিকানার বাড়িটির কাছাকাছি এসে ট্যাক্সিটাকে দূরে একস্থানে অপেক্ষামান রেখে কিছুক্ষণ এ-ধার ও-ধার ঘোরাঘুরি করলেন এবং তার পর বিজলী টর্চের সাহায্যে এইখানকার বাগান-বাড়িগুলির নম্বর দেখে দেখে ১১১ নং বাগান-বাড়িটি সহজেই খুঁজে বার করলেন। দূর হ'তে লক্ষ্য ক'রে তাঁরা দেখলেন যে একতলায় সব কয়টি কক্ষেই বিজলী আলো জ্বললেও তার দ্বিতলের কক্ষগুলি অন্ধকারাচ্ছন্ন দেখায়।

'কি হে কনক, গাছে উঠতে পারো?' প্রণববাবু জিজ্ঞেস করলেন।

'তা স্যার, একটু-আধটু পারি বৈ কি। আজ না হয় বড়ো হয়ে পুলিসে ঢুকেছি। ছোটবেলায় গ্রামে থাকতে ফল-পাকোড় চুরি করার জন্য প্রায় এ-গাছ ও-গাছ করে বেড়াতাম। ধরা যে আমরা কখনও কখনও না পড়েছি তা'ও নয়। তবে পড়শীরা বকাঝকা করে ছেড়ে দিয়েছে, এই যা। কলকাতা হ'লে বোধ হয় এতদিনে আমি দশ-বারো বারের দাগী হয়ে যেতাম। আমাদের গ্রাম্যসমাজ আমাদের সৎ থাকবার সুযোগ দিয়েছে, তাই না এখন দশজন ভদ্রলোকের মধ্যে আমিও একজন ভদ্রলোক হয়ে রয়েছি।'

'তাহ'লে তো উত্তমই', প্রণববাবু প্রত্যুত্তর করলেন, 'উঠে পড়ো এখন গেটের পাশের এই বড়ো গাছটায়! কৈ রামদিন, তুমিও উঠে পড়ো, আর দেরি ক'রো না। এখুনি হয়তো ওরা সব এই বাড়ি হ'তে বেরুতে আরম্ভ করবে।'

সকলে মিলে অতি সন্তর্পণে ঐ বাড়ির গেটের নিকটে একটা সমুচ্চ বৃক্ষের উপর উঠে দেখলেন যে ঐ বাড়ির একতলের একটা আলোকোজ্জ্বল হলঘরে বহু লোকের একটি মিটিং বসেছে। সেখানে এক ভদ্রলোক সম্মুখের একটি প্ল্যাটফর্মের উপর দাঁড়িয়ে হাতমুখ নেড়ে সকলকে কিছু বোঝাতে চেষ্টা করছেন। কিছুক্ষণ পরেই

মোটরে ও পদব্রজে প্রায় জন চল্লিশ ব্যক্তি একে একে বাগান-বাড়ি হ'তে বার হয়ে এল। এদের কারো কারো দেহ মূল্যবান পরিচ্ছদে ভূষিত, কেউ কেউ আবার ছিন্নবাস পরিহিত। দুই একজন সোজা গট গট ক'রে বেরিয়ে এসেই নেঙচে নেঙচে খঞ্জ ব্যক্তির ন্যায় চলতে শুরু ক'রে দিলে। এদের কেউ কেউ চোখ দুটো কপালে তুলে অন্ধের ভান করে অপর এক ব্যক্তির কাঁধে হাত রেখে পথ চলতে থাকে। এর কিছুক্ষণ পর সহসা ঐ বাটীর দ্বিতলের কক্ষ কয়টি আলোকোজ্জ্বল হয়ে উঠল। এরও কয়েক মিনিট মাত্র পরে ঐ বাড়ির নিম্নতল ও দ্বিতল, উভয় তলের প্রত্যেকটি আলোক একত্রে নির্বাপিত হয়ে গেল। এর কিছুক্ষণ পরে তাঁরা বৃক্ষের ওপর হ'তে লক্ষ্য করলেন যে সেই রহস্যময় মুণ্ডিতমস্তক ব্যক্তি, একজন নেপালী সহ সেই 'BLT 4444' নম্বরের ট্যাক্সিতে উঠে দ্রুতগতিতে ঐ বাগান-বাড়ি হ'তে বহির্গত হয়ে গেলেন। প্রত্যেকটি আলোক নির্বাপিত হওয়ায় প্রণব ও কনকবাবু বললেন যে, ঐ বাগান-বাড়িতে আর একটি মাত্র মানুষ অবশিষ্ট নেই। সম্ভবত দিবাভাগে এই বাড়িতে কেউ থাকে তা এদের কারো কাম্য নয়। এতক্ষণে সকলে সাবধানে বৃক্ষ হ'তে নেমে বাটীর উদ্যানের ভিতরকার রাস্তা ধরে মূল বাড়ির প্রধান দরজার সম্মুখে এসে উপস্থিত হয়ে দেখলেন যে দরজার কড়ায় একটা পিতলের তালা লাগানো। ব্যাগের ভিতর হ'তে এক তাড়া চাবি বার ক'রে একটির সাহায্যে ঐ তালা উন্মুক্ত ক'রে ভিতরে প্রবেশ ক'রে তাঁরা বুঝলেন যে, তাঁরা একটি বিশাল হলঘরে এসে উপস্থিত হয়েছেন। তিনটি বিজলী টর্চ একত্রে জ্বেলে তাঁরা দেখলেন যে এই হলঘরের উত্তর দিকে জানালা ঘেঁষে একটি কাষ্ঠনির্মিত বক্তৃতামঞ্চ বা প্ল্যাটফর্ম এবং ওর সম্মুখে সারিবন্দি প্রায় আশিটি কাষ্ঠাসন। স্থির নয়নে চতুর্দিকে দৃষ্টিপাত ক'রে প্রণববাবু বললেন, 'হুঁ', তা'হলে খবর আমাদের ঠিকই। এইখানে তা'হলে প্রতি রাত্রে এদের মিলন ঘটে এবং এই প্ল্যাটফর্মের উপর

হ'তে দলের লোকদের নির্দেশ ও উপদেশ দেওয়া হয়। এই যে এখানকার একটা নর্দমা বক্তৃতামঞ্চটি দ্বারা ঢাকা পড়ে গিয়েছে। আচ্ছা দাও তো দেখি অটো রেকর্ডিং যন্ত্রটা।'

রামদিন ব্যাগের ভিতর হ'তে অটো রেকর্ডিং মেশিনটি বার ক'রে দেওয়া মাত্র প্রণববাবু সাবধানে ওর রিসিভিং মাউথ পিস'টি সঙ্গোপনে নর্দমার মুখে রেখে দিয়ে ওর পিছনে সংলগ্ন তারটি ঐ নর্দমার ভিতর দিয়ে বাইরে বাগানে নিয়ে গেলেন। তারপর সকলে মিলে বাগানে এসে একটি ঝোপের মধ্যে তারের অপর মুখটি এনে তাতে ব্যাটারি সহ মূল রেকর্ডিং যন্ত্রটি স্থাপন করে প্রণববাবু বললেন 'যতদূর বোঝা যায়, এর ব্যাটারিটা আটাশ ঘণ্টা কার্যকরী থাকবে। এখন এই হলঘরের প্ল্যাটফর্ম হ'তে কেউ বক্তৃতা দিবামাত্র ওর প্রতিটি বাক্য এই স্বয়ংক্রিয় অটো রেকর্ডিং যন্ত্রে রেকর্ডেড হয়ে যাবে। এই রেকর্ডিং-এর সুক্ষ্ম তার বৈদ্যুতিক আলোক বিন্দুর নিম্নে রেখে ওর রীল যন্ত্রের সাহায্যে উল্টো ক'রে ঘুরানো মাত্র আমরা এখানকার যা কিছু কথাবার্তা তা পর পর শুনতে পাবো। এইরূপ এক অভিনব উপায়ে অপরাধ সম্পর্কীয় এদের বহু স্বীকৃতিমূলক কথাবার্তা এদের অলক্ষ্যে আমরা লিপিবদ্ধ ক'রে আদালতে এদের বিরুদ্ধে এক অকাট্য প্রমাণরূপে আমরা প্রয়োগ করতে পারবো। খুব সম্ভবত কাল রাত্রেও এরা এইখানে গভীর রাত্রে জমায়েত হয়ে আপন আপন মতামত প্রকাশ ক'রে যাবে। সেই সুযোগে আমাদের এই স্বয়ংক্রিয় অটো রেকর্ডিং যন্ত্রটিও তাদের যাবতীয় কথাবার্তা তাদের রীলে হুবহু ধরে নিতে সক্ষম হবে। এখন রামদিনের কাজ হবে আগামীকাল গভীর রাত্রে সঙ্গোপনে এই বাগানে এসে এই যন্ত্রটি চালু ক'রে ওদের মিটিং শেষ হওয়ামাত্র এই যন্ত্রের বিভিন্ন অংশ পুনরায় একত্রিত ক'রে তা কলকাতায় নিয়ে আসা।'

'তা, হুজুর, আমি ঠিক পারবো,' প্রত্যুত্তরে ইনফরমার রামদিন বললে, 'আমিও একজন পুরানো শেয়না, হুজুর। চুরিচামারী

আর ক'দিন ছেড়েছি, বলুন? এখনও আমি সর্পগতিতে চলতে পারি।'

'আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে,' রামদিনের পিঠ চাপড়ে প্রণববাবু বললেন, 'এখন এসো হলঘরটা ভাল ক'রে দেখে নি।'

হলঘরটিতে ফিরে আসামাত্র তাঁদের প্রথম নজর পড়লো একটি পর্দা-ঘেরা টেবিলের উপর। এই কক্ষটিতে একটি টেবিল, একটি কেদারা ও একটি সুবৃহৎ আয়না ব্যতীত চুলছাঁটা ও দাড়ি কামানোর সরঞ্জামও দেখা যায়। প্রণববাবু এই স্থানের দ্রব্যাদি পরীক্ষা করতে করতে একটা কাঁচের পাত্র উঠিয়ে নিয়ে বলে উঠলেন, আরে, এ পাত্রটিতে জলসহ অতি ক্ষুদ্র বহু কেশও দেখা যায় হে! এই কেশগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হলেও দাড়ির সহিত মস্তকের কেশও এর ভিতর সংরক্ষিত হয়েছে। এখন স্পষ্ট বুঝা যাচ্ছে যে মুণ্ডিতমস্তক ব্যক্তি প্রত্যহই দাড়িগোঁফ এবং সেই সঙ্গে মস্তকও একবার ক'রে কামিয়ে নিয়ে থাকে। তাই বলি যে এর মাথার চুল পুনরায় গজায় না কেন? আরে এটা আবার কি, এই কেশগুলির সঙ্গে এইখানে- '

'দেখি দেখি স্যার', ব'লে কনকবাবু প্রণববাবুর হাত হ'তে সেটা নিয়ে পরীক্ষা ক'রে বললেন, 'এটা স্যার, একটা মিহি শোনের লম্বা সুতো বা ফাইবার। অন্য কোথা হ'তে এখানে উড়ে এসেছে আর কি? তা না হ'লে মাথার চুলের সঙ্গে এটা থাকবেই বা কেন? এতো বড়ো পাকা চুলওয়ালা কোনও ব্যক্তিকে তো আমরা এই বাগানবাড়িতে ঢুকতে দেখি নি। না, স্যার! এটা একটা কারোর মাথার লম্বা পাকা চুলটুল নয়। অতি সূক্ষ্ম ও মিহি হ'লেও এটা একটা সাধারণ ভেজিটেবল ফাইবার বা উদ্ভিদতন্তু মাত্র।'

'উঁহু,' প্রণববাবু প্রত্যুত্তর করলেন, 'এতে আমি তেলের গন্ধ পাচ্ছি। তা ছাড়া এর একদিকের মুখ আটার ন্যায় চটচটে দেখা যায়। কে জানে কিসের মধ্যে কি আছে। এই তন্তুটির বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার বিশেষ প্রয়োজন আছে। এখানকার সব কয়টি দ্রব্য

আমাদের সাবধানে সংগ্রহ ক'রে নিতে হবে। আচ্ছা, এইবার দ্বিতলের ঘরগুলি দেখে আসা যাক, এসো—'

টর্চ হস্তে পথপ্রদর্শকরূপে কনকবাবু সকলের আগে সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠছিলেন। উপরতলে একটি কক্ষে প্রবেশ করা মাত্র এক অভূতপূর্ব দৃশ্য দেখে তিনি ভয়ে, 'আঁ আঁ' শব্দে চিৎকার ক'রে দ্রুতগতিতে বার হয়ে এসে প্রণববাবুকে জড়িয়ে ধরে বললেন, 'স্যা-স্যা-স্যার।

'আরে আরে, তোমার হ'লো কি! প্রণববাবু কনকবাবুর মুখ চেপে ধরে বললেন, 'আর্তনাদ করছো কেন? এতোক্ষণে কনকবাবু স্নায়ুর শক্তি একেবারে হারিয়ে ফেলেছিলেন। জোর ক'রে ইচ্ছা-শক্তি প্রয়োগ করলে কোনও এক দুর্বল মুহূর্তে বোধ হয় আর সবটাই ভেঙে পড়ে। কনকবাবু পুনরায় আর্তনাদ ক'রে উঠতে যাচ্ছিলেন কনকবাবুর ব্যবহারে বিব্রত হয়ে প্রণববাবু ঘুষি পাকিয়ে ব'লে উঠলেন, 'ফের চেঁচাবে তো নাকের উপর এক ঘুষি বসিয়ে দেবো।' প্রণববাবুর এই নির্মম চিকিৎসা বোধ হয় কার্যকরী হয়েছিল। মুহূর্তের মধ্যে আপন সম্বিৎ ফিরে পেয়ে কনকবাবু বললেন, 'না স্যার, আমি ঠিক আছি। শরীরটা হঠাৎ খারাপ হয়ে গিয়েছিল।'

সকলে মিলে কক্ষটিতে প্রবেশ ক'রে দেখলেন যে একটা কাষ্ঠ নির্মিত স্ট্যাণ্ডে ঝুলানো রয়েছে একটা মস্তকবিহীন নরকঙ্কাল। তখনও পর্যন্ত উহার স্থানে স্থানে সামান্য মাংসও সংলগ্ন দেখা যায় এবং ঐ কাষ্ঠ স্ট্যাণ্ডের নিম্নর চৌকা কাষ্ঠখণ্ডের উপর বসানো রয়েছে দাঁত বার-করা ধবধবে পরিষ্কার চাঁচা-ছোলা একটি নরমুণ্ড বা নরকপোল। এই অভিনব আসবাবটির তলদেশে একটি ক্ষুরধার ভোজালী ও একটি ছুরিকাও রক্ষিত রয়েছে এবং সেই সঙ্গে সেখানে রয়েছে কিছু দলিলপত্র ও 'এন' অক্ষর তোলা মিনে করা একটি স্বর্ণ অঙ্গুরী।

'আরে বাপ্‌স। ভয় পাবারই তো কথা', প্রণববাবু বললেন, 'এখানে ডাক্তারী বিত্তারও শিক্ষা দেওয়া হয় নাকি? কিন্তু এই কঙ্কালগুলো তো দেখলে নূতন মনে হয়।'

'আমার মনে হয় স্যার', কনকবাবু উত্তর করলেন, 'মুণ্ডহীন কঙ্কালটি সম্প্রতি চুরি করা মৃতদেহটি হ'তে নিষ্কাশিত করে নেওয়া হয়েছে। মুণ্ডটি অবশ্য কিছুদিন পূর্বেই এখানে আনা হয়েছে। তাই ওটা অত পরিষ্কার দেখা যায়। এতোদিন ধরে বহু স্থানে এই মস্তকের জন্য আমরা খোঁজাখুঁজি করছি। এতোদিনের পর এইখানে এসে তার সন্ধান আমরা পেয়ে গেলাম। মামলা এইবার পরিষ্কার হয়ে ফুটে উঠছে। এখন চলুন স্যার, অন্য কক্ষগুলি দেখি। কিন্তু স্যার, একটা কথা। এবার আপনি এগিয়ে যাবেন। আমি থাকবো আপনার পিছনে। এখনও পর্যন্ত বুকটা আমার ধড়ফড় করছে।'

একত্রে জড়াজড়ি ঘেঁষাঘেঁষি ক'রে অপর একটি কক্ষে প্রবেশ করে তাঁরা অপর এক অচিন্তনীয় দৃশ্য দেখতে পেলেন। একটি প্রশস্ত কক্ষের মধ্যদেশে একটি স্বল্পায়তন কাচের ক্ষুদ্র কক্ষ। তার ছাদ ও প্রাচীর চারিটি পুরু স্বচ্ছ কাজ দিয়ে তৈরি। একটি কাচের দরজাও তাতে লাগানো আছে; কিন্তু তার চারি পার্শ্বের কানাত এমনভাবে রবার দিয়ে ঢাকা যে উহা খাপে খাপে বসে ঘরটিকে প্রয়োজনবোধে বায়ুহীন বা এয়ারটাইট অবস্থায় রাখতে পারবে। ঐ কাচের ঘরের ছাদের একটি ছিদ্রের মুখে একটি রবারের নলও বসানো দেখা যায়। এই রবারের অপর মুখটি বহির্দেশে রক্ষিত একটি ইলেকট্রিক পাম্পের সহিত সংযুক্ত রয়েছে। এই কাচের ঘরের ভিতর একটি সুদৃশ্য স্প্রিং-এর খাটে সিল্কের চাদর আবৃত গদির উপর নরম পালকের বালিশে মস্তক ন্যস্ত ক'রে অল্প বয়স্ক সুবেশ একজন নারী ও একজন পুরুষ যেন অঘোরে ঘুমিয়ে পড়েছে। যুবতী নারীর পরনে একটি নূতন লাল কডিয়েলের শাড়ি ও ব্লাউস এবং যুবকটিরও পরনে একটি সবুজ সিল্কের পাঞ্জাবি ও শান্তিপুরি ধুতি।

'এখানে একি দেখছি, স্যার। বাড়িতে মানুষও তা'হলে আছে,' কনকবাবু বললেন, 'ওরা জেগে পড়বে না তো? কিন্তু এতো বড়ো বাড়িতে মাত্র এই দুইজন মানুষ? এদের এখানে বন্দী ক'রে রাখে নি তো ওরা? যদি এখুনি ওরা উঠে পড়ে চেঁচামেচি করে, তা'হলে?'

'কোনও ভয় নেই, কনক', প্রত্যুত্তরে প্রণববাবু বললেন, 'যদি ওরা মোমের পুতুল না হয় তাহলে 'ওরা আর কোনও দিনই জাগবে না। ঐ কাচের ঘরের সঙ্গে সংলগ্ন এয়ার পাম্পটার দিকে চেয়ে দেখলে সকল সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। প্রথমে আমিও মনে করেছিলাম বাগান-বাড়ির মশকদের দংশন হতে আত্মরক্ষার্থে কায়দা ক'রে এই কাচ-কক্ষটি সৃষ্টি করা হয়েছে। কিন্তু ঐ বাতাস নির্গমন করার ইলেকট্রিক পাম্পটি আমার সে ভুল ভেঙে দিয়েছে। খুব সম্ভবত এদের খাতির ক'রে এখানে ভুলিয়ে এনে এই মশকহীন কক্ষের সুখশয্যায় শয়নের ব্যবস্থা ক'রে দেওয়া হয়েছিল। প্রথম প্রথম পাম্পটি উল্টো দিকে চালিয়ে এই বন্ধ কক্ষে প্রচুর বাতাস ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। এর ফলে উভয়ে এখানে সুখে নিদ্রিত হয়ে পড়ে। কিন্তু পরে এই পাম্প অন্য মুখে চালিয়ে ভিতর হ'তে শেষ বিন্দু প্রাণবাতাস বহির্গত ক'রে এদের চিরতরে ঘুম পাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। তবে এই বাতাসশূন্য এয়ারটাইট ঘরে অবস্থান করায় এদের মৃতদেহ দু'টি বহুকাল পর্যন্ত অবিকৃত থাকবে ব'লে মনে হয়। এখানে এই মানুষ দুটো তা'হলে কারা? এদের এমনিভাবে বৈজ্ঞানিক পন্থায় হত্যা করার কারণই বা কি? যাই হোক, এখানে আর এক মুহূর্তও অপেক্ষা করা আমাদের কারো পক্ষে নিরাপদ নয়। এসো আমরা তাড়াতাড়ি কলকাতায় ফিরে যাই। এ ছাড়া ওরা যদি ঘুণাক্ষরেও অবগত হ'তে পারে যে আমরা তাদের এই নূতন আড্ড-বাড়ি পরিদর্শন ক'রে এসেছি তা'হলে আমাদের কর্মপ্রচেষ্টা নিমেষে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়ে যাবে।'

কম্পিত কলেবরে সকলে এইবার দ্রুতগতিতে নেমে এসে উদ্যান-

বাটীকার সদর দরজার তালাটি তা তে পুনঃ সন্নিবেশিত করে বহুদূরে অপেক্ষমান ট্যাক্সিতে উঠে যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন। কিন্তু ঐ উদ্যানবাটীর এতো নিকটে আর একটি মুহূর্ত অপেক্ষা করা তাঁরা নিরাপদ মনে করলেন না। তাঁদের আদেশ পাওয়ামাত্র ঘুমন্ত ট্যাক্সিচালক সজাগ হয়ে উঠে হুস্ করে কলকাতা অভিমুখে ট্যাক্সিখানি চালিয়ে গেল। উদ্দামগতিতে ট্যাক্সিখানি ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোড ধরে ছুটে চলছিল। সহসা এই সময় প্রণববাবু লক্ষ্য করলেন যে সম্মুখে রেলওয়ে ক্রসিং-এর লকগেট বন্ধ এবং তার পিছনে আটক পড়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে সেই BLT 4444 ট্যাক্সিখানা। বিব্রত বোধ করে প্রণববাবু চেঁচিয়ে বলতে যাচ্ছিলেন, 'এই রোখো।' কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে ইতিমধ্যেই রেলওয়ে লকগেটটি উপরে উঠে সম্মুখের পথ পরিষ্কার করে দিলে। BLT 4444 ট্যাক্সিখানি মুণ্ডিতমস্তক মানুষটিকে খাল-পোলের পরপারে নামিয়ে দিয়ে দক্ষিণ-দিকে দ্রুতগতিতে উধাও হ'য়ে গেল। এরপর প্রণববাবু লক্ষ্য করলেন যে ঐ রহস্যময় মানব গ্যালিফ স্ট্রীট ধরে ডাঃ এ কে রে'র বাড়ির দিকে নিশ্চিন্তমনে এগিয়ে চলেছে। প্রণববাবুও সদলবলে ট্যাক্সির ভাড়া চুকিয়ে তাকে অনুসরণ করতে শুরু করে দিলেন। এর পর ঐ রহস্যময় মানুষটি ডাঃ এ কে রে'র বাড়ির গেটে প্রবেশ করতে উদ্যত হওয়ামাত্র সকলে একত্রে ভীমবেগে তার ঘাড়ের উপর লাফিয়ে পড়লেন। সহসা পিছন হতে আক্রান্ত হওয়ায় লোকটি ভারসাম্য হারিয়ে হুমড়ি খেয়ে গেটের ভেজা মাটির উপর হাঁটু মুড়ে বসে পড়ল। কিন্তু পরক্ষণেই সে ঝটকান দিয়ে উঠে নিজেকে মুক্ত করে নিয়ে দ্রুতপদে মূল বাড়িটির ভিতর ঢুকে অদৃশ্য হয়ে গেল। এদিকে প্রণববাবুও সদলবলে ডাঃ রে'র বাড়ির অলিন্দে উঠে চিৎকার শুরু করে দিলেন—'ডাঃ রে, ডাঃ রে! শীঘ্র বের হোন। বাড়িতে চোর ঢুকেছে। কিছুক্ষণ চেঁচামেচি করার পর ডাঃ এ কে রে স্লিপিং সুট পরিহিত অবস্থায় চোখ রগড়াতে রগড়াতে

বার হয়ে এসে বললেন,—'আরে প্রণববাবু যে! এতো রাত্রে! ব্যাপার কি?'

সকল সমাচার অবগত হয়ে ডাঃ এ কে রে হতভম্ব হয়ে বলে উঠলেন, 'এঁ্যা—বলেন কি? আজও লোকটা এসেছিল? এর আগেও এই লোককে ছুবার রাত্রে আঙ্গিনায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছি। জিজ্ঞাসা করামাত্র লোকটা ছুবারই দ্রুতপদে বার হয়ে গিয়েছে। না মশাই। আপনাদের অপরাধ নির্ণয়ার্থে সাহায্য করা আর আমার দ্বারা হবে না। শেষে কি দস্যুদের হাতে আমারও প্রাণটা যাবে! রাগটা দেখছি এদের পরিশেষে আমার উপরই পুরো-পুরি এসে গিয়েছে। আমার জীবনহানির এটা একটা প্রচেষ্টামাত্র; কিন্তু সময়মতো আপনারা এখানে এসে পড়েছিলেন কি করে?'

প্রণববাবু ডাঃ এ কে রে-কে আশ্বস্ত করে বললেন, রাত্রে রাউণ্ডে বার হয়েছিলাম। সহসা দেখতে পেলাম অদ্ভুত একটা লোক আপনার বাড়িটায় ঢুকছে। কিন্তু তাকে আটকে রাখতে পারলাম কৈ?'

'ও, ভাগ্যিস এসে গিয়েছেন আপনারা,' ডাঃ এ কে রে বললেন, 'হ্যামিলটন সাহেবকে আপনাদের এই কার্যের জন্যে একটা প্রশংসা-পত্র পাঠাবো। এইরকম কর্তব্যপরায়ণ পুলিস কর্মচারীদের সকল দেশেই প্রয়োজন আছে। কিন্তু এই বাড়ির পাত্তা তারাই বা এর মধ্যে পেলো কি করে? আচ্ছা, যেদিন আপনাদের ওখানে রমা দেবী না কোন্ এক দেবী এসেছিল না? সেইদিন অপর কোনও এক ভদ্রলোক কি প্রায় তার সঙ্গে সঙ্গে আপনাদের থানায় এসেছিলেন?'

'কেন বলুন তো স্যার?' প্রণববাবু প্রত্যুত্তর করলেন, 'এক ব্যক্তি মামলার ব্যাপারে থানায় এসেছিলেন। ভদ্রলোক হাওড়া শহরের এক জমিদার পুত্র—তাঁর নাম শ্রীনবীনচন্দ্র সরকার।'

'তাহলে ঠিক তাই তো বটে', ডাঃ এ কে রে উত্তরে বললেন,

'ঐ ব্যক্তিটিই তাহলে সেদিন থানাবাড়ির বহির্দেশে রাস্তার উপর একটা প্রাইভেটকারে অপেক্ষা করছিল। মহেন্দ্রবাবু লক্ষ্য না করলেও আমি তাকে ঠিক লক্ষ্য করলাম। লোকটা তার ঐ প্রাইভেট গাড়ি করে আমার বাড়ির এই গেট পর্যন্ত আমাদের গাড়িটাকে অনুসরণ করে এসেছিল। মহীন্দ্রবাবুকে বিষয়টা বলবো বলবো করেও আমি তা ভুলে গিয়েছি। যে রকম তাড়াতাড়ি এইদিন মহেন্দ্রবাবু আমাকে নামিয়ে দিয়েই অন্যত্র কাজে বেরিয়ে গেলেন! তাঁকে এই সংবাদটুকু দেবার অবসরই বা আমি পেলাম কৈ?'

'তা হলে স্যার,' প্রণববাবু জিজ্ঞেস করলেন, 'আজ থেকে এখানে একটা সিপাহী মোতায়েন করবো কি? আপনার নিরাপত্তার জন্যে যা কিছু করণীয়, তা করতে আমরা প্রস্তুত।'

'থাক, থাক, থাক। অমন কাজও করবেন না,' ডা. এ কে রে প্রত্যুত্তর করলেন, 'চব্বিশঘণ্টা বাড়িতে পুলিস মোতায়েন থাকলে লোকে বলবে কি? বড়ো বড়ো বৈজ্ঞানিক ও মনীষিগণ আমার সঙ্গে এখানে হামেশা দেখা করতে আসেন। দরজার সামনে পুলিস-সান্ত্রী মোতায়েন দেখলে তাঁরা আর এই পথ কি মাড়াবেন? চারদিন পর আপনার হেড কোয়ার্টারে প্রাদেশিক ও মেট্রোপলিটান পুলিস অফিসারদের সভায় আমার একটি বক্তৃতা দেবার কথা আছে। খুব সম্ভবত ঐ হচ্ছে কলকাতা শহরে আমার শেষ অনুষ্ঠান। এর পর দিল্লীতে সোসিয়াল সার্ভিস লীগে একটা বক্তৃতা দিয়ে আমি ওখান হতেই প্লেনে আমেরিকা চলে যাব। আপনাদের এই শহরে আমি আর একটা সপ্তাহের অধিক থাকছি না। শেষে কি বেঘোরে এখানে প্রাণটা হারাবো! জগতের কল্যাণার্থে এখন দু'দুটো থিসিস লেখা আমার বাকি রয়ে গিয়েছে।'

সকলে মিলে ডাঃ রে-র অনুরোধে তাঁর বাড়িটা তন্ন তন্ন করে খুঁজেও রহস্যময় মানুষটির কোনও খোঁজ না পেয়ে অবাক হয়ে গিয়েছিলেন। অগত্যা ব্যর্থমনোরথ হয়ে বার হয়ে প্রণব ও কনকবাবু

গেটের বাইরে এসে দাঁড়ালেন। এমন সময় সহসা তাঁদের লক্ষ্য পড়লো গেটের নিকটে নরম মাটির উপর। এইখানে হাঁটু মুড়ে মুণ্ডিতমস্তক মানুষটি একবার পড়ে গিয়েছিল। সভয়ে ধীরভাবে তাঁরা লক্ষ্য করলেন যে, সেইখানেও বিশেষ বুননের প্যাণ্টসহ হাঁটুর দুইটি দাগ সুস্পষ্টরূপে দেখা যায়। এইরূপ হুবহু দুইটি বুননের চিহ্ন অনুকূলবাবুর হাসপাতাল সংলগ্ন উঠানেও তাঁরা অঙ্কিত দেখেছিলেন। প্রণববাবুর নির্দেশমতো কনকবাবু তরলাকৃতি 'প্লাস্টার অব প্যারিসে'র সাহায্যে উহাদেরও সংরক্ষিত করে নিলেন। সকলে এইবার চিন্তা করতে করতে থানা অভিমুখে অগ্রসর হলেন।

থানার অফিস ঘরের দরজা বন্ধ করে প্রণব ও কনকবাবু এবং ইনফরমার রামদিন নিবিষ্টমনে একটি অটো-যন্ত্র পরীক্ষা করছিলেন। যন্ত্রটি ছিল একটি স্বয়ংক্রিয় রেকর্ডিং-যন্ত্র। এইটা প্রণববাবু দুইদিন পূর্বে ব্যারাকপুর রোডে দস্যু-অধ্যুষিত আড্ডা বাড়িতে সংগোপনে রেখে এসেছিলেন। যন্ত্রটি সুদক্ষ ইনফরমার রামদিন গতকল্য ভোর রাত্রে সেইখান হতে অলক্ষ্যে উঠিয়ে নিয়ে এসেছে। যন্ত্রটির ওয়্যার রীল চালু করা মাত্র শুনা গেল জনৈক বক্তার উদাত্ত বাণী সম্বলিত বক্তৃতা—

'আপনাদের সর্বসম্মত নেতারূপে পুনরায় আপনাদের নিকট দলের নিরাপত্তার কারণ সাবধান-বাণী উচ্চারণ করছি। ধনীদের বাড়তি সম্পদ দরিদ্রের মধ্যে বিতরণার্থে প্রথমে এই দল তৈরি হয়। কিন্তু কয়েকদিনের মধ্যে দেখা গেল যে, আমরা প্রত্যেকেই অতি অধম সাধারণ অপরাধীদের পর্যায়ে নেমে এসেছি। কোনও দিনই আমরা ধনীদের দুয়ারের ওপার পর্যন্তও পৌঁছুতে পারি নি। আমরা কেবলমাত্র অতি দরিদ্র মধ্যবিত্তদেরই সর্বনাশ সাধন করে গরীবকে আরও গরীবেই পরিণত করে দিয়েছি। আজ আমি নিশ্চিতরূপে

বুঝেছি যে, এই দেশে ৫০ কোটি মানুষের মধ্যে মাত্র দশ সহস্র ব্যক্তির মাসিক আয় এক হাজার টাকার উপর। এই দিক হতে বিচার করলে বুঝা যাবে যে এই দেশে বস্তুতঃপক্ষে কোনও ধনী নেই। প্রকৃতপক্ষে দেশের ধনসম্পদ সৃষ্টির প্রারম্ভেই তার মূলে কুঠারাঘাত করতে আমরা সচেষ্ট হয়েছি। তাই আজ আমরা সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তিরই ঘৃণ্য। একটা অন্যায় দ্বারা অপর একটি অন্যায় প্রতিরোধ করলে তার ফল হয় বিষময়। এতদ্ব্যতীত মানুষের অন্তর্নিহিত অপস্পৃহা একবার বহির্গত হলে তা সংবরণ করাও দুষ্কর। তাই একদা সৎ উদ্দেশ্যে এই দল প্রতিষ্ঠিত হলেও আজ দলের ব্যক্তিরা অর্থপিশাচ আত্মসর্বস্ব কামুক ব্যক্তি। অর্থাপহরণের সহিত নারীহরণ ও নির্যাতন প্রভৃতি অপরাধ পর্যন্ত তারা প্রতিদিন সমাধা করে এক বিভীষিকার সৃষ্টি করেছে। এমন কি ডাঃ প্রামাণিকের মতো দলের একনিষ্ঠ সেবকও আজ আমার আয়ত্তের বাইরে। এতোদিন আপনাদের প্রতিটি কাজে উৎসাহ দিয়ে এলেও আপনাদের এখন আমি স্তব্ধ হতে বলবো। আপনাদের নিরাপত্তার জন্যে এখন হতে কিছুদিন পর্যন্ত আপনাদের আত্মসংবরণ করতে হবে। এখানকার উদ্যানবাড়িতে আমাদের যে কয়েক লক্ষ টাকা মূল্যের অর্থ ও দ্রব্যাদি প্রোথিত আছে, তার দ্বারা বহুদিন আপনাদের ভরণপোষণের কার্য চলবে বলে আমি মনে করি। এখন আসুন, প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ আমরা কয়েকটি সৎ প্রতিষ্ঠানের সৃষ্টি করি। এখানে আমাদের স্বকীয় অপরাধমূলক অভিজ্ঞতা দ্বারাই আমরা জগতের কিছুটা উপকার করতে পারবো। আমাদের নব-প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠান একদিকে ফেরার আসামীদের আশ্রয় স্থান হবে। অপরদিকে তার দ্বারা শহরের অন্যান্য অপরাধীদেরও এবং এই দেশের শাসক শ্রেণীকেও আমরা আয়ত্তে রাখতে পারবো। নাগরিকগণ আমাদের নিকট 'ফি' সহ দরখাস্ত পেশ করলে আমরা যদি অপহৃত দ্রব্যের অন্তত কিছু অংশ তাদের ফেরত দিই, তাহলে তাতেই তারা

খুশি হয়ে উঠবে। এইভাবে পুলিসের অসাধ্য কার্য সাধন করে একদিক হতে শাসকবর্গকে এবং অপরদিক হতে জনসাধারণকে আমরা মোহিত করে রাখতে পারবো। আমি ভারতবর্ষের বিভিন্ন শহরে চোরাই মাল পাচারের যে সকল এজেন্ট আছে তাদের ডেরা-সমূহ আপাতত বন্ধ করে দেবার জন্য আদেশ প্রদান করেছি। কিন্তু আপনাদের মধ্যে যদি কেউ একবার দলের সভ্য হয়ে ভিতরের সুলুক-সন্ধান জেনে সরে পড়তে সচেষ্ট হন তা'হলে তাকে নিশ্চয়ই নিহত হতে হবে। এতো কষ্ট স্বীকার করে গড়ে তোলা দল আমি কিছুতেই ভেঙে দিতে পারবো না। আমি এও আশা করি যে ভবিষ্যতে আপনারা বাইরের কোনও স্ত্রী বা পুরুষকে ব্যক্তিগত কারণে আমাদের কোনও একটি আড্ডা-স্থানে আর একটিবারও এনে অযথা তাদের অপমৃত্যুর কারণ ঘটাবেন না। আমাদের কোনও আড্ডা-ঘরে বাইরের কোনও ব্যক্তি যদি প্রবেশ করে, তা'হলে তাকে জীবিত ফিরতে দেওয়া অসম্ভব। দুঃখের বিষয় এই যে আমার অন্যত্র ব্যস্ততার সুযোগে ডাঃ প্রামাণিকের মতো একজন সহকারী সমগ্র দলটিকে এতদূর নিম্নগামী করে তুললেন। অগত্যা কিছুকাল পর্যন্ত আমাদের দলের লোকেদের নিষ্ক্রিয় থাকা ভিন্ন উপায় নেই। তা' না হলে আমাদের সকলকেই একদিন না একদিন ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলতে হবে।'

'আরে বাপস্ রে বাপ! এটা একটা বক্তৃতা না পাগলের প্রলাপ,' রেকর্ডিং যন্ত্রটি বন্ধ করে প্রণববাবু বললেন, 'এ অনুশোচনা না অপর এক নূতন মতলব? আমার মতে এই সকল অপরাধীদের স্বভাবসুলভ অব্যবস্থিত চিত্ততার একটা অভিব্যক্তি। যারা চিনির সন্ধান বা স্বাদ একবার পেয়েছে, তারা কি আর নুনে সন্তুষ্ট থাকবে? কিন্তু গলার স্বরটা কা'র তা চিনতে পারছো কনক?'

'হুঁ খুবই চিনতে পারছি. স্যার', কনকবাবু প্রত্যুত্তর করলেন, 'দলের লোকদের কিছুদিনের জন্য সংযত করবার এ এক বাগ্মিতা মাত্র। নেতাদের মধ্যে মধ্যে এইরূপ করতে বহুরূপী চাল চালতে হয়। ও সব ভাঁওতায় না ভুলে আসুন স্যার, আমরা আমাদের কর্তব্য কার্য করে যাই। এদের এখন সরে পড়ার মতলব। ওরা এখন বাজার গরম দেখেছে কি-না। কিন্তু সরে তোমরা পড়বে কোথায় চাঁদ? তার আগেই যে আমরা তোমাদের ধরে ফেলবো!'

চুরি ধরার মধ্যে কেমন একটা স্পৃহা বা নেশা আছে। প্রণববাবুকে এইদিন এইরূপ এক অদম্য নেশা বা স্পৃহাতে পেয়ে বসেছিল। একটু চিন্তা করে প্রণববাবু বললেন, 'এমন এক স্থানে আমরা এসে পড়েছি, যেখান হতে আর পিছিয়ে আসা যায় না। হেড কোয়ার্টার হতে একটি সুশিক্ষিত ডিটেকটিভ হাউণ্ড কুকুর সার্জেন্ট মিটফোর্ডের সঙ্গে এখানে পাঠানোর কথা আছে। কাল এর জন্য আমি ওদের একটা জরুরি রিকুইজিশন পাঠিয়েছি। দেখো তো কনক, সার্জেন্ট সাহেব ঐ কুকুর নিয়ে এসে গিয়েছে কি-না।

কনকবাবু দরজা খুলে বার হয়ে এসে দেখলেন যে সার্জেন্ট মিটফোর্ড একটি পেশীবহুল লম্বা কুকুরসহ পাশের কামরায় অপেক্ষা করছেন। কুকুরটির নিকটে এসে তার মাথায় হাত দেওয়া মাত্র কুকুরটা ঘেউঘেউ করে তেড়ে এল। কনকবাবু সভয়ে পিছিয়ে এসে বলে উঠলেন, 'এ আবার কি রকম পোষা কুকুর।' কুকুরটিকে ধমক দিয়ে নিরস্ত করে সার্জেন্ট মিটফোর্ড মৃদু হেসে বললেন, 'তুমি যে বাবু সাদা পোশাকে আছো। তুমি পুলিসের উর্দি পরে এলে দেখবে যে এ তোমাকে তাড়া করবে না, বরং এ তখন সোহাগ করে তোমার কাছে আসবে।'

সার্জেন্ট মিটফোর্ড ও কনকবাবু কুকুরসহ অফিসঘরে ফিরে এলে প্রণববাবু ঘরের দেওয়ালে টাঙানো ঘড়ির কাঁটার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'স্যার মহাতাপ তাঁর পুত্র মহাবুবের পোশাক কাল

এখানে পাঠিয়েছেন। সেগুলো এবং ব্যারাকপুর রোডের বাগানে যে শোণের তন্তু পেয়েছি সেইটে সঙ্গে নাও। এই দুটো দ্রব্য নিয়ে এখুনি আমাদের ডাঃ এ কে রে'র বর্তমান বাসস্থানে পৌঁছুতে হবে। চলে এসো—'

সকলে মিলে অতি সন্তর্পণে ডাঃ এ কে রে'র গ্যালিফ স্ট্রিটের বাসভবনের পিছনে এসে দেখলেন যে তাঁর শয়ন-কক্ষের পিছনের জানালা খোলাই আছে। কিন্তু সেটা কয়েকটি স্থূল লৌহদণ্ড দ্বারা বিশেষরূপে সুরক্ষিত। দুইটি লৌহদণ্ডের ব্যবধানে মানুষের মস্তক না গললেও কুকুরের মস্তক অনায়াসে গলে যায়। সাধারণত কোথায়ও মস্তক প্রবেশ করাতে পারলে দেহও প্রবেশ করানো সম্ভব। অবস্থা অনুকূল বুঝে প্রণববাবু মহাবুববাবুর স্যুটের দ্বিতীয় সেটটি কুকুরটিকে শুঁকিয়ে ইঙ্গিত করা মাত্র সে তড়িৎগতিতে লোহার গরাদের ফাঁকে ঢুকে ঐ কক্ষ হতে অনুরূপ অপর একটি স্যুট মুখে করে বার হয়ে এল।

'সাব্বাস' বলে কুকুটির পিঠটা একবার চাপড়ে দিয়ে প্রণববাবু এইবার ব্যারাকপুর রোডের উদ্যানবাড়িতে প্রাপ্ত শোণের তন্তুটি তার নাকের কাছে ধরে ইঙ্গিত করা মাত্র কুকুরটি পুনরায় অনুরূপভাবেই ঐ ঘরে প্রবেশ করে একটি মাথা-আঁচড়ানো চিরুনি মুখে করে বেরিয়ে এল। চিরুনিটি পরীক্ষা করে সকলে অবাক হয়ে গেলেন। তাতে দুইটি হুবহু অনুরূপ শ্বেততন্তু সংলগ্ন রয়েছে। পুনরায় কুকুরটিকে নিজের পায়ের জুতা দেখিয়ে দেওয়া মাত্র সে তৎক্ষণাৎ পুনরায় ঐ কক্ষে প্রবেশ করে ডাঃ এ কে রে'র একপাটি জুতা মুখে করে বার হয়ে এল। জুতাটির ভিতরেব শুকতলায় বহুদিন যাবৎ ব্যবহারের কারণে ডাঃ এ কে রে-র সমগ্র বামপদের চিহ্ন অঙ্কিত হয়ে গিয়েছিল। ঐ বাড়ির গেটের ভূমিতে অঙ্কিত পদচিহ্নের সহিত

তুলনা করার জন্যে জুতার ভিতরকার ঐ শুকতলাটি সাবধানে জুতা হতে বার করে নিয়ে উহা পুনরায় কুকুটির মুখে রেখে ইঙ্গিত করা মাত্র সে পুনরায় ঐ ঘরে ঢুকে উহা যথাস্থানে পুনঃসংস্থাপিত করে বেরিয়ে এল।

'যাক, তাহলে বাঁচা গেল,' প্রণববাবু বললেন, 'বাহাদুর এই কুকুর বটে। প্রয়োজনীয় দ্রব্যের সব-কয়টি দ্রব্যই আমরা পেয়ে গিয়েছি। এখন এই পায়ের ছাপের সহিত বিভিন্ন স্থান হতে সংগৃহীত পদচিহ্নের তুলনা করলেই যাবতীয় তথ্য প্রকাশ পাবে। এখুনি হয়তো ডাঃ এ কে রে তাঁর শয়নকক্ষে ফিরে আসবেন। এসো আমরা গলির পথে এইবার দ্রুতগতিতে সরে পড়ি।

সুশিক্ষিত 'ডিটেকটিভ হাউণ্ড' কুকুরের সাহায্যে প্রয়োজনীয় দ্রব্য কয়টি সংগ্রহ করে থানায় ফিরে প্রণববাবু প্রথমেই স্যার মহাতাপ প্রেরিত এবং ডাঃ এ কে রে'র গৃহ হ'তে সংগৃহীত পোশাক দুইটি তুলনা করতে শুরু করে দিলেন। আশ্চর্যের বিষয়, দুইটি পোশাকের কাপড়ের সেলাই এবং আয়তন ও কাটছাঁট হুবহু একই রকমের দেখা গেল।

বহুক্ষণ পোশাক দুইটি উল্টে-পাল্টে পরীক্ষা করে প্রণববাবু বিভিন্ন স্থান হতে সংগৃহীত পদচিহ্নসমূহ আলমারি হতে বার করে টেবিলে রাখলেন। এরপর প্রণববাবু ধীরস্থির চিত্তে উহাদের তুলনামূলক পরীক্ষা করে অভিমত প্রকাশ করলেন এই বলে যে ডাঃ এ কে রে-র বাড়ির গেটের মাটিতে পাওয়া পদচিহ্নের সহিত সেই পোড়ো বাগান-বাড়িতে ও অনুকুল ডাক্তারের হাসপাতালে প্রাপ্ত কয়েকটি পদচিহ্নের হুবহু মিল রয়েছে। তা হলে দেখা যাচ্ছে যে ঐ মুণ্ডিতমস্তক ব্যক্তিই হাসপাতালের বাগিচার পেঁপে বৃক্ষের নিম্নে কাউকে হত্যা করে তাকে ঐ হাসপাতালেরই অপারেশন কক্ষে নিয়ে আসে; কারণ সেইখানেই গালিচার উপর এই একইরূপ পদচিহ্ন পাওয়া গিয়েছে। এদিকে আবার দেখা যায় যে, ডাঃ এ কে রে'র বাড়ি

হতে সংগৃহীত জুতার ভিতরের শুকতলাতেও ঐ একই ব্যক্তির পদ-চিহ্ন সুস্পষ্টরূপে অঙ্কিত রয়েছে। তা'হলে কি বুঝতে হবে যে ঐ জুতা জোড়া আদপেই ডাঃ এ কে রে-র নয়? সেটা কি মুণ্ডিতমস্তক রহস্যময় মানুষের পরিত্যক্ত জুতা? তাই যদি হয় তাহলে বুঝতে হবে যে, ঐ মুণ্ডিতমস্তক রহস্যময় ব্যক্তিটিও ডাঃ এ কে রে-র গৃহে গোপনে কিছুকাল বসবাস করে গিয়েছে।

'আর একটা কাজ করলে হয় স্যার,' কনকবাবু বললেন, 'অনুকূলবাবুর হাসপাতালের অপারেশন কক্ষের অলিন্দে পরিত্যক্ত চায়ের কাপের পাত্রে আমরা কয়েকটি অঙ্গুলীর টিপের ছাপ সংগ্রহ করতে পেরেছিলাম। এদিকে তো পরশু থানাতে কায়দা করে চা খাওয়ানোর অছিলায় আমরা চায়ের গেলাসে ডাঃ এ কে রে-র অঙ্গুলীর টিপের ছাপ সংগ্রহ করে নিতে পেরেছি। এখন তুলনা করে দেখুন তো স্যার আপনি, এই কয়টি অঙ্গুলীর টিপের ছাপ একই ব্যক্তির অঙ্গুলীর ছাপ কি-না?'

কনকবাবুর উপদেশ ব্যতিরেকেও প্রণববাবু এটাই তাঁর পরবর্তী কার্যরূপে বেছে নিতেন। একটু হেসে তিনি এইবার বিভিন্ন স্থান হতে সংগৃহীত অঙ্গুলীর টিপের সংরক্ষিত ছাপগুলির তুলনামূলক পরীক্ষা শুরু করে দিলেন। এর পর তিনি হাতের আতস কাঁচটি নামিয়ে রেখে উল্লসিত হয়ে বলে উঠলেন—'আরে. অঙ্গুলী টিপের এই সরকারী ছাপই তো দেখছি আমাদের ডাঃ এ কে রে-র। এখন তো দেখছি যে কেবলমাত্র ঐ রহস্যময় মুণ্ডিতমস্তক মানুষটিই শুধু খুনী নয়, ডাঃ এ কে রে স্বয়ং এই মূল হত্যাকাণ্ডের সহিত সাক্ষাৎ-ভাবে সংশ্লিষ্ট রয়েছেন।'

প্রণব ও কনকবাবু এতক্ষণে পরস্পরের মনের ভাব উপলব্ধি করবার জন্য উভয়ের প্রতি কিছুক্ষণ চেয়ে রইলেন। এমন সময় থানার মুন্সীবাবু সেইখানে উপস্থিত হয়ে তাঁদের জানালেন, 'হেড কোয়ার্টার থেকে টেলিফোনে জানাচ্ছে যে, কাল সকাল আটটায়

সেখানে ডাঃ এ কে রে-র অপরাধ সম্বন্ধে বক্তৃতা উপলক্ষে রক্ষীমহলের এক বিরাট সমাবেশ হবে। খোদ নগরপালমহোদয় এবং অপরাপর কর্তৃপক্ষীয় ব্যক্তিরাও সেইখানে উপস্থিত থাকবেন। হেডকোয়ার্টারের অনুরোধ এই যে আমরা সকলেই যেন সেখানে সময়মতো উপস্থিত হয়ে তাঁর বক্তৃতা শুনি।'

'ভালো ভালো, খুব ভালো,' শ্লেষের সহিত প্রণববাবু বললেন, 'তবে এইটেই হবে এই সম্পর্কে তাঁর শেষ বক্তৃতা।'

'কিন্তু স্যার,' কনকবাবু বললেন, 'আমাদের সংগৃহীত তথ্যসমূহ কি ইতিমধ্যে বড়োসাহেবকে জানানো উচিত হবে? পরে যদি তাঁরা বলেন যে এই সব আগেই আমাদের জানাও নি কেন? তা' হলে আপনি তাঁদের উত্তর দেবেন কি?'

'হ্যাঁ, তাও একটা কথা বটে,' প্রণববাবু উত্তর করলেন, 'ওঁকে ঐ সভার মধ্যেই এক্সপোজ্‌ড করতে পারলে বিষয়টা আরও সহজে প্রমাণিত হবে। কিন্তু একটা কথা ভাবা দরকার কনক, তাহলে অনুকূলবাবুকেই এরা সকলে মিলে খুন করলো না-কি? ঐ রহস্যময় মুণ্ডিতমস্তক মানুষটা ছদ্মবেশে ডাঃ এ কে রায় স্বয়ং, না তিনি অনুকূলবাবুর সহকারী ছদ্মবেশী ডাঃ রাহা? এ'ছাড়া জমিদারপুত্র নবীন সরকারের ম্যানেজার প্রামাণিক কিংবা স্যার মহাতাপের পুত্র মহাবুব মাড়বারীর পক্ষেও এই মুণ্ডিতমস্তক রহস্যময় মানুষের ছদ্মবেশে ঘোরাফেরা করা অসম্ভব নয়। প্রকৃতপক্ষে আমরা নবীন সরকারের ম্যানেজার প্রামাণিক, ডাঃ অনুকূল রায় ও তাঁর সহকারী ডাঃ অমল রাহা, স্যার মহাতাপের একমাত্র পুত্র মহাবুব এবং শ্রীনীহাররঞ্জন পালের এখনও পর্যন্ত কোনও সন্ধানই করতে পারি নি। এরা কি তাহলে সকলেই দস্যুদলের পলাতক সদস্য, না এদের মধ্য হতেই এক বা দুই ব্যক্তি এদের অপর কারুর দ্বারা নিহত হয়েছে? নাঃ, ভাবতে আর আমি পারি না। আর বেশি চিন্তা করলে আমরা পাগল হয়ে

যাবো। কনক, এখন চলো! ওপরে উঠে শেষ রাত্রিটুকু একটু ঘুমিয়ে নি।'

'কিন্তু স্যার', কনকবাবু বললেন, 'এতোদিন পর্যন্ত কেবলমাত্র অন্ধকারে হাতড়েই বেড়ালাম। অপরাধীদের তো কাউকেও গ্রেপ্তার করতে পারলাম না।'

'হবে হবে, কনক, তা হবে', প্রণববাবু উত্তর করলেন, 'কাল থেকে আমরা একে একে এদের গ্রেপ্তার করতে শুরু করে দেবো। সাক্ষ্য-প্রমাণ যা আমরা ইতিমধ্যে পেয়ে গিয়েছি তা যথেষ্ট। এখন এই সকল সাক্ষ্য-প্রমাণের কোন্‌টি কার বিরুদ্ধে প্রযুক্ত হবে তা আমাদের বেছে নিতে হবে। গ্রেপ্তারের পর অপরাধীদের ব্যক্তিগত বাসস্থান তল্লাস করেও আমরা বহু অপহৃত দলিলপত্র ও প্রামাণ্য দ্রব্যাদি পেলেও পেতে পারি। এই সকল বিভিন্ন অপরাধে অপরাধীদের ফরিয়াদী ও সাক্ষীদের সম্মুখে উপস্থিত করলে তাদের কেউ না কেউ এদের কাউকে না কাউকে নিশ্চয়ই সনাক্তও করতে পারবে। মিছিল সনাক্তিকরণের দ্বারা যারা সনাক্তিকৃত হবে, তাদের মধ্য হতে আমরা একজনকে রাজসাক্ষী বা এপ্রুভাররূপে বেছে নেবো। দুর্বলচিত্ত বিধায় এই সকল ব্যক্তি যেমন অপরাধী দলে যোগদান করে, তেমনি গ্রেপ্তারের পর এরা অনুতপ্ত হয়ে স্বীকৃতি প্রদান করে থাকে। দলের অপরাপর ব্যক্তিদের সাহচর্যে এই রাজসাক্ষী কোথায় কোথায় কিরূপে কোন্ কোন্ অপকার্য সমাধা করেছে, তা বিবৃত করে প্রতিটি ঘটনাস্থলে আমাদের নিয়ে গিয়ে তার বিবৃতি যে সত্য তা সে সপ্রমাণ করবে। অবশ্য অনুতপ্ত হয়ে আদালতে অকপট চিত্তে সত্য বলার জন্যে আদালত তাকে ক্ষমা প্রদান করে আখেরে তাকে মুক্তি দেবে।'

'তা'ও কি স্যার সম্ভব, আমার তো তা বিশ্বাস হয় না', কনকবাবু উত্তর করলেন, 'এদের মতো চতুর সুশিক্ষিত অপরাধীরা কি কোনও আত্মঘাতী স্বীকৃতিমূলক বিবৃতি প্রদান করবে?'

'সহজে তা তারা বলবে না,' প্রণববাবু উত্তর করলেন, 'আমরা তাদের সাইকোলজিক্যালি এক্সপ্লয়েটেড করবো। এদের মধ্য হতে দুর্বলচেতা এমন একজন মানুষকে আমরা বেছে নেবো, যে এই দলের দ্বারা সমাধিত প্রায় প্রতিটি অপরাধের সহিত সংশ্লিষ্ট আছে। এরপর গভীর রাত্রে তাকে নীল রঙের স্বল্পালোকযুক্ত 'জিজ্ঞাসা-ঘরে' নিয়ে এসে প্রচুর সুখাদ্য ভুলিয়ে খাইয়ে দেবো। এইরূপ গুরুভোজনের কারণে উদরকে দ্রুত পরিচালিত করবার জন্যে মস্তিষ্ক অপেক্ষাকৃত নিস্তেজ হয়ে মনের প্রতিরোধশক্তির হানি ঘটাবে। এইরূপ অবস্থায় এই সকল মানুষের মন হয়ে ওঠে অতিশয় দুর্বল ও ভাবপ্রবণ। এই সময় সামান্য আশার বাণী বা মিষ্টি কথা এবং পরিজনবর্গের স্মৃতি তাদের সহজে উতলা করে তোলে। এইরূপ এক দুর্বল মুহূর্তে প্রথমে তাদের প্রিয় পরিজনবর্গ, পিতামাতা, স্ত্রী প্রভৃতির কথা বলে পরে সহসা অপরাধের বিষয় পাড়লে নিশ্চয়ই তারা একটি স্বীকৃতিমূলক বিবৃতি দিয়ে বসবে রাত্রে সাধারণত মানুষের স্নায়ু এমনিই দুর্বল থাকে, তাই এইরূপ জিজ্ঞাসাবাদ করার জন্য রাত্রিকালই প্রকৃষ্ট। এতদ্ব্যতীত আমরা পালা করে করে ঘুমিয়ে নিলেও তাকে আমরা একটুও ঘুমাতে দেবো না। পর্যায়ক্রমে আমাদের এক একজন এদের একজনকে সারারাত্রি প্রশ্নবাণে জর্জরিত করে তুললে ভোর রাত্রে সে নিশ্চয়ই নিজের মৃত্যুবাণ নিজেই বাতলে দেবে। কাল থেকেই তাদের একে একে গ্রেপ্তার করে তাদের নিকট হতে প্রয়োজনীয় স্বীকৃতি আদায় করতে আমরা শুরু করে দেবো। এখন আর দেরি না করে চলে এসো, ওপরে গিয়ে কয় ঘণ্টা ঘুমিয়ে নি। কালকের ভাবনা কালকে ভাবা যাবে'খন।'

প্রণব ও কনকবাবু উপরে উঠে স্ব স্ব কোয়ার্টারে এসে নিশ্চিন্ত মনে ঘুমিয়ে নিয়ে পরে সকালে স্নান করে যৎসামান্য কিছু খেয়ে নিয়ে নিচের অফিসে নেমে দেখলেন যে থানার ঘড়িতে তখন সাতটা

বেজে গিয়েছে। হেড কোয়ার্টারের সভাকক্ষে তাদের নির্ধারিত সময়ের কিছু পূর্বেই উপস্থিত না হলে প্রশ্ন উঠতে পারে। আর একটুমাত্র অপেক্ষা না করে থানার লরীতে তাঁরা পুলিসের কেন্দ্রীয় অফিসে রওনা হয়ে গেলেন। কেন্দ্রীয় অফিসে এসে তাঁরা দেখলেন যে তার বিস্তৃত হলঘরের একদিকে মূল্যবান গালিচা দ্বারা আবৃত করে বক্তৃতামঞ্চ প্রস্তুত করা হয়েছে। একটি ব্ল্যাক বোর্ডের নিম্নে টিপয়ের সম্মুখে দুইটিমাত্র আসন ন্যস্ত—একটি মূল সভাপতি এবং অপরটি প্রধান বক্তা ডাঃ এ কে রে-র জন্য নির্ধারিত। সভাকক্ষটি ইতিমধ্যেই শত শত রক্ষীপুঙ্গব এবং বাহিরের সুধী ব্যক্তিদের দ্বারা পরিপূর্ণ হয়ে গিয়েছে। অপরাধ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে ডাঃ এ কে রে যুগান্তর সৃষ্টি করেছেন, ইহাই উপস্থিত সকলের সুচিন্তিত অভিমত—তাই তাঁর দার্শনার্থে ব্যাকুল হয়ে বহু ব্যক্তি সেখানে অপেক্ষা করছেন। যথাসময়ে বয়োবৃদ্ধ ডাঃ এ কে রে গম্ভীর মুখে সভাকক্ষে প্রবেশ করামাত্র উপস্থিত সকলে দণ্ডায়মান হয়ে তাঁকে সম্মান দেখালেন। কেহ কেহ সোল্লাসে করতালি দিয়ে উঠতেও ভুললেন না। ডাঃ এ কে রে আসন গ্রহণ করামাত্র নগরপাল স্যার হ্যামিল্টন সাহেব তাঁকে অভিনন্দন করে উপস্থিত সকলের নিকট তাঁকে পরিচিত করিয়ে দিয়ে বললেন, 'আজ আমেরিকা প্রবাসী জগৎ-বিখ্যাত পণ্ডিত ডাঃ এ কে রে পুনরায় স্বদেশে এসে আপনাদের নিকট উপস্থিত হয়েছেন। তাঁর কষ্টার্জিত গবেষণালব্ধ অপরাধ সম্পর্কীয় মূল তথ্যসমূহ তিনি আজ আপনাদের নিকট প্রকাশ করবেন। আশাকরি, রক্ষীমহল এবং জনসাধারণ একাধারে এঁর উপদেশ হতে উপকৃত হতে পারবেন। আচ্ছা, ডাঃ রে আসুন তা'হলে।'

নগরপাল স্যার হ্যামিল্টন তাঁর বক্তব্য শেষ করা মাত্র ডাঃ এ কে রে সভাকক্ষের চতুর্দিকে একবার উত্তমরূপে পরিদর্শন করে নিলেন এবং তার পর টিপয়ের উপরে রক্ষিত গেলাস হতে কিছু জল পান

করে তাঁর বক্তৃতা শুরু করে দিলেন। সারা সভাকক্ষকে নিস্তব্ধ করে উপস্থিত সকলে কান খাড়া করে শুনতে লাগলেন তাঁর বক্তৃতা। সমুচ্চস্বরে সভাকক্ষ কম্পিত করে তিনি উদাত্ত ভাষায় বলে চললেন —

'অপরাধস্পৃহা একবার নির্গত হলে সেটা দুর্দমনীয় হয়ে ওঠে। প্রারম্ভেই রাষ্ট্র দ্বারা এটা নিয়ন্ত্রিত না হলে সেটা অচিরে সুদূরপ্রসারী হয়ে উঠবে। কোনও প্রকার অপরাধ বা অপরাধীর দ্বারা কোন রাষ্ট্র বা সমাজের উপকার হওয়া অসম্ভব। একটা অপরাধ বা অন্যায় দ্বারা অপর একটি অপরাধ বা অন্যায় প্রতিকার করতে সচেষ্ট হওয়ার অপর নাম বাতুলতা। প্রকারান্তরে এইরূপ প্রচেষ্টা দ্বারা তারা সারা সমাজদেহ দুষ্ট ক্ষতে পরিপূর্ণ করে দিয়েছে। আমি এই কয়দিন আপনাদের নগর পুলিসকে একটি খুনের কেশের তদারক সংক্রান্ত বিষয়ে বৈজ্ঞানিক পন্থায় সাহায্য কবছিলাম। যতদূর বুঝা গেল, তাতে ঐ খুনের অপরাধীদল প্রথমে সৎ উদ্দেশ্যেই তাদের দলটি গঠন করলেও শেষদিন পর্যন্ত তারা তাদের পূর্ব আদর্শ অক্ষুণ্ণ রাখতে পারে নি। এই দস্যুদল বিবিধ বৈজ্ঞানিক পন্থা অপকার্যে প্রয়োগ করলেও এই শহরের রক্ষিগণ অনুরূপ বৈজ্ঞানিক রীতিনীতি সম্পর্কে ওয়াকি-বহাল ছিলেন না। একমাত্র এই কারণে এখানকার রক্ষীদল এখনও পর্যন্ত প্রমাণসহ তাদের একজনকেও গ্রেপ্তার করতে সমর্থ হলেন না। কিন্তু আমি এই সম্পর্কীয় ঘটনাবলী অনুধাবন করে এবং বিভিন্ন সূত্রে সংগৃহীত নির্জীব কয়েকটি দ্রব্য পরীক্ষা করে এখুনিই বলে দিতে পারি যে, এই দলের প্রধান হচ্ছেন একজন বিচক্ষণ ডাক্তার। তবে এই বিচক্ষণ ডাক্তারের প্রকৃত নাম কি? তা অবশ্য এখনও পর্যন্ত নিশ্চিতরূপে বলবার সময় আসে নি। তাঁর নাম স্থানীয় পুলিসও এখনও পর্যন্ত সঠিকরূপে অবগত হতে পারেন নি।'

'কে বললে তা তাঁরা পারেন নি', আসন ছেড়ে এগিয়ে এসে প্রণববাবু বললেন, 'সেই ডাক্তারের প্রকৃত নাম ডাঃ অনুকূল রায়

এবং আপনি স্বয়ংই হচ্ছেন তিনি। এই বিশেষ সত্য অকাট্যরূপে প্রমাণ করবার মতো প্রয়োজনীয় সাক্ষ্য-প্রমাণ আমি ইতিমধ্যেই সংগ্রহ করেছি।'

'কক্ষনো না, মিথ্যে কথা,' হুঙ্কার দিয়ে ডাঃ এ কে রে বলে উঠলেন, 'আমাকে অপমানিত করবার এ এক কুচক্র। পুলিসের কারুর না কারুর সক্রিয় সাহায্য ব্যতিরেকে এইরূপ দল সৃষ্ট হতে পারে না, এইরূপ এক অভিমত কর্তৃপক্ষেব নিকট প্রকাশ করেছিলাম —তাই আপনাদের এই অপকৌশল। আমাকে এই শহরসুদ্ধ লোকের সম্মুখে এইভাবে অপমান করবার আপনাদের কোনও অধিকাব নেই।'

'সে কৈফিয়ত আমি পরে দেবো ডাঃ রে,' প্রণববাবু এগিয়ে এসে বললেন, 'আপনাকে আমি এখুনি গ্রেপ্তার করলাম। আপনি যে একজন বড়ো ফোরেন্সিক বিজ্ঞানবিদ পণ্ডিত, তা আমি সম্পূর্ণরূপে স্বীকার করি। এখন বৈজ্ঞানিক পন্থায় সৃষ্ট সযত্নরক্ষিত আপনার ওই পরচুলেব লম্বা শ্বেত চুল ও দাড়ি-গোঁফ আপনি ক্ষণেকের জন্য অপসৃত করবেন কি? ঐগুলি অপসৃত হ'লে নিশ্চয়ই আপনার এই সৌম্যমূর্তির মধ্য হতে বেরিয়ে আসবে আমাদের পূর্ব পরিদৃষ্ট রহস্যময় মুণ্ডিতমস্তক মানুষ। পরচুলা পরবার সুবিধেব জন্যেই আপনি আপনার মস্তকের কেশ প্রতিদিন মুণ্ডিত করে থাকেন। খুলে ফেলুন আপনি আপনার ঐ পরচুল।'

'খবরদার বলছি, আর একটুমাত্রও এগুবে না,' পকেট হতে পিস্তল বার করে ডাঃ রে চেঁচিয়ে উঠলেন, 'তোমাকে আগে শেষ করি, তারপর আমি ওসব খুলবো।'

উভয়ের এইরূপ বাদানুবাদে এবং হুঙ্কার-প্রতিহুঙ্কারে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষসহ সভাস্থ প্রত্যেক ব্যক্তিই হতভম্ব হয়ে উঠেছিলেন। সকলকে স্তম্ভিত করে দিয়ে ডাঃ এ কে রে, পিস্তল বার করবামাত্র সকলে ইতস্তত ছুটোছুটি শুরু করে দিলে। রক্ষীদের মধ্য হতে

প্রণববাবুকে সাহায্য করবার জন্যে ওঁদের কয়েকজন জীবনপণ করে এগিয়ে এলেন। কিন্তু আততায়ী তার পিস্তল একবার বার করতে সমর্থ হলে অপর পক্ষের পকেটে পিস্তল থাকা না থাকা সমান কথা। আত্মরক্ষার আর কোনও উপায় না দেখে প্রণববাবু বলে উঠলেন, 'অনুকূলবাবু, চিনতে পারছেন আমি গাবতলা গ্রামের প্রণব। আমাকে হত্যা করলে সুষমা বা রমা একজনও কেউ খুশি হবে না।'

সুষমা ও রমা দেবীর নামের মধ্যে কি মোহিনী শক্তি নিহিত ছিল কে জানে। ডাঃ এ কে রায় নিমেষে পিস্তল পকেটে পুরে তাঁর ঋজুদেহ খাড়া করে এক লাফে পিছনের জানালা গলে ওপারের রাস্তায় পড়ে ছুট দিতে যাচ্ছিলেন এমন সময় প্রণববাবুও বেরিয়ে এসে তাঁর ঘাড়ের উপর লাফিয়ে পড়ে পিস্তলটা তার হাত থেকে কেড়ে নিয়ে তাঁকে চেপে ধরলেন। কিন্তু ডাঃ এ কে রে'র দেহে ছিল অসীম শক্তি। তিনি পলকের মধ্যে নিজেকে মুক্ত করে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে শুরু করে দিলেন। ইতিমধ্যে প্রণববাবুকে সাহায্য করবার জন্যে কনকবাবু সহ বহু ব্যক্তিই ঐ জানালার পথে সেখানে বার হয়ে এসেছে। প্রণববাবু সম্মুখের পথ মুক্ত রাখবার জন্যে তাদের সকলকে পিছিয়ে যেতে বলে ধাবমান ডাঃ এ কে রে'কে লক্ষ্য করে মুহুর্মুহুঃ গুলিবর্ষণ করতে লাগলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তার একটি গুলিও তার দেহ স্পর্শ করলো না। প্রণববাবুর এই ব্যর্থতায় কনকবাবু অবাক হয়ে গিয়েছিলেন। কনকবাবুর এইরূপ আশ্চর্যান্বিত হবার যথেষ্ট কারণও ছিল। যে প্রণববাবু দূরপাল্লার পিস্তল ছোঁড়ায় বারে বারে পুরা মার্ক পেয়ে প্রথম হয়ে এসেছেন, তাঁর পিস্তলের গুলি কিনা প্রতিবারেই ডানে বামে ছড়িয়ে পড়ছে। অতো বড়ো মানুষটাকে এত নিকটে পাওয়া সত্ত্বেও পিস্তল নিক্ষিপ্ত প্রত্যেকটি গুলি কিরূপে বারে বারে লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় তা তাঁর ধারণার বাইরে।

কনকবাবুও দিক্‌বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে অপরাপর ব্যক্তিদের সঙ্গে

ডাঃ এ কে রায়কে গ্রেপ্তার করার জন্য তাঁর পিছনে ধাওয়া করলেন। কিন্তু কিছুদূর অগ্রসর হওয়ামাত্র তিনি লক্ষ করলেন, কোথা হতে সেই BLT 4444 ট্যাক্সিটি এসে পড়লো। তারপর সেটা ডাঃ রে'কে তাতে তুলে নিয়ে নিমেষে অন্তর্ধান হয়ে গেল। ক্ষুণ্নমনে পিছন ফিরে তাকাতেই কনকবাবু দেখলেন যে প্রণববাবু ডাঃ এ কে রে'র পলায়নের পথের প্রতি চেয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছেন এবং তাঁর মুখে চোখে ফুটে উঠেছে একটি ক্ষীণ ম্লান হাসি।

সমাপ্ত